কবিতাসমগ্র

প্রথম খণ্ড

করবী দেববর্মণ

ভাষা
আগরতলা, ত্রিপুরা
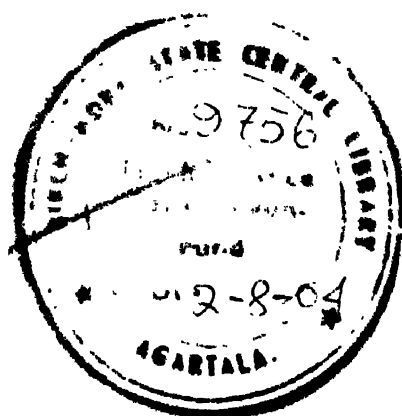
কবিতাসমগ্র (১ম খণ্ড)
KABITASAMAGRA (Part-1)
a collection of bengali poems
by Karabi DebBarman.

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৪

অক্ষর বিন্যাস : ইনফোপ্রিন্ট, আগরতলা।

প্রচ্ছদ : স্বপন নন্দী

ভাষা প্রকাশন-এর পক্ষে প্রকাশ করেছেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী,
প্রযত্নে *শান্তি কুটির,* নতুন পল্লী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-১, ত্রিপুরা থেকে।
মুদ্রণ : কমলা প্রেস, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৬।

মূল্য : ১০০ টাকা

আমার দুইজন প্রেমিক অর্ক আর রণি

ছ'জন প্রতিদ্বন্দ্বিনী

নিকি তাতান সোনি মিনি ভাদো ও মনসুনকে

ঐকান্তিক ভালোবাসাসহ

দিদা/ঠাম্মা।

কবিতাসমগ্র, প্রথম খণ্ড যথার্থই একটি থলের মতো— সব ক'টাকেই ধরে রাখা। এতে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের বিচার নেই। হারিয়ে না যায়, শুধু প্রচেষ্টা এই। বেশ কিছু কবিতা এখনো অগ্রন্থিত রয়ে গেছে। কিছু করার ছিলো না। দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে, আশা করি।

করবী দেববর্মণ

১.১. ২০০৪।

সূচিপত্র

লুণ্ঠিত সময় সীতা

মেরুদণ্ড দাও

কবিতা আমার সময় অসময়

কিছু স্বগতোক্তি ঃ

সৃজনে উৎসবে

অগ্রন্থিত কবিতা

লুণ্ঠিত সময় সীতা

রচনাকাল ঃ ১৯৫০-১৯৫৫

স্মরণ-১

হৃদয় তীর্থে
        নীরবে নিভৃতে
                বিরহী চিত্তে প্রিয়

যে ব্যথা কমল
        মেলিয়াছে দল
                সুরভিতে পূজা নিও।

আকাশ মেদুর
        বিরহ বিধুর
                বিরহী বধূর ব্যথা

অশ্রুর প্রায়
        সলিল ধারায়
                গলিয়া পড়ুক সেথা

যোজন পাহাড়
        হয়ে গিয়ে পার
                আমার দীর্ঘশ্বাস

বেদনার ধ্বনি
        সকল অবনী
                ভরুক তোমার পাশ।

জীবন জোয়ার

করতোয়া খরতোয়া — নহ নদী সমুদ্র গভীর
        তবে কিসের জোয়ার আসি করিছে অস্থির তোমার দু-তীর
হে আমার ছায়া ঘেরা ক্ষুদ্র সরোবর।
        কিসের কাঁপনে আজ হয়েছে মুখর

তোমার নিথর বক্ষস্থল
বল কোন সে অশান্ত ঢেউ করিছে উচ্ছল
তব শান্ত জলধিরে
কোন তীব্র স্রোতধারা বহি সঙ্গোপনে তব বক্ষতলে
এনেছে বিপ্লব বাণী
প্রবেশিয়া শান্ত দীন বিশীর্ণ জীবনে সজোরে সবলে
প্রতি ঢেউ কণা প্রতিটিরে বলে যেন
ও মোহে পড়ো না
কভু ভালোবেসো না বেসো না
এই স্থির অচঞ্চল গতিহীন
নীরস জীবনে
যার তলদেশময়
শুধু পচা পাঁক দুর্গন্ধ সঞ্চয়
কত শত শতাব্দীর
কেউ নাহি জানে।

হিল্লোলে হিল্লোলে
প্রতি কলরোলে
শুনাইছে নূতনের জীবনের বাণী
মূলমন্ত্র নহে তার পারের ভাঙানি
বিবাদ বিপ্লব কোন হানাহানি
যেন শীকর নিচয়
হাস্যভরে পরস্পরে
বলিতেছে আমাদের লক্ষ্য
শুধু বলের সঞ্চয়
ওদের নিশানা
অবাঞ্ছিত যতসব কচুরীর পানা
যত ক্লেদ, যত পাঁক, যত কোলাহল
করিবে নির্মল
তারপর গতিভরে
ছাপিবে দু'কূল
উর্বরা করিবে ধরণীরে
মরা গাছে হয়তো বা ফুটে যাবে ফুল
লক্ষ্য নহে ভুল
বিলোল বসন্ত নহে
বর্ষাধারা আজি বহে

ও বদ্ধ জীবন মাঝে
তারই সে কল্লোল ধ্বনি
রণরণি ঝন্‌ঝনি
তোমার সঙ্গীতে বাজে
হে আমার ছায়া ঘেরা ক্ষুদ্র সরোবর!
জীবনে আমার
গতিময়ী হাস্যময়ী বর্ষাধারার
কবে হবে আগমন
পঙ্কিলতা, আবিলতা করিতে মোচন
তোমারই মতন
সে সুদিনে লক্ষ্য চিনে
মোহ্ করি জয়
তোমা মত করি যেন
বলের সঞ্চয়
হে আমার ছায়া ঘেরা ক্ষুদ্র জলাশয়!

সুদূরের পানে

যে পথে আমার যাত্রা হয়েছে শুরু
স্নেহহীন এক নীরস কঠিন মরু
খাঁ খাঁ করে বুক দগ্ধ বালির জ্বালায়
মাংসলোভী গৃধিনীরা উড়ে উড়ে যায়
প্রাণের শ্যামল সরস সবুজ শোভা
প্রকৃতির সনে হয়ে গেছে আজ বোবা,
হু হু করে বয় কার ও দীর্ঘশ্বাস
কার অভিশাপে বহিছে ঝড়ো বাতাস
বালিয়াড়ি বুকে করিছে প্রলয় সৃষ্টি, ভাঙিছে হৃদয়
ধূসর ধুলায় বদ্ধ করিছে দৃষ্টি, দূর দিগন্তে হরিৎ বনানী
আকাশেতে যদি ভাসে মেঘখানি
হয়তো নয়ন জুড়োবে সবুজ বরণে
তপ্ত দেহেরে সিক্ত করিবে হরণ গোপনে
শ্রান্তি আমার — চলেছি ক্লান্ত চরণে।

একটি সনেট

হে উদ্ধত উচ্চশির দৃঢ় তরুবর
কত দীর্ঘ কালজয়ী। মেলেছ শিকড়
মৃত্তিকায় সর্ব নিম্নস্তরে। কত যুগ
যুগান্তর শুষিয়াছ প্রাণরস। ভোগ
করিয়াছ এ পৃথ্বীর বায়ু আর তাপে।
হেরি তব তৃণদল সম্ভ্রমেতে কাঁপে
সয়েছ বিক্ষুব্ধ বাত্যা, ঝড় ঝঞ্ঝা কত
অচপল অবিচল চির সমুন্নত
উর্ধ্বগামী মেঘ যত তব স্পর্শ করে
মরালের দল ভাসে লীলায়িত ভরে
উর্ধ্বেতে মিতালী তাই উচ্চ গুণে গুণী
ছায়া দানে পান্থে তুমি কর চির ঋণী
ঋজু রূপে ব্যক্ত তব তিতিক্ষার বাণী
আশেক কর হে দান হে অজেয় মৌনী।

আষাঢ়

ঝম্ ঝম্ ঝম্ নুপূরের ধ্বনি
বাজিছে মেঘের চরণে
তার গীতধারা ঝরিয়া ঝরিয়া
গাহিছে আকুল পরাণে
ধরণী মেঘের কালো মুখখানি
করিছে উজলা আদরে
যত ক্লেদ আর ছিল যত গ্লানি
মুছাইছে স্নেহ ভরে।
রূপালি তাহার ওড়নার ছায়া
বিজুলী চমকে দেখাইছে মায়া
গুরু গুরু ঐ বজ্রের নাদে
সে কি অঙ্কুর বাণী
ধরণী মেয়েরে আশ্বাস দেয়
বিজলীর বাণ হানি।

প্রকৃতি

প্রভাতের রক্ত রাঙা রবির হাসিতে
দুরন্ত বায়ুর বেগে ধানের ক্ষেতেতে
শাখে শাখে পাখিদল
কলকাকলিতে
যে অপূর্ব বাণী তুমি পাঠাইছ নিতি
হে প্রকৃতি,
তার মর্ম, তার সত্য যেন মোর হৃদি
সর্ব দুঃখে সর্ব সুখে বোঝে নিরবধি
জগতের শত নীতি কত রাজনীতি
দেশে দেশে জ্বালাইছে লোভের ক্ষোভের বহ্নি
টুটে গেছে মনে মনে সরল সম্প্রীতি
রুটি নাই চাল নাই
অভাবের এ মিছিলে সুখশান্তি নাই।
শুষে নিচ্ছে সব গান সবটুকু প্রীতি ।
হে প্রকৃতি
তোমারে যে হেরিব তন্ময় হয়ে ·
রচিব কবিতা গাথা তব রূপ লয়ে
নাই যে সময় আর নাই অনুভূতি
এ দগ্ধ হৃদয়ে।
জীবন সংগ্রামে নিত্য
কঠিন বাস্তব তিক্ত
কত অভিজ্ঞতা — হৃদয়ে করিছে রিক্ত
সুকঠিন নাগপাশে পাকে পাকে
জড়ায়ে মারিছে মোর কবি হৃদয়েরে
তবু তোমার বারতা
শুনিবারে বুঝিবারে শক্তি দাও মোরে
তারা-খচা নিঝুম নিশীথ রাতে
প্রদোষে প্রভাতে
চোখ মেলে দেখি আর কান পেতে শুনি
তোমার ভাষারা যেন কি রহস্যময়
বলে যেন যাহা দেখো এরা সত্য নয়
মানুষের হাতে গড়া
কৃত্রিম বিধি আর পার্থক্য বোধ

গড়েছে যে অশান্তির এই উচ্চ সৌধ
তারো চেয়ে বড় সত্য রয়েছে আমাতে
চিরস্থায়ী অবিশালী সৃষ্টির আদিতে
সৃষ্ট চিরানন্দময়।
হে প্রকৃতি,
সে রহস্য বাণীরে তুমি উদঘাটন করো
আমার চোখের পরে সত্য রূপ ধরো
শুধ্ ---- এ মিনতি।

আধুনিক

আজকে দিনের রাজপুত্রের পক্ষীরাজ খোঁড়া হয়েছে
তরোয়ালের ফলায়ও কি মরচে পড়েছে
ময়ূরপঙ্খী নাও সায়রে ডুবে গিয়েছে।
তাই আজকে দিনের রাজপুত্রের পেটে ভাত নাই
চালশে ধরেছে চোখে চশমা নাকে তাই
কন্ট্রোল লেগেছে তাই জরি জড়াও নাই
কিউয়ে দাঁড়াতে হবে সময় কোথা ভাই
পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙে না তাই।
আজকে দিনের রাজকন্যার কুঁচবরণ নাই —
রৌদ্রে আর জলে ঝড়ে পুড়ে গেছে ভাই
মেঘবরণ এলোকেশ ঝরে গিয়েছে
ব্যাপারীবা তেলের মাঝে ভেজাল দিয়েছে
রাজপুত্রের ভাতের লাগি গায়ের ঘাম ঝরে
রাজকন্যার জীয়ন কাঠির খোঁজ আর কে করে
সাপ্লাই অফিসে আর স্কুলে চাকরি তাই
আজকে দিনের রাজকন্যার করতে যে হয় ভাই
ব্যাঙমা ব্যাঙমী কোথায় লুকিয়ে রয়েছে
পথের নিশানা কে বলে দেবে যে
সাত সমুদ্দুর তের নদীর কড়ি পাওয়া ভার
পাতালপুরীর রাজকন্যার নিদ্ ভাঙে না আর।

বৃষ্টি এলো

বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো
বৃষ্টি এলো মনে
দাবদাহে ঝলসানো উত্তপ্ত গগনে
প্রতীক্ষায় জর্জরিত হৃদয় অরণ্যে
নামলো কি বাসনার ঢেউ ?
হারানো স্মৃতির বাঁকে
চোরা চাহনীর তীর হানলো কি কেউ ?
বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো
গগনে ও মনে
নব পরিচয় ঘটে
সযত্নে বিস্মৃত সেই অতীতের সনে।
বৃষ্টি কি প্লাবনও আনে মনে ?

একটি রাত

(বাধারঘাটের খামারবাড়িতে)

এখানে ওখানে মেঘ ভাসে ছেঁড়াখোড়া
ভীত ত্রস্ত চাঁদ — চাঁদ কুহেলীতে মোড়া
নিস্তব্ধ নিশীথে বায়ু বহে ঝিরঝির
দূর বনানীর রেখা তিমির নিবিড়
বাতায়ন পাশে স্তব্ধ মুগ্ধ চিত্ত আমি
সুষুপ্তা ধরণী-চাঁদ ক্রম অস্তগামী।
ক্ষণে ক্ষণে এলোমেলো ভিজে হাওয়া বয়
গাছগুলি হেলেদুলে ধীরে কথা কয়।
দিনান্তের কোলাহল অবসান শেষে
প্রকৃতির প্রাণ জাগে মদির আবেশে
মাঝে মাঝে ভীরু চাঁদ মেঘে দেয় উঁকি
ঘোলাটে ফ্যাকাশে আভা গাছে পড়ে ঝুঁকি
স্তিমিত রূপালী সেই মলিন জোছনা

মনে আনে অতীন্দ্রিয় ভাবনা কল্পনা।
কি এক রহস্য মায়া নীরব ভাষাতে
সৃজিছে মোহিনী যাদু গোপন সত্ত্বাতে।
খেয়ালী শিল্পীর এক তুলি টানে যেন
ভাবের — রূপের মায়া হয়েছে সঘন।

শর্বরী

রসাল ফলের রাশি অঞ্চল ভরি
করিছ সঞ্চয় তুমি দিবস শর্বরী
রামচন্দ্র তুষ্টি লাগি — সেবিকা শর্বরী
বৈশাখের জ্বালাভরা রৌদ্র দ্বিপ্রহরে
কুড়ায়ে রাখিছ যত সুমধুর ফলে
আস্বাদন করি --- কিশোরী শর্বরী।
বর্ষার ঝরঝর দিনে
সিক্ত বসনে তুমি গহন কাননে
শরতের সোনালী রবিতে
উদাসীন হেমন্তের করুণ ছবিতে
তোমারই সুন্দর ছবি
হিমশীত রাতে
বসন্তের মদির প্রভাতে
ফল লাগি অন্বেষিয়া গিরিতে গুহাতে
শর্বরী কেটেছে দিন — কত রাতে প্রাতে।
কৈশোরের অবসানে
যৌবন যে সংগোপনে
কবে এলো দেহ ছেয়ে
দেখ নাই কভু চেয়ে
আপন খেয়ালে মগ্ন
প্রিয়ের লাগিয়া স্বপ্ন
দেখিছ আপনমনে দিবস শর্বরী
প্রেমিকা শর্বরী।

সঞ্চিত ফলের রাশি
অবশেষ হলো বাসি
পচে খসে সব তারা
ধূলায় যে হলো হারা
তোমার সৌন্দর্য রাশি
অপূর্ব যৌবন
করাল কালের মায়া
কালেতে গোপন
তবু প্রতীক্ষিতা তুমি
হে প্রৌঢ়া শবরী
দীর্ঘ পক্ষযুক্ত চোখে
দৃঢ় আশা ভরি
করিছ সঞ্চয় ফল
দিবা বিভাবরী
ক্রমে ধীরে এলো জরা
দিব্যকান্তি স্থৈর্য ভরা
লোলচর্ম পক্ক কেশে
জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ বেশে
স্তিমিত আঁখির কোলে
আশালোক জ্বলে
সর্ব অঙ্গে ভক্তি প্রেম
পলে পলে ঝরে
দীর্ঘ প্রতীক্ষার ব্যথা বিমোচন করি
রামচন্দ্র এলো গৃহে
সেবিকা শবরী
ইপ্সিত তোমার প্রিয়
এলো কাছে আজ
ধন্য, ধরণীর মাঝে
প্রতীক্ষার সাজ
আস্বাদিল ফলে যত
তব আস্বাদিত
অন্তিম কালেতে পেলে
হৃদয়ে অমৃত।

বাস্তবিক

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে প্যাচপ্যাচ কাদা
পুকুরের পানা পচা ঘোলা জল সাদা
অদূরের গৃহ রকে ভিখারীর পাল
রাস্তার সংসার এনে মেলেছে জঞ্জাল
ভিজে গায়ে ঠক্ ঠক্ করে গালাগাল
বারিধারা কোন হর্ষ আনেনিকো মনে
আসন্ন আশ্রয় চিন্তা অবসন্ন প্রাণে।
আম ডালে বসে বসে ভিজিছে শালিক
বাতাসে ভেঙেছে ঘর ঝিমায় মালিক
মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে করে চিক্ চিক্।
সিক্ত পাখা বায়সেরা কা কা করে উড়ে
আস্তাকুঁড়ে খোঁজে খাদ্য আছে কিনা পড়ে
নীরব ভয়ার্ত চোখে গরুগুলি চায়
ভাঙা গোয়ালের নীচে ভেজে অসহায়
খালের জলেতে ব্যাঙ গোঁ গোঁ করে ডাকে
জল জমে কাঁচা পথ হাঁটু ভরা পাঁকে।

মা

তোমায় নিয়ে শিল্পী কবির অমর রচনা
ছন্দে গানে বন্দে কোমল স্নেহের বর্ণনা
ক্ষুদ্র আমি ভাবি যখন স্তব্ধ কল্পনা
কোন ভাষাতে প্রকাশ করি মনেই আসে না
গাইতে যে চাই অতুল গাথা রুদ্ধ কণ্ঠস্বর
মৌন মূক চিত্ততলে ওঠে ভাবের ঝড়
বচন দিয়ে রাখব লিখে কোন সে খাতার পাতায়
যে মাধুরী অন্তরালে মোর হৃদয়ে মাতায়
কোন তুলিতে কোন সে পটে আঁকবো তোমার রূপ
প্রাণের গোপন শ্রদ্ধা দিয়ে জ্বালবো সে কোন ধূপ
চেতনাহীন বিবশ আমার স্নায়ুগুলি হয়
সব ভাষারা গুমরে মরে মনের মাঝেই রয়

ব্যক্ত না হয় হোলো আমার বচন জ্যোতির্মালা
অনুভবি মূর্তি তোমার সুধা নিঝর ঢালা।

স্মরণ-২

সুদূরপারের বন্ধু ওগো মনের গোপন কোণে
ব্যথার কাঁটায় রক্ত ঝরে যখন পড়ো মনে।
অনুভূতির গোপন স্তরে তোমার স্মৃতিখানি
এমনি করে লুকিয়ে আছে সে কথা কি জানি!
উৎস থেকে যদিও নদী সামনে সাগর পানে
গতির বেগে আদির কথা ভোলে স্রোতের টানে
সবুজ ডালে সতেজ শাখায় বিকশিত ফুলটি
ফোটার পরে মাটির কথা যদিও করে ভুলটি
মিশে গিয়ে জলধারা বাষ্পরূপে উৎসে
মাটির বুকে যায় ঝরে ফুল হারিয়ে গিয়ে রূপ সে
কাব্যরসের উচ্ছ্বসিত মোর কবিতাধারা
উৎসে আজি যদিও ভুলে দূর অসীমে হারা
লেখনী মোর থমকে থামে কোন বিহ্বলক্ষণে
উৎসখানির স্মৃতি তুমি যাও পড়ে যে মনে।

বাঁচতেই হবে

মন, তুমি পিছন ফিরে চেয়ো না
সামনের দিকে দেখ নব রাগ
অতীতের গান আর গেয়ো না
মিলাবে না ঘষলেও ঐ দাগ
বৃথা আর ভাঙা তরী বেয়ো না
যে আগুন ছাইচাপা দেখো আজ

অতীতের আঁখি জল সীমাহীন
ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে মন কিবা কাজ
জীবনের ফুল তাতে ফুটবে রঙীন?
তার চেয়ে মন খোঁড় গহ্বর
অতীত সমাধি দাও পর পর,
আগামী বসন্তে কোন এ জীবনে
তবু যদি পড়ে যায় তারা মনে
ভ্রূকুটিতে ভরে চোখ সামনে চলো
বাঁচতেই হবে মন পথ কি বলো।

রামধনু নয়

রামধনু নয় ও যে আকাশের কোলে
দূর জনপদে দেখ বহ্নি জ্বলে
ধুমশিখা লেলিহান
গ্রাসিছে জীবের প্রাণ
রামধনু বলে থাকা যায় কি ভুলে
পুঞ্জ পুঞ্জ লাল আভা মনে হয় ঠিক
অগণিত জন হৃদরক্তের প্রতীক
ঘন কালো শ্বাসরুদ্ধ বিষাক্ত বায়ু
প্রতি পলে শুষে নিচ্ছে কত শত আয়ু
রামধনু তব ভাব এত কলরোলে
রামধনু বলে থাকা যায় কি ভুলে
করে না আঘাত তবু কানের কুহরে
আর্তের দীনের রব এত তীব্র স্বরে
তবু ভাবি রামধনু আকাশ কোলে
কোমল কবিতা আজি রচ কি বলে
এখনও সত্যের রূপ দেখা আছে বাকি
রামধনু ভেবে তাকে দিয়ো না যে ফাঁকি।

অসময়ের অতিথি

এসেছিলে জীবনে মোর যেদিন বসন্ত
হালকা পাখায় উড়তো ভেসে মনটি দুরন্ত
তোমার আসার আশার স্বপন
উতলা প্রাণ চিত্ত মগন
ব্যর্থ হলো; মিথ্যে হলো আকাশকুসুম রচন
হারিয়ে গেলো ফুরিয়ে গেলো সে অমূল্য ক্ষণ
আজকে তুমি এলে যখন ঘন বরষা
রিক্তা আমি আশাহীনা লুপ্ত ভরসা
করবো বরণ কেমন করে শূন্য মরু মন
কোথায় সে প্রাণ করবে তোমার চিত্ত পরশন
অসময়ের অতিথি ওগো ক্লান্ত তনু মন
ব্যর্থ নিরাশ প্রতীক্ষাতে বিগত যৌবন
তুষি তোমায় কোন ধনেতে নাই কোন সম্বল
তোমার লাগি দিলাম আমার নীরব অশ্রুজল।

রোমন্থন

ঋতুচক্র পুনঃ আবর্তন অকাল বার্ধক্যগ্রস্ত অবসন্ন মন
বিস্মৃত জোয়ার শেষে ক্লান্তিকর ভাঁটার জীবন
মনে হয় যেন
পণ্যহীন বিপণিতে আর ভিড় কেন? মাঝে মাঝে তবু অসহায়
আমার বুকের মাঝে ডানা ভাঙা মন পাখি পাখা ঝাপটায়
অন্তরের রুদ্ধ ব্যথা কাতর গোঙানি
ঘুমহারা চোখ মেলে প্রতি রাতে শুনি
কোথা তার শেষ
অন্তহীন ব্যথা ঘেরা তমিস্রার দেশ।
তবু আলেয়ার আলো জ্বাল
মৃদু হাস, কেন ডাক জীবন ডাকিনী
কেন ভোল মুদ্রা বিনা ব্যর্থ বেচাকিনি
জীবন জুয়ার দানে হতভাগ্য আমি দেউলিয়া
ব্যথানন্দে স্তব্ধ হতে দাও মোর বিষণ্ণ এ হিয়া।

অব্যক্ত

আমার জীবন বাণী তুমি একি সুরে বাজাও
ওগো সুরকার
অশ্রুত কোন ছন্দ তুমি আজ শুনিতে চাও
এত বারে বার
এ সুর শুনে ভাবছি চিনি চিনি
একি মর্ম গাথা তন্দ্রাতুরার চির বিরহিনী
অস্ফুট কোন গোপন কথা গহন বেদনায়
সুরের জালে ধরা পড়ে ঝিলিক মেরে যায়
কি বলিতে চায়
ওগো সুরকার — বলো আজ আমায়
আধেক বুঝি আধেক না যায় বোঝা
এ বেদনা কেমন করে বলি কি করে যায় যোঝা
এ জীবনে হলো না যা পাওয়া
পেয়েছি আর হলো না যা পাওয়া
তারই হিসাব ভার
বাঁশির সুরে মোহন ব্যথায়
শোনাও রূপকার এত বারে বার
তোমার সকল সুরের খেলা বন্ধ করে দাও
আমার জীবন-বাঁশিটি আজ ভাঙা
বেসুরো এ ব্যর্থ রাগে কি শুনিতে চাও
দূরের বিদায় গোধূলি যে রাঙা।

স্বাতীকে

বন্ধু তোমার হৃদয় তো নয় বন্ধ
নীল আকাশে স্বচ্ছতারই মেলা
নন্দনেরই পারিজাতের গন্ধ
পূর্ণ দেখি তোমার হৃদয় বেলা
নিঃস্ব আমি হৃদয় আমার রিক্ত
গরবিনী তুমি মহারানী
অশ্রুজলে করে দিলাম সিক্ত

তোমার হাতে আমার এ গানখানি।
হেলায় তুমি ফেলবে না তা জানি
এ ভরসাই এ প্রেরণা দিল
তুলে দিলাম প্রাণের গভীর হতে
তোমার তরে সঞ্চিত যা ছিল।

সঙ্কেত

না বলা তোমার যেই সব কথা
পড়েছিনু আঁখিপাতে
মনে হয় সেই দুর্লভ স্মৃতি
বিনিদ্র বহু রাতে
তোমার সজল চোখ
দৃঢ় চেতনার কঠিন আঘাতে
রূঢ় বাস্তব হোক।
যে কথা পারনি বলিতে
সাহস যোগাও
প্রত্যয় ভরে শোনাতে তা অগণিতে।
আর জল নয় — আগুন ঝরুক
তোমার নয়ন হতে
সব দ্বিধা ভয় পুড়িয়া মরুক
প্রশস্ত কর পথে
সজল চোখের জল ঝরে গিয়ে
দৃপ্ত তোমার চোখ
নূতন জীবন সূর্য ঝল্‌কে
স্বপ্ন সফল হোক।

প্রহেলিকা

কৌতুকী চির আলোর কণিকা
জীবনদিবায় হ্রস্ব ক্ষণিকা
স্বপ্ন কুহেলি — একি প্রহেলিকা
না রাঙিয়ে চলে যাও।
তপ্ত সোনার গলিত প্রহরে
আঁধার জীবন আলোকে না ভরে
এ ব্যথার ছায়া নাহি অপসরে
কোন অজানাতে ধাও।
তোমার আলোর ক্ষণিক পরশে
জীবন কমল ফুটেছে সরসে
চির বিরহের ব্যথায় বিবশে
শুকাতে তাদের চাও
নিষ্ঠুর একি কৌতুক খেলা
জীবনে জীবনে চির অবহেলা
আলোতে ছায়াতে এই ক্ষণ মেলা
কি আনন্দ তুমি পাও?

মন

আমার মনের আমি পাই না সীমানা
কতদূর যেতে পারে নাই মোর জানা
দেহের প্রকোষ্ঠে বন্দী নয়
কল্পনা বাস্তবে তাই চলে সমন্বয়।
নিজের রহস্যে মগ্ন নিজে
গতি কোথা কাম্য তার কি যে
নিজেই জানে না
অসীম সীমানা।
মুগ্ধ তাই দেখি আমি কি আশ্চর্য মন
অজানা রহস্যে ঘেরা মায়াবী কানন
দেহের বাঁধন ছিঁড়ে হারায় ঠিকানা
বাধার বাঁধন তুচ্ছ হার মানে মানা।

রূপায়ণ

আমার জীবন মঞ্চে জনতার ভীড়ে
ছদ্মবেশী কত রূপে এলে তুমি ফিরে
তোমারে হারায়ে
তোমার ছবির পানে দু'হাত বাড়ায়ে
আমার জীবন পথ চলা।
আমার প্রাণের কথা তোমার কানের মাঝে
হোলো না যে বলা
তবু আজকের এই তুমি সে তুমি তো নও
তোমার ছায়ায় তুমি লুকায়ে কি রও ?
হয়তো বা সেই তুমি বহু দূরে আজ
নবাগত আগন্তুক পুরাতন সাজ
এসেছো করিয়া
ভ্রান্ত মনে মুগ্ধ আঁখি চলেছে বরিয়া
ছদ্মবেশ নব
হয়তো বা মোহমুগ্ধ ভগ্ন মোর হিয়া
চলেছে খুঁজিয়া
নবরূপ মাঝে রূপ পরিচিত তব।

নীলমণি

তোমাকে যখন পাই
দখিনার সমীরণ নয়
নীলাকাশ চাঁদও নয়
ঝলসানো গ্রীষ্মের হাওয়া বয়।
পরণে ছিল না সাজ
চোখে নয় বিচিত্র মাধুরী
লক্ষ্যহীন উদাসীন মনে
একা একা পথে আমি ঘুরি।
কে যেন বলিল এসে
নিবি নাকি আছে এক মণি

রয়েছে কাঁচের ছদ্মবেশে
নিবি নাকি তারে তুই চিনি
আমি বলিলাম হেসে
কিবা মণি কিবা তার নাম
রয়েছে সে কোন দেশে
পারিব কি দিতে তার দাম
খুঁজে নিস দাম দিস প্রাণ
বলিল সে হেসে
ভাবিলাম কি সে মণি
আছে কোন দেশে
আর তারে নাহি দেখি
বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কোথা গেল সে হারিয়ে
আতিপাতি পথে খুঁজি
অন্ধকার চারিদিকে রয়েছে ছড়িয়ে।
রজনীর শেষ যামে
দিক-চক্রবালে নামে
প্রথম ভোরের আলো
জনতার ভিড় মাঝে
দেখিলাম পড়ে আছে
আমার প্রার্থিত মণি ওই একধারে
না জানে অস্তিত্ব তার ব্যস্ত সবে কাজে।
আনন্দে বিস্ময় ভরে
বুকে আমি নিলাম তারে
ভাবি নীলকান্তমণি পেলাম কুড়িয়ে
পরক্ষণে ভাবি না যে,
আমার প্রাণের এ যে
গতজন্মে গেছিল হারিয়ে।

অন্ধকারে নীল জোনাকি

অন্ধকারে জ্বলছে ওকি
নীল জোনাকি
সাদায় নীলে মেশামেশি
ঝিঁঝি ডাকা অন্ধকারে অবাক খুশি
আসছে মনে উড়ছে বনে
ভাবছি বুঝি হারিয়ে গেল
ঐ তো আবার বেরিয়ে এলো
পাতায় ছাওয়া ঝোপটা থেকে
ঐ তো আবার মাথার 'পরে
ঐ যে আবার ডাইনে গেলো
হেললো বাঁয়ে ঐ তো আবার যাচ্ছে সরে।
যাচ্ছে চলে অনেক দূরে
হাওয়ার মাঝে ভাসছো নাকি
অন্ধকারের নীল জোনাকি।

শাওন

শাওন আওল গুরু গরজনে
আন দেশে পিয়া মরি হৃদয় দহনে
বৃথাই কদম্বফুল কেশরক সাজ
বৃথা সখি কেয়াফুল সুরভিছে আজ
ঝরিছে বারিরাশি মরমক ব্যথা
দামিনীর গরজনে হাহাকার গাথা
সোঙরিয়া মোর পিয়া বিদরিছে এই হিয়া
বৃথা সখি কি করব এ শাওন দিয়া।

সদ্যস্নাতা

সদ্য স্নাতা ধরিত্রীকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো
এই ক্ষান্ত বর্ষণের পর?
যেন প্রথম বর্ষার জল পাওয়া লকলকে
কচি সবুজ লাউ ডগাটির মতো
ষোল বছরের উঠতি যৌবনের চকমকি হাসি
যেন ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে
আর সেই হাসির ছটা লেগেছে আকাশে বাতাসে
পাগলা ঝোরার নিচে গা এলিয়ে সাজিমাটি দিয়ে
আদুরে কিশোরী যেন নূতন লাবণ্য এনেছে
তার হাতে পায়ে গায়ে
সারা দেহ বেয়ে হীরে গুঁড়ো জলকণা
ঝরে পড়ছে চিকচিক করে
স্নিগ্ধ আমেজ ভরা লাজুক চাউনি দিয়ে
তাকিয়ে রয়েছে যেন সবাকার দিকে।

মরকত দ্বীপ

প্রত্যাশার প্রান্তে এসে ছেঁড়ে যদি সেই পুষ্পহার
যাতে লেখা পরিচয় তোমার আমার
অন্তহীন অমানিশা রজনীর শেষ যামে এসে যদি থামে সেই বীণা
গুঞ্জরিত যার সুরে আমি, তুমি ছন্দোলীনা
আশ্বাসের অভিজ্ঞান, বিশ্বাসের আকাশপ্রদীপ
অক্ষয় রহিবে সখি, জেগে রবে ঠিক
ঝঞ্ঝাহত ঊর্মি বক্ষে প্রণয় প্রবাল গাঁথা মরকত দ্বীপ।

স্বীকারোক্তি

তোমার মুখের ঐ ঘাড় কাত করা প্রোফাইল দেখে
আমার বুকের মাঝে কত কথা শিরশির করে কাঁপে
কত হারনো জ্যোৎস্না, সকাল বিকাল রাত্রি
অতীতের কফিন থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজেই বুঝি না।
এ তো আমার প্রায়শ্চিত্ত জানো
এই যে তোমার মুখের দিকে অবিরাম চেয়ে থাকা
এ তো আমার না দেখার শোধ ওকে।
ও যে কাছে ছিল, মনে ছিলো তবু তো দেখিনি ওকে তাকিয়ে কখনো
কেন সে যে জানে।
যত আমি দেখিনি ওকে
ও তত আমায় দেখেছিলো
তারপর ও একদিন চলে গেছে আমার দৃষ্টির সীমা ছেড়ে
অবাক হয়ে দেখলাম
আঃ, সে যে আমার দৃষ্টি নিয়ে গেছে
সে দৃষ্টিতে আমি শুধু ওকেই দেখেছি
ওর দিকে না তাকিয়েও
অবুঝ বেদনা
এ বেদনা সয়ে সয়ে বহু বিনিদ্র দিন-রাত্রি পার হয়ে গেলো
তারপরই হঠাৎ তোমাকে পাঠালো অদৃশ্য বিধাতা
ওর নিয়ে যাওয়া সেই হারানো দৃষ্টি দিয়ে
তাই তো তোমাকে শুধু দেখি
ওকেই যে দেখি আমি তোমার রূপের মধ্য দিয়ে
কিন্তু তুমি কি যে মনে করে আছো কে জানে।

রূপান্তর

যারে দেখিলাম অবুঝ বালিকা
সদা চঞ্চলমনা
ঝর্ণার হাসি হেসে হেসে সারা
শুধু দুরন্তপনা

তারে দেখিলাম ভরা দীঘি জল
টলটল করে জল
কূল না ছাপিয়ে যৌবন গরবে
করে শুধু ঝলমল

ইশারাতে হাসে ভ্রূকুটিতে চায়
ভাবে কি না ভাবে
কি যে বোঝা দায়
আপন সৌরভে আপনি মত্ত
কস্তুরী মৃগমনা।

তারে দেখিলাম হেমন্ত শেষে অপরাহ্নের মতো
ক্লান্ত করুণ শান্ত চাহনি
কর্মে নিরত শত
মঙ্গল বাহু দিয়েছে বাড়ায়ে
স্নেহ ভোগবতী ধারা ভাসায়ে
নিয়েছে সেই সবাকারে
আশেপাশে রয় যারা।

স্মৃতি তুমি আছো পড়ে

এলোমেলো দক্ষিণ বায়
মনে পড়ে যায়
যে তরীখানি না চাহিতে না জানিতে
নোঙর করেছিল, হৃদয়ের এই মোহনায়।
আমার লাগিয়া সে যে এনেছিল কোন দামী দান
বসন্তের কোন ফুল কোন হাসি কোন গাঁথা গান
এ জীবনে হলো না তা জানা
পারিনি রাখিতে ধরে সব্যগ্র দু'হাত দিয়ে তারে
দুরন্ত উতলা ঝড়ে চিরতরে হারালো সে
সমুদ্রের কোন পরপারে
শুধু স্মৃতি তুমি আছ পড়ে বেদনায় নিত্য অভিমানে

তিনটি স্কেচ

আদ্দির পাঞ্জাবী লতানো কোঁচায়
ভুরভুর গন্ধ ছেড়ে সে যখন যায়
মণিবন্ধে শোভে ঘড়ি সিগারেট হাতে
মৃদু হাসি ওষ্ঠ প্রান্তে কভু আঁখি পাতে
ব্রজের কানুরে বুঝি মনে পড়ে যায়
লীলায়িত ভঙ্গিমায় সে যখন যায়
কভু দেখি বাস থেকে সে যখন নামে
চারিদিকে লতা বীণা শোভা হেমা বামে
কলকল খলখল উচ্ছ্বাসে বকে
কেউ কেউ চেয়ে থাকে থির অপলকে
'কমল' 'কমলদা' কেউ বলে মিঃ রায়
কে বলিবে কৃষ্ণ নয় কমলাক্ষ রায়।

কুন্তলা পাল

জলদবরণ মেঘমালা কেশরাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ নীলিমায় ভরে দশ দিশি
নিবিড় কুঞ্চন তায় নিবিড় কালিমা
আগুলফ্ লম্বিত দৈর্ঘের সীমা
যেমনি দেহের রঙ অসিত বরণী
মসৃণ নিকষ কালো সুকেশী তরুণী
সঙ্কোচে কাটে জিভ বেগুনী হয় গাল
কে বলিবে কালী নয় কুন্তলা পাল।

অন্বেষণ

হৃদয় দিয়ে হৃদয় যদি ছুঁতে
আমায় তুমি পেতে
একটু কথা একটু হাসি গান
তারই নিচে লুকিয়ে আছে
আমার অভিমান।
সমান্তরাল রেখা দুটো হয়ে
সারাজীবন যাচ্ছি শুধু বয়ে
দূর সুদূরেও মিলন মোদের নাই
হৃদয় দিয়ে হৃদয় যদি ছুঁতে
দেখতে আমি সত্যি দূরে নাই।

প্রতীক্ষা

ভোরের পরে রাতের আঁধার
রাতের পরে ভোর
কতকাল আর তুমি বল রইবে এমন দূর
ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নামে
শ্রাবণদিনের সাঁঝে
এমন সময় ব্যস্ত তুমি কে জানে কি কাজে
দিন গড়িয়ে মাস হয়ে যায়
বছর বারোমাসে
সারাদিনই তোমার কথা কেবল মনে ভাসে
সুখের পরে দুঃখ আসে
দুখের পরে সুখ
সকল কিছুই কাটে আমার ভেবে তোমার মুখ
রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল
কাল হবে যে ভোর
কতকাল আর তুমি ওগো রইবে এমন দূর।

মনে পড়ে

এখনো তোমাকে মনে পড়ে
অনেক স্মৃতির ফুল ঝরে
হৃদয় আকাশে মেঘ করে
মনের কথারা পাল ছেঁড়া
অকূল সায়রে হাল হারা।

ঝরা ফুলে তবু মালা গাঁথি
স্মৃতির নেশায় আজো মাতি
ভাঙা দীপে জ্বালি আশা বাতি।

কবিতা

মায়াময় কুহেলীর জন্মের সূচনা করে রাত
সে শিশু জাতক লভে মৃত্যুর যন্ত্রণা
কচি কণ্ঠে দিবসের সূচীতীক্ষ্ণ তীব্র নখরাঘাত

নিস্পন্দ প্রত্যঙ্গ মেলে মর্মকথা
পুঞ্জে পুঞ্জে মেলে দেয় দেহ
প্রাণ তার ইথারের তরঙ্গ কম্পনে দেখিয়াছ কেহ?

সে তো ধরা পড়িবে না নগ্ন চোখে
হাতের মুঠোয়
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা নিশুতির অন্তর স্পন্দনে
বারতা পাঠায়
বোবা কান্না শিহরায় অতন্দ্র রজনী
রুদ্ধ চাপা দীর্ঘশ্বাসে — কান পেতে শুনি।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

যুগ যন্ত্রণার সমুদ্র মন্থন হলো
সুধাভাণ্ডে ভরায়ে দু'হাত
ঊষর জীবনে এলে শ্যামল উজ্জ্বল
এ এক আশ্চর্য পদপাত।

সোনালী আলোয় সূর্য
পাখি তার কলস্বর গানে
ভালবাসা রন্ধ্রে রন্ধ্রে
চিরন্তন যে মহিমা আনে।

সার্থক তোমার সুরে রূপায়িত
অমৃতের ছবি
এতটুকু প্রাণ যদি পৃথিবীতে বাঁচে
ফসল কভু হবে না যে কবি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর আরতি নন্দীকে

ভ্যাপসা গরম, অচেনার ভিড়, উড়ু উড়ু মন-বন্দী
মুক্তি পেয়েছে— যেদিন তোমাকে দেখেছি আরতি নন্দী
কয়লার ধোঁয়া মানুষের ঘাম ব্যস্ততা হতে দূর
তোমার চোখের মিষ্টি দৃষ্টি এক কলি মিঠে সুর।

গহীন তোমার হৃদয়ের তল কোমল নরম প্রাণ
একখানি ফুল, একটুকু হাওয়া, একটি নূতন গান
আমি যে দেখেছি আমি যে শুনেছি আমি যে বেসেছি ভাল
আরতি, তোমার হৃদয়ের দীপ নিরবধি তুমি জ্বালো।

অনন্যা

একখানি শুধু তিলের জন্য সমরখন্দ বিলানো
বড় বেশী মনে হতো
আরতি, তোমার মিষ্টি হাসির সঠিক মূল্য কতো
তুমি কি তা কভু জানো?

এমন নরম আলোর বিজলী
চোখের তারায় জ্বালিয়ে
হাজার ভিড়ের মাঝখানে তুমি
কতদিন রবে পালিয়ে
নয় বেশীদিন— তাও বলি।

তুমি যে স্বচ্ছ আলোকগঙ্গা
ভেদ করি চির অমা—
শুভদা প্রাণদা স্নিগ্ধ নয়না
হে সখি তিলোত্তমা
মানো বা তা নাই মানো।

কোন এক সম্পাদককে

আমি যদি ফুল হয়ে বর্ণে গন্ধে ফুটে উঠি
তুমি একদিন চোখ মেলে আমাকে দেখবেই
আমি যদি সোয়ালো পাখি হয়ে গান গাই
তুমি একদিন কান দিয়ে তা শুনবেই
সমস্ত সম্ভাবনার স্বপ্নকে এভাবেই আমি রূপ দেবো
আমার এই জাগতিক অস্তিত্বের মধ্যে।
মিথ্যা আর পসরা সাজিয়ে আমি
যাবো না তোমার দ্বারে প্রতিদিন
পর্বত নাই বা গেল মহম্মদের কাছে।
মহম্মদকেই আসতে দাও পর্বতের কাছে।

আত্মদান

বিবসন দেহ দেখে মুগ্ধ যদি হয় হোক মন
মনের বসন তুমি ঘোচাবার দুশ্চেষ্টা কোরো না
বড়ো ভয় পাই। বুক কাঁপে থরো থরো
কি এক অজানা শঙ্কা। মেঘে মেঘে বেলা যায় ঢেকে
হিসেবের প্রতি পাই মিলিয়ে দিতেই যদি বলো
আমি তা পারি না। ভগ্নাংশের বড়ো ভয়।
অখণ্ডকে চোখ বুজে তপ্ত মনে নিয়ে নাও তুমি
বুকের বসন আমি দ্বিধাহীন খুলে দিতে পারি
মনের বসন নিয়ে টানাটানি কেন আর করো
কোন লাভ নেই।
নিজের মনের রাজ্যে আমি দুঃসাহসী
বাধাবন্ধহীন। অনেক কিছুই আছে গোপনীয়
একান্ত গোপন। মরমের সরম জড়ানো।
এ অরণ্য, পশুশালা নয়
কমনীয়, রমণীয় কখনো বা উদ্দাম ভয়াল
পোষ মানা পশুচক্র ইতস্তত নয় ভ্রাম্যমান
সুখকে বিপন্ন করে এ অরণ্যে নাই তুমি গেলে
নির্ঝরের ঝরঝর, তটিনীর অশান্ত গান
অস্বস্তির ঘন জট লতাগুল্ম নাই বা মাড়ালে
হাহাকার পাখি যদি ক্ষীণকণ্ঠে তোলে তার তান
বেদনার সূর্য ওঠে এ অরণ্যে কিছু তাপ দিতে
তুমি তার শান্তিভঙ্গ দয়া করে নাই যদি করো
ক্ষতি তো হবে না। চোখের আয়না দিয়ে
আবেগে কম্পিত হয়ে দেখো অক্ষত অভগ্ন
আমি সশরীরে— এই বিদ্যমান।

স্মরণিকা

যে বিশে আষাঢ়ের এক স্মরণীয় সাঁঝে
তোমার আমার মাঝে চির জীবনের এক সূত্র গাঁথা হলো।
যে সুবর্ণ মৌচাক হতে অবিরাম মধু ঝরে ঝরে

আমার সমস্ত সত্ত্বা মধুমন্ত্রে সঞ্জীবিত হলো
যে সোনালী সন্ধ্যার তারা চির প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলো
আমার জীবনের বহু প্রতীক্ষিত সেই প্রহরগুলিতে
সঞ্জীবিত হলো যেই গানে আমার জীবনের সপ্তসুরা বীণা
বৎসরান্তে সে দিনেরে মনে পড়ে কিনা
তাই— তারই স্মরণীতে আজ এ' স্মারকলিপি
পাঠালাম প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিয়ে।

কৃষ্ণচূড়ার আলো

মাধুরী তুমিই ভালো। অত হিসেব কষে দেঁতো হাসি হাসা
ও আমার পোষায় না। খাঁচা খুলে শুধু দানাজল দিয়ে
প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখা— সে শোভা আমার মাথায় থাকগে তোলা
চলো তুমি আমি বসি টিলার ওপর। সরলতা কোমলতা
এ সংসারে যে সব কথা কোন কাজে লাগে না
সে সব কথাই বলো। তাপিত প্রাণটি জুড়িয়ে শীতল হোক
কে কোথায় কিললো মাদ্রাজী শাড়ি প্রমোশন হলো কার
বনের ছায়ায় কে যায় মিনারে উঠে। (হাঁফ ধরে গেছে প্রাণে)
মিসেস্ দাসের নজর ভালো না, ছেলেপুলে কার পাজি
পালিত গিন্নী কথা কয় কাটা কাটা। কি হবে এসব দিয়ে
দলের আসরে আজকে যাবো না। মাধুরী একটু বসো।
কলেজে তোমার নূতন কি হলো বলো
পশ্চিম কোণে একটু মেঘের ছোঁয়া
কাঁকড় টিলায় কৃষ্ণচূড়ার আলো
মাধুরী তোমার ছেলেমানুষীর যাদু
আমার চোখের তারায় ছুঁইয়ে দাও।

ও.টি-র টেবিলে আমি

সকাল থেকে চলছে প্রস্তুতি
কতগুলো যান্ত্রিক নিয়ম পালন
অ্যানিসা দিয়ে পেট পরিষ্কার করা।
সম্ভাব্য অস্ত্রের স্থানে অ্যান্টিসেপটিক লোশনের প্রয়োগ।
তারপর অপারেশন থিয়েটার
শুভ্র পর্দার পারে 'অনুমতি বিনা প্রবেশ নিষেধ'-এর এক নিষিদ্ধ রাজ্য
মনে হয় অপর পারে কি এক অজানা রহস্যের দেশ
সত্যি সে এক নতুন জগত।
সার্জন এলো ঘড়ির কাঁটা ধরে
টেরিলিন পালটে গেল অমল অ্যাপ্রনে
হাতে গ্লাভস্, নাকে মাস্ক, মাথায় সাদা টুপি
সহকারী সঙ্গী দলও সে বিচিত্র সাজে
মনে হয় এরা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবে আমাকে
যেখান থেকে অপরাজিত বিজয়ী
আমি ফিরতেও পারি আশা ভরা বুকে
নতুন জীবনে দৃঢ়পদ ছন্দে।
অথবা হারতে পারি
রক্তাক্ত পরাজয়ের গ্লানিমা নিয়ে চিরতরে ডুবে যেতে পারি।
অজানা সেই চির তমিস্রার রাজ্যে— অথবা আলোকে
সেই বহু বিতর্কিত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভরা গৃহে।
ও. টি-র টেবিলে আমি।
ওরা চারদিকে ডুবুরীর মতো চেষ্টা করছে আমাকে নিয়ে যেতে
অতল গহীন সমুদ্রের কোন তলদেশে
মাথার উপরে লাইট বিরাট ভাস্বর
মুখে কি যে চাপা দিল— সংখ্যা গেল সংখ্যাতীত হয়ে
গুনতে পারি না। উঃ কি যন্ত্রণা! আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাই
সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকাশের নিচে
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ অজস্র বৃষ্টির ধারা সারা দেহ ঘিরে
আমি ডুবছি ডুবছি ডুবে যাচ্ছি কোন পারাবারে।

অভয়নগর হোমের ছেলে

অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোরা
এ জগতে ঠিকানা যে কোন নাই
তবু সন্ধানী আঁখি মোর খুঁজে পায়
হৃদয়ের মাঝে জ্বালা রোশনাই।
কিসে তোরা আলাদা যে বুঝি না
তেমনি তো সোনাঝরা হাসি কথা
ছোটাছুটি হৈ চৈ ও তেমনি
তবু দেখি না-বলা যে এক ব্যথা
হয়তো বা আলাদাই করেছে
আ-ছাঁটা চুলের সিঁথি নখ বড়ো
কাপড়ের মলিনতা— বোঝা যায়
ঘরে কোন পথ চাওয়া মামনি
তোদের জন্য কেউ বসে নেই।

সময় অসময়

মাঝে মাঝে বেড়াখানি ভেঙে যায়, হৃদয় এক অনন্ত অপার সাগর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভালোবাসা শুভ্র সফেন, সবার হৃদয় গিয়ে ছুঁতে চায়
আকাশের নীল যেন এ বুকে দেখি, অনেক পরার্থপর ভাবনা
সে মুহূর্তে আনন্দের সংজ্ঞা নেই, দুই ফুসফুসে শুধু অক্সিজেন
জীবনকে বড় অমল মধুর মনে হয়, এ দুর্মূল্য অভিজ্ঞতারও শেষ হয়
তারপরে চমকিত আফশোস। অবুঝ বোকামি শুধু ক্ষতি আনে
হিসাবিত মুহূর্তের অপচয়। ভাঁজে ভাঁজে আবার সেই বেড়াখানি
দুশ্ছেদ্য অনড় হয়ে গড়ে ওঠে ক্ষমতার সীমানাটা শক্ত ইঁটে
জমা খাতা খুলে দেখি কতখানি পেছিয়েছি গণিতের আঁক।

হোমের ছেলে

কোন্ ক্লাশে পড়িস তোরা? নাম কি? বাবা কি করেন বল্ তো?
ও বাবা নেই— মারা গেছেন? মা আছেন? তাও নেই
কেউ নেই তোদের— তাই হোমে থাকিস।
কি বললি? পড়িস টু-তে। বার্ষিক পরীক্ষাও হয়ে গেছে।
তাই বুঝি এই রোদে ঘুরে ঘুরে কচি পেয়ারাগুলো খাচ্ছিস
কেউ কিছু বলবে না— চারটেতে টিফিন টাইমে ফিরলেই হলো
কি খেয়েছিস? চিড়ে চিনি দুপুরে?
ডিম ঝোল বেগুনভাজা ভাত। বিকেলে? সেই চিড়ে চিনি
আয় তোরা উঠে আয় ওপরে। এই তো এদিকে সিঁড়ি
এত কেন হৈ চৈ? দোতলায় উঠিস নি কোনদিন?
বই দেখবি— ছবির। আয় তবে ঘরে আয় সকলে
আমি? নারে এটা বাড়ি নয়, লাইব্রেরী
জানিস না? বই থাকে যেখানে। বই শুধু বই থাকে চারধারে
এ টেবিলে বসে আমি কাজ করি! নে দেখ্ এই বইগুলো ভাল করে
এমন বই দেখিস নি কোনদিন? বড় হলে ধীরে ধীরে দেখবি।
আমি যদি বলি সব বুঝিয়ে— কাজ তবে হবে আজ কি করে
ছিঃ 'ব্যাটা' 'শালা' এ কথা বলে না— লেখাপড়া শিখছিস সকলে
কোনদিন আর যেন না শুনি
আরো বই দেখবি? সেকি রে! আজ কাজ যাবে সব গোল্লায়
এক কাপ চা-ও খেতে পারি নি। তুই এনে দিবি? তবে হয়েছে
নারে তুই তা কখনো পারবি না।
আরে সবাই একসঙ্গে— সেকি রে! দিদিমণি আমি আসি—
বললে তো হবে না
ক্যান্টিন কোথায় জানিস— ঐ মেটে ঘরে— অজানা তো নেই দেখি কিছুই
আঃ দৌড় নয়— পা চেপে চেপে যাও সকলে
একি কাপ দেখি এনেছিস উপুড় করে— ওলটাতে তোরা কেউ পারবি না
তুই পারিস— বেশ তবে ওল্টা — একি রে চা পড়ে তো হয়ে গেল হাফ কাপ!
আবার যাবি— তা যা— আর কি করা। এবার আনিস কিন্তু সোজা করে
থ্যাঙ্ক ইউ। এই তো বেশ ভালো ছেলে
হ্যাঁ হ্যাঁ তোরা সবাই ভালো ও একা নয়।
সবাই গেছিস আমি দেখেছি।
একটা একটা করে বই হলো ক'টা— আজ আর নয় রে যা সকলে
আরেক দিন আসিস তবে এমনি। কবে? ঠিক করে না বললে হবে না

তা আচ্ছা আসিস দশ দিন পরে। দেরি হয়ে গেল?
তা হোক। হাতে পায়ে চুন মাটি যেন থাকে না
জামা হবে আরো সাদা— তখনই সবাই বলবে এরা ভাল ছেলে
ছিঃ দুপ্‌দাপ্‌ করে নয়। ধীরে ধীরে। নিচে কলেজের ক্লাস বসেছে।

ঘরে ফেরা

সময়ের নদী বয় ভাটি বা উজানে— যেদিকেই যাই
তপ্ত স্মৃতি ব্যূহে সেই শ্যামলিমা দ্বীপ
আমি পা রাখি পুরোনো বিশ্বাস আর ভালবাসায়
নিবেদিত করুণ শরীরে।
আমি হাওয়ার বুকে ওড়াই সাদর প্রার্থনা
বালুচর অলস— ধূ ধূ ভঙ্গীতে।
অন্ধ আবেগ আর ভ্রান্ত প্রেম
পাশাপাশি হাঁটে।
নির্জন দিগন্তে আমি অজানা পাখির ডাকে
হতচেতন হই।
সর্বনাশের গান শুনি সমুদ্র গর্জনে
হে মূক অতীত। এবার ফেরার পালা শুরু।

সহজিয়া

আমি চেষ্টাকৃত রূপতত্ত্বে বিশ্বাসী নই
আঙ্গিক সৌন্দর্যময় ভাবনার গাঢ়তাহীনতা
পীড়া দেয় ঠিক।
আমি রূপদক্ষ কারিগর নই, শুধু বর্ণে গন্ধে
গন্ধহীন তোড়া বাঁধা পছন্দ করি না।
লিপস্টিক মুছে গেলে— আইব্রুও ধুয়ে গেলে
পাউডারবিহীন তেলো মুখ
স্বাস্থ্য সৌন্দর্যে যদি চিকচিক নাই করে
তবে সে রূপের প্রয়াসে ধিক্।

প্রবাহ

চার বছরের ছেলে বিজ্ঞ সেজে বলেছিল—
বাবা, তুমি যদি মরে যাও— আমি তোমাকে পালকি
করে নিয়ে যাবো, তারপর পুড়িয়ে ফেলবো
যেমন তোমরা করেছিলে বড়মাকে।
তারপর আমি বড় হবো— বুড়ো হয়ে যাবো
আমার ছেলেও তেমনি আমাকে পালকি করে নিয়ে
পুড়িয়ে দেবে— এই চলবে— এটা আর কোনদিন থামবে না
তাই না?
অবাক বিস্ময়ে; সহাস্যে উত্তর দিলেন পিতা
(কে জানে কি করে এই সত্য তত্ত্বে শিশু উপনীত)
হ্যাঁ— বাবা, এই প্রবাহটাই চির সত্য।

একটি কবিতা লেখা

একটি কবিতা লিখে কিবা ফল মেলে
জগতের কিবা উপকার— প্রশ্ন যদি করো
অনেক কথাই বলা চলে।
অতীন্দ্রিয় ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের হাতে তুলে দেয়া
সৃষ্টির রহস্য ভেদে কল্পনার মায়াজাল বোনা
আনন্দের লীলারসে মগ্নপ্রাণ রসস্নাত হওয়া
রসসৃষ্টি, উপলব্ধি, চৈতন্যের স্তর উন্মোচন
কত না কিছুই।
যা কিছুই বলো!
হৃদয়ের গাঢ় রক্তে প্রসবের আদিম যন্ত্রণা
ক্লান্ত প্রসূতির মতো; অন্ধকার গর্ভ থেকে
আলোকের বুকে কবিতার জন্ম দেখি। ভারহীন কি আনন্দ
একটি কবিতা লিখে কি আনন্দ পাই।

ড্রাগনের দাঁত

একজন লেখক তার বিদ্যাবুদ্ধি অনুভূতি দিয়ে
বলেছিল, ড্রাগনের দাঁত বুনবে না।
কেননা অশুভ চিন্তা অশুভ বাক্য
এগুলো একটি বীজ
আকাশে বুনলে পরে মাটিতে ফসল ফলে
ঘৃণা আর বিদ্বেষের কালো রঙা।
তবু তো ড্রাগনের দাঁত বোনো চারদিকে
তারপর হতাশায় দুঃশ্চিন্তায় ভাবো
কেন ভেদাভেদ হিংসা বুদ্ধি এত কলুষতা
চোখে এত স্বচ্ছ দীপ্তি কার্যে পটু বুদ্ধিতে ইস্পাত
তবু কেন হাস্য করো ঠুলি পরে পথ খুঁজে মরো
আলোকের পথিকৃৎ, শ্রদ্ধেয় প্রণম্য
পরস্পর সমঝোতা, শুচিস্নিগ্ধ স্নেহের ভূমিকা
কি বা বাধা ছিল?

দেখতে কি পাও না তুমি ঘৃণা আর তুচ্ছতায়
অবহেলা গ্লানির জমিতে অনেক আগেই তুমি
ড্রাগনের দাঁত বুনে গেছো?

আমাকে হৃদয় দাও

বুদ্ধি নয় হে অনন্ত আমাকে হৃদয় দাও
একটি প্রস্ফুটিত মানব হৃদয়
করুণায় থরোথরো ভালোবাসায় পবিত্র।
বুদ্ধি নয়— কূট এষণার জটাজালে অনাচ্ছন্ন থাকুক এ সত্ত্বা
বুদ্ধি দিয়ে ভালো মন্দ দুই-ই করা যায়
চরম যা কিছু।
আমি হৃদয় চাই যা দিয়ে শুধু কল্যাণকর্ম হবে অনুষ্ঠিত
আমার প্রাণের তন্ত্রী বিশ্বপ্রেমে হোক উল্লসিত
পবিত্র দেউল যেন সদা দীপ ধূপ সুরভিত
ভালোবেসে মরে যেতে চাই দেউলিয়া হয়ে
বুদ্ধির বাণিজ্যে আমি শরিকানা নাই বা নিলাম।

তোমাদের প্রতি

প্রতিবর্ষে তোমাদের এই আসা-যাওয়া বিচিত্র সুন্দর
বিশ্ববিধানের এক অমোঘ নিয়মের মতোই ফিরে ফিরে আসে
তোমরা অচিন পাখি দূর-দূরান্তের নীড় বাঁধা শুধু দু'দিনের
এই জ্ঞানবৃক্ষ তলে।
সুখে-দুখে হেসে দিন যায় কোথা চলে।

শঙ্কায় জড়ানো মনে ভীরু পায়ে প্রথম প্রবেশ
দু'দিনেই কলহাস্যে মুখরিত হয় কুঞ্জবন
ষড়ঋতু আবর্তনে ঘটনার অনেক প্রবাহ।
তোমাদের জীবনের বহু জ্ঞান অনেক সঞ্চয়
নিয়ে যাও হেথা হতে দিকে দিকে ঘট পূর্ণ করি।
তোমাদের সাথে এই যোগাযোগ, কাজের সম্পর্ক
জীবিকা আচ্ছন্ন করে কি রহস্যে জীবনেতে নামে
কোন সূত্রে রসগ্রাহী শিকড়ের মৃত্তিকা প্রবেশ
হিসেবের জট খোলা পুরোপুরি হয়তো হবে না
সাগরের ঢেউ যেন হৃদয়ের তীরে এসে যে তরঙ্গ দাও
ব্যক্তিগত পরিচয় বিস্মৃতিতে একদিন ডুবে যাবে জানি
ঢেউ ফিরে যায় ঘরে ছোট ছোট নুড়ি পড়ে থাকে
প্রতি বর্ষে রেখে যাও জীবনের বালুকাবেলায়
যথারীতি হিসাবের বাইরে চিরন্তন আনন্দের এক কলি গান
সে গানের রেশ দিই দিকে দিকে ব্যাপ্ত করে তোমাদের মনে
সোনারোদে শিউলির গন্ধ যেন শরতের সুস্নিগ্ধ পবনে
জানি হাজারো ভিড়ের মাঝে তোমাদের এই চেনা মুখ
দৈনন্দিন কর্মচক্রে একদিন কোথায় হারাবে
তবু অকস্মাৎ— জনাকীর্ণ শহরে নগরে
মফঃস্বল টাউনের কোণে, কোন ইস্টিশানে
তোমাদের কারো হাসিমুখ সব্যগ্র কুশল প্রশ্নে উচ্চকিত হবে
আমি সুখী আমি তৃপ্ত সে পরম লাভে
এইখানে জীবিকারে অতিক্রম করিছে জীবন
শতদিকে চেনা মুখ থাকবে ছড়িয়ে
একটি অদৃশ্য সূত্রে রয়ে যাবে আত্মার বন্ধন
কালচক্রে সব যায়— থাকে ভালোবাসা
ভালোবাসা— তুমিই জীবন।

বিশল্যকরণী

নানা চিন্তা সারি সারি ভিড় করে আসে
ছুটন্ত মানুষ আর চলন্ত গাড়ি; মুখ ভ্যাঙচায়
কে এক প্রতিবেশী নিষ্ফল আক্রোশে।
সাত মহলা বাড়িগুলো চৌদ্দতলা, আঠাশতলা,
ছাপ্পান্নতলা হয়। আমাকে থামতে দেয় না
ছুটি নেই। দৌড় দৌড় আরো জোরে দৌড়
অনেক উন্নতি বাকি অনেক কামনা
এখনো বাড়িতে নেই টি. ভি. সেট।
লেটেস্ট মডেলের গাড়ি। এয়ার কণ্ডিশনার।
তবু কে এক রমণী কাঁদে চাপাকণ্ঠে
লজ্জায় বদন কালো, মুখে তার অর্ধস্ফুট বাণী
কোথা থেকে সোঁদা গন্ধ রোজ রাতে আসে।
অসহ্য যন্ত্রণা হয়, মাথা ধরে, বুক কেঁপে ওঠে
বহুতলা বাড়ির এই সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটে ঘুম নেই
কুহকিনী সোঁদা গন্ধ কষ্ট দেয় রোজ রাতে এসে
জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি মাটি জল
জঙ্গল অবণ্য। ঘুমের ঔষধ যেন আছে সেই
জঙ্গলেতে ঔষধির বেশে।

কর্ষক

সেই কবে প্রত্যুষের পাখি-ডাকা ক্ষণে
ক্ষেতের কুমারী মাটি তোমার ফলার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হলো
সূর্যের তির্যক রশ্মি, অশ্রান্ত বর্ষণ
কখনো তোমাকে পুড়িয়েছে কখনো ভিজিয়েছে
বীজ বুনেছ আপনমনে সাদা কালো হরেকরকম
তোমার কর্মঠ হাত ঘটিয়েছে ওদের প্রাণের মুক্তি, সত্ত্বার নূতন রূপায়ণ
অন্ধকার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে নূতন শস্যের চারা
সম্ভাবনায় উজ্জ্বল, শক্তিতে মহৎ, আনন্দে নবীন
দিনশেষে তৃপ্ত মনে এখন ফেরার পালা

আপন ঘরের পানে প্রাণের গভীরে
ফসল তোলার হিসেবনিকেশ করুক সবাই
সরস কি নীরস কালের বিচারে কষ্টিপাথর ঘষে
বীজ বুনেছো এই কথাটিই ছড়িয়ে থাকুক সত্য হয়ে
ঘামে ভেজা উষ্ণ শ্বাসে
সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধছায়ার হাতছানিতে ঘরে চলো
নূতন কাজের নূতন জগৎ স্বপ্ন হয়ে নামুক চোখে
আরো যারা রইলো পিছে ফসল তোলার এই মিছিলে
আসবে তারাও একে একে তোমার পায়ের চিহ্ন ধরে
তাদের মাঝেই থাকবে তুমি শক্তি হয়ে প্রেরণাতে
হাসিমুখে এগিয়ে দিতে সম্ভ্রমেতে সবাই ওড়ে।
এ সন্ধ্যায় বিদায় বাণী উচ্চারিত নাই বা হলো।

রবীন্দ্রনাথ

সূর্যের কিরণ থেকে বিচ্ছুরিত আলো ও উত্তাপ
সৃষ্টির আদিম কোষে জীবন ছড়ায় শক্তিতে গতিতে
কবোষ্ণ জীবন তাই মুখরিত সূর্যের বন্ধনে প্রয়োজন নাই তার থাকে
গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা এ তো প্রচলিত পুরানো প্রত্যয় তবু চিরন্তন
খ্যাতিমান কৃতী তুমি— তোমাকে নন্দিত করা আমাদের তেমনই প্রয়াস
তোমাকে আমরা চিনি তোমারই আলোকে
অতন্দ্র সাধনা আর জ্ঞানের মহিমাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাস্বর
যে জীবনে তুমি দীপ্তিমান
তোমার সান্নিধ্য দেয় আমাদের আনন্দ প্রেরণা আলোর নিশানা
অগাধ সমুদ্র থেকে অমৃত গণ্ডুষ ভরে মিটাই পিপাসা
হে বরেণ্য— তোমাকে বরণ করি হৃদয়ের প্রীতিমূল্যে প্রাণের গভীরে
যেখানে তোমার আসন দৃঢ় অবিচল শ্রদ্ধা আর প্রেমে
তোমার ক্ষণিক সঙ্গ স্মৃতিসুখ আমাদের মূল্যবান একটি সঞ্চয়
রমণীয় স্মৃতি
তোমার খ্যাতির চেয়ে তুমি যে মহৎ তাই পরম মাধুর্যময়
তোমার যে অপরূপ ব্যক্তিসত্তা আমাদের করে বিমোহিত
যেখানে একটি প্রণাম রাখি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা মিশিয়ে।

ওরা তেমনি আছে

তীর ধনুক থেকে গাদা বন্দুকের যুগ রাইফেল কামান
সব পার হয়ে এসে ওরা আজো তেমনি আছে
আবহমানকালের শিলালিপি অথবা ফসিলের মতোই
নিরাবরণ নিরাভরণ দেহে-মনে পরিশ্রম আর অভাবকে নিত্যসঙ্গী করে
রাজার সিংহাসনের সোনা ওরাই যুগিয়েছে
শত্রুকে বাধা দিয়েছে— প্রাসাদ গড়েছে
প্রাণ দিয়েছে অকাতরে দলে দলে নীরব আনুগত্যে
এক ফালি কাপড়ের শাসনে লজ্জাকে শাসন করে রেখেছে
এখনও সেই সেদিনের মতোই
লিখতে পড়তে শেখাও হলো না
রাজা উজীরকে মানতো এখন হাকিম দারোগাকে মানে
ফলমূল পাঁঠা খাসী ভেট দিতো তখনো— এখনো দিচ্ছে
বর্ষায় ভিজেছে— শীতে এপিঠ-ওপিঠ সেঁকেছে ধুনির আগুনে
গুটিকয় হাঁড়িকুঁড়ি, জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘর অথবা টবে।
দেবতাকে ভয় করেছে— মানত দিয়েছে ডাকিনীর নজর এড়িয়েছে
মদ মুরগী দিয়ে
অজ্ঞানতা, অন্ধ বিশ্বাস আর সরলতাকে সঙ্গী করে
শিশু-মৃত্যু যুবা-মৃত্যু পেরিয়ে ওরা এখনো টিঁকে আছে
বাঁশঝাড়ের মতো।
ওদের চারপাশে কত কি যে ঘটে গেল
স্বাধীনতা, জায়গা দখল, দালান সারি সারি;
কত লোক চাকরি পেল, সুখে স্বচ্ছন্দে ভাত-কাপড়ের সংস্থান করে
গড়ে তুললো সুখী পরিবার, সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য
ওরা এখনো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘের দিকে
দেবতাকে ডেকে আকুলতা জানায়, এক ফোঁটা জলের জন্য
মহাজনের সুদ গুণে গুণে অর্ধাহারে অনাহারে ঋতুচক্র আবর্তিত করে
ক্ষুধার জ্বালায় এসে ভিড় করে অফিস কাছারীতে।
এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ার ঘুরে মরে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে
যুগে যুগে অবহেলা নিষ্পেষণ সয়ে ওরা রয়ে গেছে,
রয়ে গেছে গোমতীর মতো অথবা শিমূল জারুল গাছ
যে সহজ প্রাণছন্দে টিঁকে আছে ঝড়-ঝঞ্ঝা সয়ে।

নাম-গোত্রহীন ভুলে যাওয়া আত্মীয়ের মতো

সকালে উঠে প্রায়ই এই দৃশ্য দেখি (আগে তো দেখি নি)
খাটো গামছায় নিম্নাঙ্গ ঢেকে কাঁধে ভার ঝুলিয়ে
ওরা চলেছে দলে দলে কাঠের বোঝা নিয়ে
অথবা কখনো ছন্, কখনো সবজি।
গাট্টাগোট্টা পা বেঁটেখাটো আঁট-সাঁট দেহ
তামাটে হলুদ— কারো কাঁধে বুকে দাদ
মেয়েগুলো হাঁটুর উপরে শাড়ি— কারো খালি দেহ
কারো বা ব্লাউজ (অধুনা দেখছি)
সকলেরই চাপা বোঁচা মুখ, ছোট ছোট চোখ
লোমহীন দেহ— সহজ সরল
বোবা প্রাণীর মতো সার বেঁধে যায় শ্রমসিক্ত দেহে
ক্বচিৎ কখনো কারো মুখে দুটি কথা
কচি শিশু বুকে বেঁধে এ মিছিলে
মাকেও সঙ্গী হতে হয় পয়সার দায়ে
বৃদ্ধ যুবা তরুণ-তরুণী সকলেই আছে
গন্তব্য স্থলের বহু আগেই ওরা শিকার হয়ে যায়
সস্তার সওদা করে শহরে বিজয় উল্লাস।
ওদের বাকভঙ্গিকে নকল করে অপ্রতিভ করে তাচ্ছিল্যে চপল হাসিতে
ওরা ঠকে; পথে পথে ঠকে খাঁটি মাল দিয়ে
ঠকাবার প্রচেষ্টা করে না আদিম বিশ্বাসে।
কিন্তু দিনে দিনে বদল হতে দেখেছি ওদের চোখের রঙ
তামাটে তারায় যেন অবিশ্বাস ঘুণ ধরে আসে
চাপ ঘৃণা ঝরে পড়ে ঝুরঝুর করে।
বুকের মধ্যে নবোদ্গত নরম ভালবাসাকে সাজিয়ে
কখনো যদি যাই ওদের পাশে
বেদনাবিদ্ধ মনকে ধরে তুলবো ওদের কাছে বলে
থমকে গেছি চোখের ভাষা পড়ে— আমি প্রাচ্য-জাতিহীন
কেন না শত্তুরে
এতদিন ঘুরেছি শুধু স্বার্থের ঘানিতে উদাসীন কোমল আরামে
ওদের তাপ ঘোচাতে করি নি কিছুই বিসর্জন করি নি একবিন্দু ঘামও
নীরবে মাথা নামিয়ে হেঁটে যাই হাতে ঘড়ি চোখে সানগ্লাস
(কি অসাড়ই লাগে)
অপরিচিত নাম-গোত্রহীন ভুলে-যাওয়া আত্মীয়ের মতো নীরব বিষাদে।

প্রশ্ন রাখি পঁচিশে বৈশাখে

মাকে ভালবাসা পাপ মাতৃস্তন্যে আরো দুর্গন্ধ
তথাপি ময়ের আঁচল ধরে পাপই বাড়াই।
স্নিগ্ধ কোলে মুখ ঢেকে লজ্জার জ্বালায়
ধিক্কারের তাপ মুছি, জননীর স্বেদসিক্ত আঙুলের দাগে
ভয় যায়, দ্বিধা যায়, মধুময় হয়ে ওঠে বুক
জীবন যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরাজিত অমন সৈনিক
অগণিত অঙ্গুলীর প্রসারিত ঘৃণাচিহ্ন মেখে
আনন্দে আকুল মূঢ় নিজের কোটরে
মধু বঙ্কিমের পাপ গায়ে মেখে ধুলি ধূসরিত
তোমার জন্মের শাঁখও জয়যুক্ত করে না আমাকে
প্রত্যাশাবিহীন আমি অশঙ্কিত ধন্য তবু যদি মাতৃক্রোড়ে
কেন মাকে ভালবাসা পাপ— প্রশ্ন রাখি পঁচিশে বৈশাখে।

ডাক্তার তোমাকে

ছুরি কাঁচি স্টেথস্কোপ কটু তীব্র ওষুধের ঝাঁঝ গন্ধ
সকাল বিকেল রাত্রি মহাজনের ঘরে বন্ধকি সোনার মতো
তোমার হয়েও তোমার নয়।
তুমি ডাক্তার ভগীরথের মতো প্রাণগঙ্গাকে সাধনায় তুষ্ট করে
বইয়ে দিয়ে সুপ্ত-মৃত ষাট হাজার সগর বংশের
ভস্মরাশির উপর দিয়ে
প্রাণ জেগে উঠবে নতুন উদ্যমে সৃষ্টির অসীম আনন্দে
তোমার ঠিকানা হবে দুর্গম কোন মেরুর পারে তুহীন শীতলতায়
অথবা উষ্ণ মরুর প্রচণ্ড দাবদাহে
আর্তের চিৎকারে রক্তে-মাংসে-পুঁজে-ঘায়ে।
বিনিদ্র রজনীর উদ্বিগ্ন প্রহরে উচ্চারিত হবে তোমার অস্তিত্ব
কোমল সান্ত্বনায় অটুট ধৈর্যে নীরব বিশ্বাসে।
এ জীবনে অনেক যন্ত্রণা আছে হতাশ্বাস
বেদনার সূচীমুখে রক্ত ঝরে ঝরে
কখনো বা দুরারোগ্য হৃদয়ের ক্ষত সৃষ্টি করে

তবু তুমি অমেয় অজেয় হবে শুচিস্নিগ্ধ দৃঢ় বীর্যবান
রোগজীর্ণ জীবন নিয়ে জুয়া খেলা দোহাই তোমার
গাড়ি বাড়ি মসৃণ জীবনের স্বপ্ন দেখে এ পথে এসো না
গোলাপ গোলাপ পথে হাঁটবে বলে এ পথে এসো না
উত্তরে দক্ষিণে যাও পশ্চিমে কি পুবে বহু পথ আছে
বেদনার ডালি নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতন
স্নেহে প্রেমে ধর্মে যদি সত্য থাকো
তাহলেই এ পথ তোমার।

নারী

তুমি বিশ্বের আদিম জননী ইভ অথবা
তুমি সৃষ্টির আদিম প্রেমিকা উর্বশী— আমি জানি না।
জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে তুমি পুরুষকে নিয়ে গেছো
সর্বনাশের পথে
অথবা তোমার নুপূর নিক্কণ উদভ্রান্ত করেছে পুরুষকে
তাও আমি জানি না।
আমি শুধু জানি— তুমি নারী
আদিম মানুষের অজ্ঞান অস্থিরতাকে বেঁধেছো
প্রাগৈতিহাসিক গুহায় চোখের ইঙ্গিতে
মাতৃপ্রধান সমাজের পুরোভাগে তোমাকে দেখেছি
বর্শা হাতে দলনেত্রী সংহারে-শিকারে।
তোমাকে দেখেছি বীজ বুনতে ফসল তুলতে
বুকের রক্ত জল করে সন্তানকে মানুষ করতে
তুমি ভাষা যুগিয়েছো মুখে, আশা যুগিয়েছো বুকে
মানবসমাজকে চালিত করেছো যুগে যুগে
অগ্রগতির পথে।
আন্দোলনের মিছিল থেকে অসীম আকাশ সন্তরণে
তোমার ভূমিকা চির ভাস্বর চির অনির্বাণ
তুমি পৃথিবীকে গড়েছো— পৃথিবী হয়েছে
আজ সেই পৃথিবীর ভাঙনের দিনে
তুমি— একমাত্র তুমিই পারো জীবন পণ রেখে রুখে দাঁড়াতে।

পুরোনো কথা

চুল-বাঁধা গা-ধোয়া শেষ। ঝিরঝির আঁধার নামে সন্ধ্যার আকাশে
রেলিঙে বুক দিয়ে ঝুঁকে রাস্তার দৃশ্য দেখছি।
একরাশ হট্টগোল করে— নাকি কান্নায় ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে
একজোড়া হরিজন বর রাস্তা দিয়ে গেলো।
সঙ্গে লম্বা ঘোমটা দেয়া নারীকুল শিশু বাল-বৃদ্ধ-যুবা— তেল চকচকে
বাদ্যের তীব্রতা, বরযাত্রীর সশব্দ উৎসাহ
সকলই মোটা তুলিতে চড়া রঙ
চোখ কান দুটোকেই পীড়িত করে।
তবু ওদের বাদ্যের ক্ষীণ রেশ লেগে রইলো বুকে
সে সুর হারানো চাবির মতো— প্রথম ফাগুনের হা হা বাতাসে
পুরোনো ঝাঁপি খুলে রোমাঞ্চিত করে দিল আমাকে।
কেন জানি হঠাৎই মনে পড়ে গেলো সেদিনের কথা।
যখন তুমি আমি দু'জনেই ছিলাম পালিশহীন সহজ সরল
তোমার ছিলো না অর্থ, ক্যাডার, সামাজিক প্রতিপত্তি।
আমারো ছিলো না কোন জটিলতা সাজানো গোছানো রঙ-চঙ
সাধারণ পোষাকে আমি সরল মনের একটি কলেজের মেয়ে মাত্র।
নিতান্ত মফঃস্বলি বর তুমি সেদিন এসেছিলে
বিব্রত লজ্জিত হতবাক।

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাত, বর্ষা ঋতু, সাধারণ ব্যাণ্ড
নিয়ম মতো বেজে থেমে গেল।
কত শত খুঁটিনাটি আচার নিয়ম— উদ্বেগে আনন্দে
গলা আমার শুকিয়ে কাঠ।
যুঁই সাদা শাখা হাতে— পাতাগুলো ঠাণ্ডা ভয়-ঘাম।
বাসরঘর তো নয় যেন পরীক্ষার হল
দুজনেই বোকা ছাত্র-ছাত্রী।
মশারিটা অকারণেই তুমি গুঁজলে চারিধারে
তারপরেই মশারির বাইরে জবুথবু বসা আমাকে
হাত ধরে টান দিয়ে বললে 'বড় মশা, এসো ভিতরে।'
এরপরেই হয়তো তোমার সব জড়ো করা সাহস বুদ্ধি লোপ হয়ে গেলো
মেঝেতে নতুন নরম তোষক মস্ত বিছানা এসেন্সের গন্ধ
মাঝখানে দুটি বিরাট কোল বালিশ।
দু'পাশে দু'জনে শুয়ে লজ্জায় ঘামছি— ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে।

এক ফালি চাঁদের আলো জানালার ফাঁকে এসে গায়ে গায়ে
ঘুমিয়েই যাবো
তুমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা তুমি কি দেখে আমাকে
পছন্দ করলে বলো তো? কোনদিন তো দেখ নি আমাকে'
আমি ভেবে বললাম, 'চোখে দেখে মানুষকে আর কতখানি বোঝা যায়,
তা ছাড়া আমার বাবার নির্বাচন কখনো খারাপ হবে না
এটা আমি জানি।'
এমন যুতসই প্রায় দার্শনিক উত্তর দিতে পেরে
আমি বড়ো খুশি মনে মনে।
'তাই নাকি' তোমারও খুশি খুশি সংক্ষিপ্ত উত্তর।
তারপর একে একে
ভাই-বোন-মা-বাবা বাড়িঘর— জানালে নিজের কথাও
শুনতে শুনতে প্রায় ভোর হয়ে গেলো।
বর-কনে আজ দেখাদেখি নেই।
তোমারও পালিয়ে যাবার সময় হয়ে এলো।
কনের বাড়িতে বিশেষ এয়ো থাকে সেজন্যে
দিনের আলো ফোটার আগেই যে বরকে ডেকে নিয়ে যায়।
তোমার কিন্তু তর সইছিলো না, দেরি হয়ে গেলে পাছে অমঙ্গল হয়।
তোমার এই ভাবনাটুকু মোটেই গেঁয়ো সংস্কার
বলে মনে হচ্ছিলো না।
বেশ ভালো লাগছিলো এই নিষ্ঠা— এই পবিত্রতা।
চটপট মোজা জুতো পরছিলে
যেন কোন স্কাউট বেরোবে তার প্রভাতী প্যারেডে।
ভাবছিলাম এত কেন তাড়াহুড়ো,
কেন চলে যাচ্ছো গল্পের আসরটা মাটি করে দিয়ে।
ভীষণ ভালো লেগে যাচ্ছিলো তোমাকে।
জুতো-মোজা পরে— হঠাৎ জলে ঝাঁপ দেয়ার মতো
মুখ ঘুরিয়ে কিছু বোঝার আগেই
আমার মুখে একটা চুমু এঁকে দিয়ে
তারপর 'নাঃ, এবার যাওয়া যাক' বলে দরজা খুলে বেরিয়ে
ফিরে চাইলে না— নিস্পৃহের মতো লজ্জা ঢাকা দিয়ে।
আমি বিছানায় চোখ বুঁজে সে চুমুর স্মৃতি
কৃপণের ধনের মতো নাড়াচাড়া করছিলাম আনন্দে বিষাদে।

পেরু

(পেরুর ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর)

অর্ধস্ফুট শিশুর কাকলি। যুবকের উচ্চহাস্য,
প্রেমিকার গান, মায়ের কর্মচাঞ্চল্য, বৃদ্ধের মসৃন স্বপ্ন
শহরে নগরে গ্রামে জীবনের উষ্ণ-স্পন্দন
এক মুহূর্তে স্তব্ধ হলো।
মৃত্যুর ধূসর হাত মুছে দিলো সকল অর্থহীন
আশার ছলনা। উন্নতি, আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, দ্বেষ
এখন সবই এক হাস্যকর অসত্য প্রলাপ।

আমার সন্তান

কোমল দুর্বল হাত-পা নেড়ে আমার সন্তান
খেলা করছে দোলনায় ঘুমিয়ে।.
একে আমি বড়ো করে তুলবো নতুন আদর্শে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়
দেশজোড়া অনাচার আর অনিয়মের যূপকাষ্ঠে
এ বলিদান হবে না কখনো।
মান্য করবে গুরুজনকে, ভালবাসবে সকলকে
আর্ত দুঃখীর আশ্রয়স্থল হবে।
মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অশ্লীল ঈশারা
দুষ্টু হাসি ছুঁড়ে দেবে না পথচারী কোন কুমারীকে
ট্রামে বাসে অবান্তর প্রগল্‌ভ আলোচনায়
অন্যকে আহত করবে না নিষ্করুণ ভাবে
সুস্থ প্রতিযোগিতার খেলা হবে তার অবসরের আনন্দ
স্বার্থ ভুলে সে বিপদে আপন করবে নিজেকে
কারো রক্ষাকল্পে
সংযত সুন্দর ঋজু দেবদারু বৃক্ষের মতো
পত্রবহুল সমৃদ্ধিতে নিজেকে বিকশিত করবে
উদার ঐশ্বর্যে।
স্বকল্পিত কল্পনার রঙিন হৃদয়ে

আমি জাল বুনছি অসীম আনন্দে
দোলনায় কেঁদে ওঠে মানব-সন্তান
যার স্কন্ধে ন্যস্ত হচ্ছে পবিত্র উদ্দেশ্যের বাঁশি
সান্ত্বনায় কান্না থামে ঃ ফুটে ওঠে মুখে এক বিচিত্র হাসি
শিশুরে পেলাম আমি— এ হাসি দেখেছি আমি
বখে যাওয়া কোন এক মস্তানের মুখে।

আমি সুখী

আমি সুখী
সৎ পরিশ্রম দু' ফোঁটা ঘাম
মাথার উপরে আচ্ছাদন
দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন
কালচক্র সদা ঘূর্ণায়মান।
আমি হারিয়ে যাবো না
নিরাশার অন্ধকারে
ঈশ্বরের ভালোবাসা
সর্ব অঙ্গে মেখে
রোগে শোকে দুঃখজয়ী
আমি স্নিগ্ধ হই
অমিত বিশ্বাসে।

আখাউড়া এখন পাকিস্তান

মধ্যরাত্রে বাঁশি বাজে অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ
সেই ইস্টিশান— রেলের স্টেশান
সমস্ত সত্তাকে যেন দলিত মথিত করে
দূরাগত স্মৃতি থেকে— বিপুল আবেগে
উঠে আসে সেই ধ্বনি— পুরাতন ধ্বনি, আখাউড়া স্টেশন।
এখনো হয়তো রেল থামে, লোক নামে, কোলাহল, ইতস্তত চঞ্চলতা
ধোঁয়া ছেড়ে, ছেড়ে দেয় ট্রেন
কত কাছে তবু কত দূরে
বাল্যের চাপল্য আর সরলতা— অবাক বিস্ময়
সেই ট্রেন থামা, ট্রেন ছাড়া, লোক আনাগোনা
অপার রহস্যময় কি এক ইঙ্গিত দিয়ে যেতো বিল্প ছাড়া কোন পরীস্তান।
সে ট্রেনে উঠেছি আমি ঃ আজ উঠবো না
আখাউড়া এখন পাকিস্তান।

লুণ্ঠিত সময় সীতা

লুণ্ঠিত সময় সীতা যেতে যেতে দাগ ফেলে গেছে
একি হার মেনে গেছো
কেয়ূর কঙ্কণ বলয় কাঞ্চীদাম কুড়িয়ে কুড়িয়ে
চিহ্ন খোঁজা শেষ হয়ে গেলে সমুদ্রবন্ধন কবে হবে
সুখ-দুঃখের একেকটি পাথর জমিয়ে সেতুবন্ধন
করে করে কার কাছে পৌঁছোবো
আপাদমস্তক তৃষ্ণা জটায়ুর
সাথে যুদ্ধ করে করে রাবণ
যে নিয়ে গেল জীবন যৌবন পথে
রেখে দিয়ে চিহ্ন শুধু তার
কবে যাই লুণ্ঠিত সীতার কাছে
সমুদ্র বন্ধনে
চিহ্ন খুঁজে খুঁজে কার কাছে পৌঁছোবো

মেরুদণ্ড দাও

রচনাকাল ঃ ১৯৬৯-১৯৭৭

মেরুদণ্ড দাও

রচনাকাল ঃ ১৯৬৯-১৯৭৭

৬০

কালো সকাল

আমরা এখন এক ভয়ের রাজ্যে বাস করছি
সকালের ঝলমলে রোদেই ভয়ঙ্কর রাত নেমে আসে
এত আলোতেও পরস্পর পরস্পরকে চিনি না
কে যে কখন কার হিংস্র দাঁত ধারালো নখ বের করে
অপেক্ষায় থাকি।
কতগুলো রীতিনীতি আর বাঁধাধরা শিক্ষার কোলে লালিত আত্মাকে
তার দেহ খাঁচায় বয়ে নিয়ে অস্বস্তিতে
বড়ো অস্বস্তিতে চলা ফেরা করি।
কর্তব্য আর অকর্তব্যের সীমারেখা আবছা মলিন হয়ে
আরো দিশাহারা করে
ভয় ভয় আর বিষাদ বুক ভরে উপচে ওঠে
সোডার বোতলের ফেনার মতো তীব্র ঝাঁঝ কটুগন্ধে
অস্তিত্বকে দগ্ধ করে দিয়ে যায়।
এ ভোরের সুরে যদি সুর মেলাতে পারতাম
তাহলে অশালীন খিস্তিকে মনে হতো না
হিংস্র হায়েনার হাসি
ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা আর অপমানকে মনে হতো না
সাপের ছোবলের মতো বিষাক্ত জ্বালাময়
চেনা পথের গলিটাতেই পথ হারাই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে
সাপ, বাঘ, কুমীর এমনকি ডাইনোসোরাসও দাঁড়িয়ে সারি সারি
হ্যা হ্যা করে হাসে হিংস্র উল্লাসে
কিন্তু ভয় দেখিয়ে কি জয় করা যায় কাউকে।
সব সকালই করে দেয়া যায় কালো সকাল
কানাগলিতে পথ হারালেও ঘুরে ঘুরে অবিশ্বাসে
প্রশ্ন করি নিজেকেই।

এখনো যুঝতে দেয়

সকালে উঠেই খবরের কাগজে পড়ি কোথাও জোড়া খুন
কোথাও কেউ আহত বোমার ঘায়ে
সন্ত্রাস লুঠ মূল্যবৃদ্ধি চাকুরি ছাঁটাই অথবা বেকার
ঘেরাও করেছে কোন এক বড়ো অফিসারকে
বাসে ভিড় হাসপাতালে ভিড় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ভিড়
তবু ক্ষত-বিক্ষত জীবন নিয়ে তোমার চোখের টলটলে নীলে
শ্বেতপদ্মের ছায়া কেন দেখি মধুরিমা
তোমার মৃদু মৌন হাসি সব কোলাহল ঢেকে
নক্ষত্রের আলো ছড়ায় কোন আশ্চর্য মায়ায় কিছুই বুঝি না
আমি তাপদগ্ধ নাগরিক অসংখ্য প্রশ্নের তীরে বাণবিদ্ধ
দিশাহারা সন্ত্রস্ত নিরাশ
তবু রুক্ষ পথে হেঁটে হেঁটে আমি সম্রাট, যখনই তোমাকে ভাবি
তুমি সোনালী স্বর্গীয় মাছের মতো হৃদয়ের অ্যাকোরিয়ামে
স্বপ্ন হয়ে কেন সাঁতরে বেড়াও মধুরিমা
তীক্ষ্ন হাড় কাঁপানো শীতে কোথা থেকে আনো বসন্ত বাতাস
আমি বুঝে পাই না।
অসহ্য আঁধার রাতের পরে
তোমার চোখের পাতায় উজ্জ্বল আলোর প্রতিশ্রুতি
আমাকে এখনো যুঝতে দেয় — এখনো বাঁচিয়ে রাখে নূতন আশায়।

উনিশশো একাত্তরের ডিসেম্বরের প্রথম কয়েকদিনের আগরতলা

সারি সারি কামানের বুক থেকে সশব্দ লাভাস্রোত
উত্তপ্ত লৌহ গর্জনে কান বধির করে দিল
বাইরে অবিশ্বাস্য নিঃস্তব্ধতা — অস্বাভাবিক
গুটিকয় কুকুর অথবা স্বাধীন পাখির আনাগোনা
আপাতদৃষ্টিতে শহর মৃত ঃ জীবনযাত্রার স্পন্দন থেমে গেছে
কিন্তু নিঃশব্দে প্রাণ ফুটেছে থরে থরে স্থলপদ্মের মতো
রক্তিম আনন্দে আশায় প্রতিকারের সক্ষম পৌরুষ চেতনায় .
প্রতি ঘরে ঘরে

প্রতিটি গর্জন যেন প্রত্যেকের বিজয় চীৎকার
এতদিনকার নিস্তেজ ধৈর্যের আগ্নেয়গিরি আজ জীবন্ত
অন্যায় আর পাপের জমিকে ঢেকে দিয়ে
নূতন জনপদ নূতন জীবন গড়ে তোলার পণ নিয়ে ছুটে চলেছে
অত্যাচারী ভীরু আর নৃশংসের দিকে
নূতন সূর্যের জন্মলগ্ন — ব্রাহ্ম মুহূর্তের স্তবগান উচ্চারিত হচ্ছে
দুর্লভ সৌভাগ্য নিয়ে শুনছে শ্রোতারা উদ্বেলিত আকুল হৃদয়ে
দর্শক বেরিয়ে গেছে খোলা মাঠে
আকাশের বুকে স্বাধীন সূর্যকে অভিবাদন জানাতে।

বাংলাদেশ

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে জন্ম নিল
রক্তের সমুদ্রে দ্বীপ
কোনও ম্যাপে তার ঠিকানা নেই —
ঠিকানা শুধু সাত কোটি প্রাণে
আজ সমুদ্রের বাণে প্রলয় তার দু'হাত মেলেছে
কোটি প্রাণ করেছে সে ছিন্নমূল
কোটি প্রাণ বলি দিয়ে উল্লাসে অস্থির।
তবু অগণিত প্রাণ সঙ্কল্পে কঠিন
জয় তাদের হবেই।
বুলেটে বুলেটে গাঁথা হচ্ছে রক্ত গোলাপের মালা
বিজয় নিশান
কামানের গর্জন — মেশিনগানের হুঙ্কার
রোমাঞ্চিত করেছে তাদের সমস্ত চেতনাকে
তীক্ষ্ণ দৃপ্ত একরোখা প্রখর বিশ্বাসে
এরা নূতন ভূগোলে — এদের অস্তিত্ব অঙ্কিত করবে নূতন তুলিতে

ছবিটি নিখুঁত

কি করে জানবো কে পাজি কে পাজি না
শিক্ষিত, সৎ, মূর্খ, অসৎ, মন্দ।
কাল ছেলেটাকে দেখেছিলাম নিষিদ্ধ এক বাড়ি থেকে
পানোন্মত্ত অবস্থায় বেরিয়ে রাস্তায় ঢলাঢলি করছে।
ময়লা শার্ট বাজে পাজামায় মাথার চুল উসকো-খুসকো
অশ্লীল কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে —
রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথচারীর দিকে সামনে ফিরে পেচ্ছাপ করলো
কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ভয়ে ঘৃণায় চলে এলাম।
আজ বাসে দেখি গায়ে সাঁটা প্যান্টে —
চওড়া চামড়ার বেল্ট কলার খাড়া খাড়া
চওড়া ঘড়ির বেল্ট।
ফোঁপরা চুল চশমা চোখে
ঠিক যেমনটি হলে ছবিটি নিখুঁত হয় তেমনি।

স্মৃতিময় অবয়বহীন

গাছের সঙ্গে পাতার মেঘের সঙ্গে জলের দেহের সঙ্গে রক্তের যে সম্পর্ক
সে সহজ অভেদ্য সম্পর্কে বাঁধা দুজনে
একদিন বলেছিলে।
পত্রবহুল বৃক্ষের শোভার মতো, প্রসারিত শিখিপুচ্ছের মেঘমেদুর
সৌন্দর্যের মতো
প্রতিটি রক্তের স্পন্দনে আমরা দুজনে
দুজনকে অনুভব করেছিলাম প্রেমাপ্লুত হয়ে।
সে তো বিগত দিনের ইতিহাস।
বসন্তের ব্যাকুল বাতাসে দীর্ঘশ্বাসে পাতা ঝরে গেলো
মেঘ হতে বৃষ্টি হলো ফোঁটা ফোঁটা
বিন্দু বিন্দু রক্তও ঝরে গেল বেদনার সূচিমুখ থেকে
তোমার চোখের তারা একদিন হয়ে গেলো ধূসর অর্থহীন
আমার ছবি মুছে গেল তার সব রঙ নিয়ে।
তবু জানো তো 'দিন যায় কথা থাকে'

সব গান গাওয়া হয়ে গেলে শুধু থাকে রেশ সমস্ত আকাশ ভরে
তাই সব সম্পর্ক চুকে গিয়ে আজ শুধু রয়ে গেছে স্মৃতি
ভোর রাতে ভেঙে যাওয়া অবিশ্বাস্য সুখ-স্বপ্নের মতো
স্মৃতিময় অবয়বহীন।

বিচ্ছেদ ও আমরা

আমরা এক অখণ্ড প্রবাহে ভেসে চলেছি
এঘাট ওঘাট এপার ওপার করে
কোনখানেই কি কোনদিন শেকড় গাড়ি গভীরভাবে
সত্যিই কি কালকের আমি এবং আজকের আমি এক
অনন্ত পরিবর্তনের তুলি রঙ বুলিয়ে চলেছে জীবনের জমা খাতায়
কোনকিছুই থাকে না
আবার সবই থাকে।
হারানো সুরের রেশের মতো
গত সুখ-স্বপ্নের ছবির মতো
জন্মান্তরের স্মৃতির মতো সব থাকে — সব থাকে চাপা পড়ে
তারপর কোন এক ক্ষণে পথ চলতে চলতে খেয়ালের বশে
যখন এলোমেলো হাওয়ায় জীবনের পাতাগুলো উড়ে উড়ে যায়
তখন — সেখানে একে ওকে তোমাকে দেখি বন্ধু
ভালোবাসার কফিনে তোমরা মৃত-শবদেহ নও —
জীবন্ত উত্তপ্ত অম্লান হাসিতে আত্মার আপন
একান্ত সেদিনেরই মতো।

এমন সুখের দিন খুব কম হয়

'আমি শঙ্কিত' 'আমি তৃষিত'
          'আমি তৃষিত' 'আমি শঙ্কিত'
'অলিখিত' পত্রিকায় তোমার এ কবিতা
          আমি স্বপ্নে দেখেছি
আধোরাতে ঘুম ভেঙে আলোছায়া তন্দ্রা জাগরণে
মনে হলো কী নির্মম কী তীক্ষ্ণ ছিল — সেই স্পষ্ট হস্তাক্ষর
সমস্ত শরীর যেন কেঁপে গেল গভীর শঙ্কায় আর অজানা আবেশে
          এমন সুখের দিন কম হয়
আবার কখনো ঘুমে সে স্বপ্ন আবার
          দেখবো কখনো আমি ভাবছি সকালে।

যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকি

যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকি ঃ আমি সকলের ওগো সকলে আমার
আমার মুহূর্তগুলি চড়া দামে টাকা ফেলে গর্বভরে হাঁক দেয়
          চাই সুখ — আয় হাসি — ওহে ভালোবাসা
রক্তে বাজে টুং টাং — টুং টাং পিয়ানোর ধ্বনি
ছোট ছোট দেহ নিয়ে রূপোলি সফরি কেমন অবলীলাক্রমে তাতে
                    ঃ দাপিয়ে বেড়ায়
                    ঃ দাপিয়ে বেড়ায়
যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকি ঃ যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকি
যে মুহূর্তে অমি সুস্থ নই ঃ কে আমার ওগো আমি কার
পিচ্ছিল মুষ্ঠির থেকে গলে গলে চলে যায় বিশ্বাস, সান্নিধ্যপ্রীতি
                    আর ভালোবাসা
অন্ধকার খেলাঘরে শিশু আমি চোরা কান্না কেঁদে ক্লান্ত মনের আবেগে
আহা! গায়ে দিতে টেনে নিই — অদেখা এক ঈশ্বরের
          স্নিগ্ধ জমি হাজার বছর পরা বুটি দেয়া কাপড়ের কাঁথা।

বাবা

এইতো সেদিন তুমি লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে মুখে সিগারেট,
গত আমলের এক খাটে বসে কত সত্য ছিলে।
এরই মধ্যে চারকোণা ফ্রেমে উঠে ছবি হয়ে গেলে
ম্যাজিকের মতো?
এরই নাম জীবন নাটক?
ঝপ্ করে সিন পড়ে অভিনেতা ফটো হয়ে যায়?
মন্দ নয় ভালোই করেছ।
চোখ দিয়ে জল পড়ে — মুখে হাসি এনে
হাততালি দিয়ে যাই মনের আবেগে।
কেননা এখনো দর্শক আমি বাহবা দেয়াই কাজ।
তবে কিনা জানো আমারো আসবে দিন
মঞ্চে উঠে আমিও কাঁদাবো।
তোমার পায়ের দাগে পা ফেলেই চলে যাব অভিনয় শেষে
ছবি হয়ে খুব দূরে সরে যেতে পারবে কি? পারবে না।
এইটুকু সান্ত্বনাই রেখে গেলে অবশেষে যাবার সময়ে।

অপরিশোধ্য ঋণ

অহঙ্কারে ভেবেছিলাম সব ঋণ মিটিয়ে দেব
জন্ম ঋণ — ধাত্রী ঋণ — মাতৃ ঋণ — পিতৃ ঋণ।
কিন্তু কিছুই পারলাম না!
যে ধাত্রী ঘাম, ঘৃণা জয় করে মাতৃস্নেহে অশৌচান্ত করেছিল
রোগে শোকে আনন্দে দুঃখেতে চিরদিন পাশে এসে দাঁড়াতো
তার মরণদশায় হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলাম
দূর থেকে দাঁড়িয়ে খোঁজখবর নিয়েছি ফল হাতে।
ঘাম ঘৃণা জয় করে সেবা করা হয়নি।
যার কাছে বড়ো হয়েছি — মা না হয়েও যিনি মা'র মতোই করেছেন
রুগ্ন ক্ষীণ শিশুকে ঠাকুরসেবায় বড়ো করে তুলেছেন

তার ইচ্ছা ছিল আমি যেন ধনে জনে ঘরেদোরে প্রতিষ্ঠিত হই
তিনি কিন্তু আমার ভাড়াটে বাড়িই দেখে গেছেন
আমার ঘর দেখে যেতে পারেন নি।
বহু সন্তানের মা আমার দেহপাত করে সবাইকে মানুষ করেছেন
বড় বাড়ির বৌ হয়েও দামি শাড়ি পরতে পারেন নি দশজনের জন্য
ভেবেছিলাম পছন্দসই শাড়ির স্তূপে মার সব শখ মিটিয়ে দেব
আজ মা আমার বিধবা
কত টাকাই এলো গেলো — একটাও তেমন পছন্দসই দামি শাড়ি
মাকে সময় করে কিনে দেয়া হয় নি
বাবা তো একটানা জোয়াল কাঁধে সংসার টেনে নিয়ে গেলেন
কি যুদ্ধ — কি খরা — কি মন্বন্তরে
আমাদের কারো কোন অভাব রাখেন নি।
ভেবেছিলাম শেষের দিনে একটু সুখ দেব
স্বাচ্ছন্দ্য, সেবা, পছন্দসই খাওয়া
কিন্তু কিছুই করা হয় নি
চিকিৎসার জন্য বিদেশ গিয়ে বাবা আর ফিরে এলেন না।
কিছুই করা হয় নি
কিছুই করা হলো না।
না জন্ম, না ধাত্রী, না মাতৃ, না পিতৃ —
কোন ঋণ শোধ করা হয় নি।
আসলে এসব ঋণ অপরিশোধ্য
কোনদিনই শোধ করা যায় না।

খেলোয়াড়

জাত বাঁচিয়ে খেললে তো রঙ
ওহে তুমি বড়ই রসিক
হাস্‌নুহানার গন্ধে ভুবন
ভরলো যখন আসলে তো ঠিক।
পথটি চিনে দিনে দিনে
এলে কেমন হারাও নি দিক।
মাতাল চাঁদের রাঙা আবির

মারলে ছুঁড়ে কি আন্তরিক
এইটুকু তো সবই ছিল
কি স্বাভাবিক। কি স্বাভাবিক।
তারপরেই না বুঝতে পারি
কাঁচা রঙের জারিজুরি
আহ্! তুমি ভাই জাত ভিখারি
চতুর্দোলায় শবের গাড়ি
জামার তলায় নামাবলী
পৈতে ধুয়েই ফিরলে বাড়ি
আহ্! কি কপাল বলিহারি
হাস্নুহানার গন্ধ ফেলে টগর নিয়ে কাড়াকাড়ি।

স্বীকারোক্তি

পূর্বকথন — পার্বত্য ত্রিপুরার আরণ্যক জীবনে ত্রিপুরীরা যেন প্রকৃতিরই একটি অংশ। সকাল থেকে সন্ধ্যা তার জীবনযাত্রা চলে অরণ্যের সঙ্গে মাখামাখি করে।
গড়িয়া পূজা ত্রিপুরার আদিবাসী জীবনে এক বিরাট উৎসব। বাঁশগাছের প্রতীকে দেবতার পূজা। সারা বছরের ভালোমন্দ সুখ দুঃখের বিচার ঘটে এ পূজা থেকেই। যুবক-যুবতীর নাচ-গানে পানে ভোজনে সমাজে সবাই হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। এই দিনগুলি সারাবছরের প্রতীক্ষার ধন। এক গ্রামের যুবক যায় ভিন্ন গ্রামে নাচতে।
এক যুবক গড়িয়া পূজার নাচে আবিষ্কার করে এসেছে তার মানসী প্রিয়াকে। মুগ্ধ প্রেমিকের মনে আর শান্তি নেই — সহজ স্বাভাবিকতা নেই — কল্পনায় প্রেয়সীকে সে দেখে সর্বক্ষণ — লোকে ভাবে তার ওপর ভূত-প্রেতের ভর হয়েছে। উদ্বেগাকুল আত্মীয়স্বজন ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র পূজা বলি দিয়ে চলেছেন। মুরগী বলি দিয়ে পেট কেটে ওঝাই শুভ অশুভ পরীক্ষা করছেন। যুবকের কোন পরিবর্তন নেই। অবশেষে বন্ধুর কাছে সে স্বীকারোক্তি করছে — জানাচ্ছে তার মনের মানুষের ঠিকানা।

যেদিন থেকে গড়িয়া পূজার নাচে তাকে দেখেছি
সেদিন থেকে রাতে আমার আর ঘুম নেই
সেই সুন্দর সাদা পা দুটি লাল পাছড়ার নিচে একজোড়া পাখির মতো
আমার চোখের সামনে নেচে নেচে বেড়ায়।
জুমের টঙে বসে হরিণ তাড়াতে গিয়ে যখন্ তাকে দেখলাম
হরিণীর মতো নেচে নেচে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নিচের ছড়ায় নেমে যেতে।

সেদিন থেকে আমার চোখের সামনে শস্য খেয়ে গেলেও
হরিণ কি শুয়োর তাড়াতে আর মনে আসে না
জুম কাটার সময় তাদের ক্ষেতে সাহায্য করতে গিয়ে
যেদিন থেকে তার গান শুনে এসেছি
সেদিন থেকে বন্ধু আমার ভাতে রুচি নেই
বোনাইয়ের ঘরে তাকে দেখতে পেয়ে কথা বলতে গেছি
সে তারবাই মাছের মতো এঁকেবেঁকে হেসে
অন্য দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।
ভালো করে চাইলে না।

বন্ধু! ওঝাই ডেকে তন্ত্র মন্ত্র করে কি হবে
মুরগির বুক কেটে নাড়ি দেখেই বা কি করবে
আমার বুকের নাড়ির মধ্যে কি হয়ে যাচ্ছে
তার তো খবর রাখো না।
ভূত-প্রেত ডাইনীর বাতাস নয় বন্ধু
আমার গায়ে পরীর বাতাস লেগেছে
ওঝাইকে না ডেকে বোনাইকে বলো কথাটা
দোহাই বন্ধু তোমার! ওঝাই যা পারলো না বোনাই তা পারবে।

কেন এক খণ্ড রিছ্‌হা তুলে দিলে বুকে?

পূর্বকথন— পার্বত্য ত্রিপুরার আরণ্যক জীবন চলে তার নিজস্ব ছন্দে— নিজস্ব নিয়মে। চঞ্চল বালক-বালিকা প্রকৃতির কোলে ঘুরে বেড়ায় আনন্দে স্বাধীনতায় স্বাভাবিকতায়।
উদ্ভিন্ন যৌবনা বালিকা সচেতন নয় তার জাগতিক পরিবর্তনে— কিন্তু সমাজ রয়েছে, রয়েছে সচেতন জন। পড়শী তরুণী যুবতীরা কৌতুকভরে এক শুভদিনে ক্রিয়াকাণ্ড উৎসব করে জোর করে পড়িয়ে দেয় তার বক্ষাবরণী রিছ্‌হা। শুরু হয় তার নারীজীবন, ভেদ আসে সমবয়সীদের মধ্যে। ছেদ পড়ে স্বাধীনতায় সংসার প্রাঙ্গনে সামাজিক নিয়মে সে বাঁধা পড়ে। মন বিদ্রোহ করে ওঠে সেই সুন্দর উচ্ছল মুক্ত জীবনের জন্য। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ক্ষোভের সুর— কেন একখণ্ড বস্ত্র তুলে দিয়ে আমার স্বাধীনতা তোমরা হরণ করে নিলে— কেন?

কেন যে সবাই এত ক্রিয়াকাণ্ড করে
এক টুকরো রিছ্‌হা আমার বুকে তুলে দিতে চাইছো আমি বুঝি না
আমার ভীষণ দুঃখ লাগে— আমার ভীষণ লজ্জা করে।
বেশ তো ছিলাম খালি গায়ে সব ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করে খেলাধুলো করে

নদীতে ঝাঁপিয়ে জুমে ঘুরে ঘুরে চিন্দ্রা শশা খেয়ে।
সবাই কেন বলছো আমি আর ঘুরে বেড়াবো না
হায় কি যে হয়ে গেল বুঝি না— সবই তো তেমন আছে
এখনো গভীর বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় খরগোসেরা পালিয়ে বেড়ায়
পাখিগুলো কিচিরমিচির করে এ ডাল থেকে ও ডালে নাচে
ফাঁদ পেতে সব ছেলেমেয়ে কান টান করে
ঝোপের আড়ালে থাকবে লুকিয়ে
আমি শুধু থাকবো না দলে —
শীতের কম্‌তি জলে ছড়াতে নদীতে
কাকচক্ষু হিমস্রোতে মাছের আশায়
বালির আড়াল থেকে খুঁজে পেতে নিতে
আমি শুধু থাকবো না সকলেই যাবে
কাঠ ভেঙে, জুমে গিয়ে শুধু তাঁত বুনে
ধান কুটে — ভাত রেঁধে — সময় কাটাবো
এত ক্রিয়াকাণ্ড করে এক খণ্ড রিছ্‌হা
পরম শত্রুর মত কেন বুকে দিলে।

নিজের বাড়ি

হাজার মাইলের ওপার থেকে শরৎ এলো চিঠির পাতায়
রুক্ষ মাটির ধূসর ধূলায় ছড়িয়ে দিলো একটি ধ্বনি
শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে গুরু গুরু ঢাকের বারি
মনের মধ্যে হাজার নাচন বাড়ি বাড়ি এবার বাড়ি
হালকা সাদা মেঘের রঙে ধূপের ধূনার গন্ধ আঁকা
কর্মক্লান্ত প্রবাসী মন রক্তে বাজে দ্রিমি দ্রিমি
কোরা কাপড়, পূজার মঞ্চ, প্রিয়জনের ব্যাকুল চাওয়া
অস্থিরতা উদ্বেলতা ছুটে চলছে ছুটে রেলের গাড়ি
চাকায় চাকায় হাজার শব্দ — বাড়ি বাড়ি এবার বাড়ি
হাজার মাইলের ওপার থেকে শরৎ আসে ছুটি দিতে
সোনার রোদে রাঙিয়ে দিয়ে সকল কালো মুছে নিতে
প্রতি কোষে বোধন জাগায় — দুর্গমতায় দিতে পাড়ি
প্রতি যুগে প্রবাসী মন চলছে খুঁজে নিজের বাড়ি।

মন যে আমার সূর্যমুখী

বন্ধু আমায় রুখতে পারে
এমন সাধ্য কাহার আছে
আকাশটাকে হাতের মুঠোয়
পেয়ে আমার মন যে নাচে
কষ্ট করে কালো হাতে কাদার গোলা
মারলে ছুঁড়ে
বিধির বরে পঙ্ক তিলক
হয়ে গেল কপাল জুড়ে
রাস্তা আমার সোজা আছে
তাই তো আমি ছুটতে পারি
কোথায় কখন নিন্দে রটে
আমি তাহার ধার না ধারি
তোমার তূণে বিষের বোঝা
জমিয়ে তুমি করছো ভারি
আঃ মরণ আমার পায় না নাগাল
আমার দেহে শান্তি বারি
আমি থাকি আপন মনে
স্নেহের প্রেমের জগতেতে
সাধ্য তোমার বড়োই অল্প
পৌঁছোবে না কোনমতে
যাত্রাপথে বিঘ্ন দিতে
নামলে তুমি এত নীচু
কার্যকারণ সূত্র আমি
বুঝে তাহার পাই না কিছু।
তোমার আসন ছিল আকাশ ছোঁয়া
বসিয়েছিলাম সবাই মিলে
সাধ করে তা হেলায় ফেলে
গড়াগড়ি ধূলায় দিলে
শক্তি ছিল বুদ্ধি ছিল
হৃদয় তুমি আজ হারালে
দুর্গা যিনি দুর্গতি তো
রুখতে পারেন তিনি শুধু
তোমার হুলের ধার মুছে তাই

মাখিয়ে দিলাম শুধুই মধু
বন্ধু তুমি অন্ধ ভ্রান্ত
ভেবেছিলে করবে দুখী
কারণ তুমি পাওনি দেখতে
মন যে আমার সূর্যমুখী।

সোনার খাঁচায় ময়না পাখি

পূর্বকথন— গভীর বনে ফুল ফুটলে তাব সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে বনান্তরে। নয়ন মনোহর সুন্দর সে ফুল খুঁজে তুলে নিয়ে যায় সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ। দুর্গম পর্বতের খাঁজে কন্দরে আলো-হাওয়ার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে বেড়ে উঠেছে যে সুন্দরী তার রূপের খবর চলে যায় বিলাসবহুল রাজসভায়।
নারী রত্নং দুষ্কুলাদপি— সুন্দরী যুবতী নারী বরণ করে নিয়ে যায় ক্ষমতাবান সৌন্দর্য রসিক। উপজাতি যুবতী রাজ অন্তঃপুরে যায় কাছুয়া রাণী হয়ে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায়। তাকে তুলে নিয়ে যেতে আসে রাজার বিনন্দিয়া সেপাই— রাজার প্রতিনিধিত্বমূলক পাগড়ি তরবারি সহ আসে অচাই— পুরোহিত। বিয়ের নামে পুরোহিত ছিটিয়ে দেন শান্তিবারি। অসহায় রূপসী চোখের জলে ছেড়ে যায় তার জল মাটি ফুল ফল ধানের ক্ষেত— প্রকৃতির দুলালী চলে যায় ঐশ্বর্যের অন্তঃপুরে। কিন্তু তার আর ফিরে আসার নিয়ম নেই পুরোনো ঘরে, রাজ মর্যাদায় বাধে। শুরু হয় তার আপাত বিলাসবহুল প্রকৃত বন্দী জীবন।

পুবের আকাশ জুমের আগুনে লালে লাল হয়ে উঠেছে
আবার রোপিত হবে বীজ আবার ঘরে আসবে শস্য
আমার কপালেও জ্বলে উঠেছে সৌভাগ্যের আগুন
আমি রাজবাড়িতে চলে যাচ্ছি রাজার কাছুয়া রানী হয়ে
বাবা তুমি আনন্দে ভরপুর ঃ তুমি হবে রাজার শ্বশুর
টাকা পয়সা নাম খ্যাতি অনেক পাবে
মা তুমি খুশিতে ডগমগ ঃ মেয়ে তোমার রানী হবে
অনেক সোনাদানা জহরতে ভরে যাবে দেহ
তবে আমি কেন খুশী হতে পারছি না
হাসি গান থেমে গেছে— গভীর বনের নিস্তব্ধ নিঝুম দুপুরের মতো
রাজার সেপাই বিনন্দিয়া আসবে সোনার তাঞ্জাম নিয়ে
অচাই আসবে রাজার তরবারি পাগড়ি শান্তির জল নিয়ে
জানি, যে পথে তাঞ্জাম যাবে সে পথে আমার ফিরতি পায়ের ছাপ

কোনদিনও পড়বে না।
ওগো জুমের আগুনে বন পুড়ে যাচ্ছে
ভয়ের আগুনে আমারও মন পুড়ে যাচ্ছে
হায় মা! এত বড় শস্যক্ষেত্র কি আমার মত একটা ছোট্ট প্রাণের
খাদ্য জোগাতে পারলো না
হায় সখি! এত বড় অরণ্য প্রান্তর আমার জন্য কি এতটুকুও জায়গা
দিতে পারবে না
হায় কপাল! এত মিষ্টি খোলা বাতাস কি আমার ছোট্ট বুকটার
শ্বাসের জন্য একটু বাতাস দিতে পারলো না
সবাই খুশি, শুধু ঘরের কুকুরটাই দড়িতে বাঁধা
কাতর স্বরে ডেকে ডেকে উঠছে।
সবাই খুশি, শুধু খাঁচার ময়না পাখিটাই শিউরে উঠছে
ওরা ওদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছে
ওদের সঙ্গে এক সুতোয় গাঁথা আমার ভাগ্যের যে মিল ছিল
তাই আজ ফলতে যাচ্ছে।

নাম ডাকে ডাকে সবে

পদ্মপত্রে জলবৎ টলটলে আছি
সুখের শরীরে
এ সুখের রঙ নেই— নাম নেই— শুধু অনুভব।
পাওয়া না পাওয়ার ঢেউয়ে যায় না কিছুই— ।
দশটার ভিড় বাসে কোন হাসিমুখ যদি প্রশ্ন রাখে
'কেমন আছেন'— অসহায় সুখোত্থিত শুধু বলে যাই
ভালো— ভালো— খুব ভালো
যদি বলে 'চিনতে পারেন'— ভিত ধরে নেড়ে যায় চৈত্রের বাতাস
হাহা— হাহা— কে কে কে
খুকি বলে— শত ডেকে সাড়া পাওয়া সৌভাগ্যের কথা
সশরীরে কাছে আছো— তবু যেন শরীরেতে নেই
কি তোমার ভাব—
নীরব চীৎকারে বলি মুখে শুধু হেসে
বল্ কোন ডাকে সাড়া দিই— কানে যে আসে না
নাম ডাকে ডাকে সবে— ওরে ডাকনামে ডাকে না।

ভবিষ্যতের যাদুঘরে

কী কবিতা লিখবো বলো
ভাবি কলম দিয়ে অনেক ভাব আনবো অনেক কথা
হয় ভবিষ্যতের আশা— নয় প্রেমের ভাষা
নয়তো স্বপ্নের কোন সুখ স্বর্গ।
কিন্তু কলমের খোঁচায়
শুধু রক্তই বেরোয়
সমস্ত মুখ পিত্তরসের তেতোয়
কুইনাইন— বিষ।
কী কথা শুনবে বলো
শুনবে যদি বলি
রাজনৈতিক দলের ল্যাবরেটরীর গিনিপিগ
বা পণ্ডিতদলের রিসার্চের বস্তু এখন আমি
আজ জমি ছাড়া, ঘর ছাড়া, ভিটে ছাড়া।
আমার সরলতা শুধু উপহাসই যোগালো
ভালোবাসা প্রতারণার দ্বারে মাথা কুটে হার মেনে গেলো
পৃথিবীটা ছোট হয়ে হয়ে
অন্ন কেড়ে বস্ত্র কেড়ে গাছের ছাল পরিয়ে
আমাকে গুহায় ঠেলে দিল
জানি সেখানেও আমাকে থাকতে দেবে না
বিস্ফারিত কৌতূহলী চোখের তৃষ্ণা মেটাতে
আমার করোটি স্থান পাবে
ভবিষ্যতের এক যাদুঘরে।

ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে এখন যন্ত্রণার ঢেউ

ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে এখন যন্ত্রণার ঢেউ
জুমের নেভানো আগুন বুকে নিয়ে খুমপুই, ওসতরী বেদনায় কালো হয়ে গেছে।
কোন প্রেমিক যুবক আর অলস বাঁশীর সুরে তার খুশী ছড়ায় না পাহাড়ে প্রান্তরে
সব বাঁশী বোবা কান্না কেঁদে কেঁদে করুণ মলিন
নির্লজ্জ ক্ষুধার দায়ে বাঁশঝাড়ে করুলের ডগা নিঃশেষিত প্রায়
রিলিফের কাজ পাবার জন্য এখন সকল যুবক চরম ব্যস্ত
অথবা শহরমুখী কোন ব্যর্থ দরবারে
সূর্য আলো পিছলানো মাছির পাখার মতো রামধনু রিয়া
কোন তরুণীর মসৃণ সুদক্ষ হাত আর বুনছে না সুতোর অভাবে
অথবা হাত দুটি ব্যস্ত থাকে সেই সকাল সন্ধ্যা দিনমজুরীর কাজে।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরস মন্তব্যে পাহাড়ি জীবন আর হাসিতে উচ্ছল হয় না
একটি মদির কলসীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চুমুকে
ক্ষুধা আজ লজ্জাহীন প্রাণ স্বপ্নহীন সীমাহীন রঙ্গ রসিকতা ভরা সহজ জীবন
বেমানান হয়ে গেছে অশ্লীল অভাবে
তাই গড়িয়া পূজার নৃত্য জুম গান নাচ অপমানে অভিমানে
শহরে নগরে মঞ্চে মঞ্চে ঘোরে শুধু নানান উৎসবে।

ঈশিতা

ঈশ্বর তোমার প্রসাদ পাবো বলে
ঊর্ধ্ববাহু একপায়ে দাঁড়িয়ে আছি।
তপঃক্লান্ত, মোহমুক্ত প্রতীক্ষা আনত
দুঃখের বৃষ্টিধারা সারা দেহ বেয়ে
তপ্ত গলিত মোমের মতো।
নিঃসঙ্গ নির্ভয়ে আত্মা শব্দহীন গন্ধহীন
বর্ণহীন জগতের সাক্ষী হয়ে
হাতে তার তাম্রপাত্র তুলসীর জল—
ঈশ্বর তোমার প্রসাদ পাবো বলে।

ইতিহাস

এখানে একদিন রাজার ব্যাংকোয়েট হল ছিল
কোর্সের পর কোর্স — স্যুপ, রোষ্ট
লাঞ্চ ডিনারের ছড়াছড়ি
সাদাটুপী বাট্‌লারের কর্মব্যস্ত আনাগোনা।
টুপী, পাগড়ী আচকানের রামধনু
বন্দুকের বাঁট ঠুকে স্ত্রীলোক বালক ভীতি
প্রতি গেটে প্রতিহারী 'হুজ্ দ্যায়ার'—
হুস্ হাস্ শব্দে গাড়ি
গাড়ি সারি সারি।
ওদিকে অপর পারে
ঝলমলে আলো-মাতাল ফুলের গন্ধ
রিন্ ঝিন অলঙ্কার চাপা হাসি, এসেন্সে বাতাস ভারী
চিকের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চার।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দুয়ারী
চালে ভারী— কোমরে চাবির গোছা
চৌকাঠ আগলে রাখে— সীমিত প্রবেশ।

স্বাধীনতা তুমি শুধু পতাকার খেলা

স্বাধীনতা তুমি শুধু পতাকার খেলা
নির্দিষ্ট সময়ে কিছু দেশাত্মবোধক গান কিছু ফুল
সমবেত গানে উড়ে আকাশে সুদূর
তারপরে শান্ত বুকে রক্তচাপহীন— ভাব নেই চোখে
যার যার বাড়ি বাজারের ব্যাগ হাঁড়িকুড়ি
সেই ভাত সেই ডাল চচ্চরী ঝোল
পনের আগষ্ট শুধু নিয়মের ছুটি
আসমুদ্র হিমাচল খুশির জোয়ারে
হিম বুকে কেন নয় নায়েগ্রার ঝড়
হিসেবের কড়িগোণা শান্ত ভদ্র প্রাণ

উল্লাসের সূর্যস্নানে খোলামাঠই ঘর
জাতীয় গানের শেষে আর কতকাল
সারি সারি পাশাপাশি প্রথাবদ্ধ শব
স্বাধীনতা! অসহ্য সুখে ও দুঃখে
জন্মদণ্ড তুমি
জন্ম দাও নতুন মানব।

পৃথিবীর ক্লাবঘরে

কবি আর প্রজাপতি ব্রহ্মায় কোন ভেদ নেই
তাই কবিও নাড়েনচাড়েন এক আশার জগৎ বিধির মতোই
'বন্দরের কাল শেষ'— হাঁক দিয়ে যায়
শত হৃদয়ের দ্বারে
নতুন উষার স্বর্গদ্বারে যাত্রা শুরু
চোখে তার বড়ো আশা— কণ্ঠে তার বিশ্বাসের রঙ।
'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা'
সে কি অর্থহীন
'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন'
এ প্রশ্নের উত্তরের ভার
হা দুর্ভাগ্য! জানো নাকি দিতে হবে তোমার আমার।
কিছু যদি নাই করি বাঁচি আর মরি
সূর্যের মতন অথবা ইন্দ্রের পতন
সসাগরা পৃথিবীর দশ দিক নাই যদি কাঁপে পদভারে
স্বর্গ যদি পুষ্পবৃষ্টি নাই করে দুন্দুভি বাজিয়ে
তবে মানুষের ছাপমারা জামা পরে
আর কতোকাল
পৃথিবীর ক্লাবঘরে অর্থহীন সঙ সেজে বাজনা বাজিয়ে
ঋণজালে পৃথিবীর বাড়াব জঞ্জাল।

প্রতিটি আগস্ট আসে

প্রতিটি আগস্ট যেন সমুদ্রের বাতিঘর নিচে তার ঢেউ
প্রতিটি আগস্ট আসে পুরাতন পৃথিবীতে বার্তাবহ কেউ
প্রতিটি আগস্ট যেন কোনমতে বেঁচে থাকা
মানুষের চোখে রাখে স্মারকলিপিকা
আগস্টের প্রতিদিন শ্রমজীবী মানুষের
আশার দীপিকা
বহু ঘাম— বহু রক্ত— বহু ক্ষমা ত্যাগের কাহিনী
পনের আগস্ট খুলে চোখে রাখে
সঞ্চয়ের সেই ঝুলিখানি
প্রতিটি আগস্ট ছাড়ে অসহ্য খুশির চিঠি
জরুরীর ছাপমারা প্রাণে
আগস্ট জানায় আর জেনে যায়
কতটুকু পারদের ওঠানামা আমাদের প্রাণে।
আগস্ট সন্ধানী বাতি আলো ফেলে
বুকে যেন ডুবুরী নামায়
চৈতন্য চাবুক হাতে বলিষ্ঠ আগস্ট আসে
অস্বস্তির ঘুম ভেঙে যায়।

মেরুদণ্ড দাও

মা, আমার দুঃখ হয় আমি কেন একটি স্বাধীন দেশের
স্বাধীন মানুষের মতো সূর্যের চোখে চোখ রেখে
মাথা উঁচু করে হেঁটে যেতে পারি না।
আমার দুঃখ হয় মা, আমি কেন প্রতিটি সুখের মতো
প্রতিটি দুঃখকেও ভাবতে পারি না
এ দুঃখ আমার
এ অপমান আমার
এ লাঞ্ছনাও আমার!
আমিই বিধাতা—
আমাকে দাও ছেনি বাটালি

আমাকে দাও একটি শক্ত কঠিন পাথর
আমি গড়ে নেবো কিছু কঠিন সুন্দর আত্মা আমার চোখের জলে
আমার প্রাণ ফাটানো অট্টহাসিতে
তারা শতাব্দীর ব্যথা ঝেড়ে
কেঁদে কঁকিয়ে উঠে বলবে
'ওগো অভিশপ্ত অহল্যার ঘুম কে ভাঙালো
রামচন্দ্র আমার'—

মা আমি কয়েকটি স্বাধীন আত্মার জন্ম দিতে চাই
যারা পাপে পুণ্যে উত্থানে পতনে হবে
সোজা একটি মেরুদণ্ডের অধিকারী
মাগো আমার দেহের মধ্যে একটি শক্ত সোজা
মেরুদণ্ড দাও।

আরাবল্লী

ভোরের আবছা আলোতে বিছানা থেকে
মাথা তুলেই জানালা দিয়ে দেখলাম
আরাবল্লী পাহাড়ে সমান্তরাল সারি সারি বৃক্ষ
এ মাথা থেকে ও মাথা
যুথবদ্ধ সৈনিকের মতো
কার সঙ্গে যুদ্ধের অপেক্ষায়
ডাল তুলে আছে মাথার উপর
কাল এ বাড়িতে আসার পথে দেখেছি
পাহাড়ের পায়ের নিচে আক্রমণ চলেছে
শত শত হাতে গাঁইতি কোদাল তুলে
খুবলে নিচ্ছে তার গায়ের মাংস
সাদা গেরুয়া পাথর
মানুষ বাড়ি বানাবে রাস্তা করবে
জয় সৌধ তুলে দেবে
গোলাপি জয়পুরের দিকে দিকে।

মানুষ বড়ো হতে চায় বিস্তার করতে চায়
অধিকার করে ছিনিয়ে নিতে চায় জল স্থল পর্বত
যুদ্ধ ঘোষণা শুরু হয়েছে নির্মম রুক্ষ বুকের তলায়
কোথাও কি এক ফোঁটা জলও নেই
পাহাড় তুমি ছত্রপতি শিবাজীর মতো
তোমার বিশাল কঠিন বুকে অস্ত্রাঘাত নিতে নিতে
চুরমার হয়ে যাবে
আগ্রাসী মানুষের উদ্ধত অস্ত্রলেখায় বর্ম ফেটে পড়বে
শিলাধূলা রুদ্ধ রোষ বেদনা
দিকে দিকে একবার প্রতিবাদে
সশব্দ হবে না পাহাড়
একবার বলে উঠবে না বারবার এ' দেশের স্বাধীনতা
বাঁচিয়েছি আমি
আগ্রাসী মোগলের শানিত নখর থেকে
বার বার বুক পেতে আমি রাজপুতানার সূর্যকে
তুলে ধরেছি
গর্বিত অশ্বারোহীর পদছন্দে সুখ তৃপ্ত হয়েছে
আমার বুক।
আমি এতদিন তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি শোভা
শিল্প সৌন্দর্য
আমার বুকে দুর্গ করে তোমরা
আকাশের বুকে তুলে ধরেছ জয় পতাকা
বিজয় গৌরব
জহরের আগুনের ধোঁয়া
আমিই তুলে ধরেছি রামধনু করে
আমাকে ছেড়ে তোমরা কোথায় থাকবে
পাহাড়, আবার এসে তোমার বৃক্ষরাজি
হয়তো আর দেখবো না
ক্ষত বিক্ষত দেহে, শহর নগর উদ্যান বিপণীকে
পথ ছেড়ে দিতে দিতে
তুমি রণক্লান্ত রাজপুত গৌরব
পশ্চাদপসারণ করে ক্রম অদৃশ্য হও।

কিছু কিছু

এমন অনেক মানুষ আছে বয়স যাদের ছুঁতে পারে না
এমন কিছু কথা আছে সময় যাদের পুরেনো করতে পারে না
কিছু কিছু দুঃখ আছে যা সুখের মতোই সকলের সঙ্গে ভাগ করা চলে
কিছু কিছু তাপ আছে যা মানুষের সকল পাপ ধুয়ে নিয়ে যায়
কিছু কিছু ঘটনা আছে যারা পোষাক পালটে
পৃথিবীতে বারবার আসে
কিছু কিছু সময় আছে যা খোল নলচে ঠিক রেখে
মানুষকে বার বার মৃত্যু থেকে নূতন জন্মে নিয়ে যায়।

কবি সলিলকৃষ্ণকে

একজন কবি কেমন সহজে হাওয়া হয়ে যায়
ভাবলেই বুকে বাতাস বয় অবিরল
একজন কবি কেমন সহজে বৃষ্টি হয়ে যায়
ভাবলেই চোখে নেমে আসে জল
একজন কবি কি সহজে মাটিতে মাটি
জলে জল হাওয়াতে হাওয়া—
অথচ এগুলোর সঙ্গে তার ছিল ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়
কত লুকোচুরি খেলা
দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা প্রেম অপ্রেম
লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে বক্র হাতছানি
বুকের ভিতর জলের ভিতরে
গভীরতর ভিতরে কিভাবে স্বর্গীয় মাছের খেলা
সাতরঙা গৃহ কাতরতা নিয়ে
স্বদেশ কিভাবে ছাড়ে কবি
আলো হাওয়া বৃষ্টির মায়ায়
দৃষ্টির সীমা থেকে নিসর্গে সরে গিয়ে
কি সহজে কবি হয়
স্বদেশ, স্বভূমি আর গানে ও অনাগতে
কাব্যের সহস্র প্রতীকে ছন্দোবদ্ধ ঘনিষ্ঠতম
ভাবলেই বুকে বাতাস বয় অবিরল।

সমুদ্রবন্ধন

একই বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে
একই রৌদ্রেতে এতদিন পুড়ে
একই জ্যোৎস্নায় সকলেই মিলে কখনো কি সবে
উষ্ণ হৃদয়ে কিছুই দেখিনি স্বপ্ন
ভালোবেসে আমি তোমাকে ডাকি নি
ভালোবেসে তুমি আমাকে ডাক নি
হাসি অভিমানে কখনো গড়ি নি জীবনের সুছন্দ
এক ঝড়ে তবে কেন মুছে যাবে নাম
দ্'জনে আমরা যে কথা লিখলাম
শিশুর মুখের অনাবিল হাসি মায়ের বুকের স্নেহ
লাঙলের ফলা মাটিকে চেরেনি
দায়ে টাঙ্কালে কখনো গড়েনি
প্রাণ-প্রাচুর্যে দোলানো বাতাসে সবুজ ধানের ক্ষেত্র
ঝড়েতে আমার ঘর ভেঙে গেছে
ঝড়েতে তোমার ঘর ভেঙে গেছে
চোখের আয়না ঘন সন্দেহে কুটিল অন্ধকার
তবু ঝড়ই কি বলো চিরদিন থাকে
সর্বনাশের প্রলয়ের ডাকে
চিরকাল সব উর্বরা ক্ষেত বন্ধ্যা বালিতে ঢাকে
হৃদয়ে হৃদয়ে এ মৃৎ-প্রাচীর।
সন্দেহে যারা গড়েছে
তারা কি জেনেছে জীবন জোয়ার
এখুনি আসবে— এসেছে।

তোমাকে ভাবলে

তোমাকে ভাবলে
কিশোরী কুমারী তেঁতুল লবণ
হাতে নিলে যেই কুলকুল করে
জল উঠে আসে সারা মুখ জুড়ে
সারা বুক জুড়ে সারা মুখ জুড়ে

কুলকুল করে জল উঠে আসে
তোমাকে ভাবলে
তোমাকে ভাবলে
পড়া ফেলে যেই পাঁচটি পাথরে
ফুলন খেলায় বড় কেউ এসে
ভ্রু ভঙ্গি করে কাছেতে দাঁড়ালে
ঠকাস ঠকাস পাঁচটি পাথর চুপ হয়ে
যায় বুক কেঁপে ওঠে গুরগুর করে
চোখ নেমে যায় মাটির গভীরে
তোমাকে ভাবলে
তোমাকে ভাবলে
পাঁচটি পাথর বুকের ভেতর ঠকাস ঠকাস
লাফালাফি করে কেউ এসে যদি কাছেতে
দাঁড়ালে দেখে যেন ফেলে বুক কেঁপে ওঠে
গুরগুর করে চোখ নেমে যায় মাটির গভীরে
তোমাকে ভাবলে
তোমাকে ভাবলে
ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করে স্নান শেষ করে
বিনুনীটা বেঁধে বই বুকে করে স্কুলে হেঁটে গিয়ে
তপ্ত দুপুরে পাঠ নিতে নিতে আচমকা কোন
ছুটির নোটিশে খুশিতে উধাও মনটা
যেমন অকারণ ওঠে চলকে চলকে
তোমাকে ভাবলে
তোমাকে ভাবলে
সুন্দর কোন জলছবি পেলে
থুতু দিয়ে এঁটে বইয়ের পাতায়
পড়া ভুলে গিয়ে বার বার দেখে
বারবার দেখে মুগ্ধ নয়ন
তোমাকে ভাবলে
তোমাকে ভাবলে
সুন্দর কোন জলছবি যেন বইয়ের পাতায়
চুমু দিয়ে এঁটে বারবার দেখে
বারবার দেখে মুগ্ধ নয়ন
তোমাকে ভাবলে
তোমাকে ভাবলে।

মোহনায় সমুদ্র-মিলনে

ব্যক্তিগত দুঃখ বলে তুমি নাক কুঁচকে সরে গেলে
সুচিক্কণ মেধাবী বিদ্রূপে
ব্যক্তিগত হলে যেন বড় বেশী অধঃপতনের রাস্তা
পাকা হয়ে যায়
ব্যক্তিগত দুঃখ কিছু জমে জমে বিদ্রোহ বানায়
পাহাড় ডিঙোবে বলে
ব্যক্তিগত কোন আগুন
মশালের সলিতা জ্বালায়
সকলকে নেবে বলে
তুমি কোন মেরুর শীতলতায়
চাতুর্যে বিশ্রাম খুঁজছো
ব্যক্তিগত দুঃখে আমি তোমাকে ভাসাব
সমষ্টির মোহনায়
সমুদ্র-মিলনে নিয়ে যাব বলে।

মহালয়া

মাগো তুমি এই বয়সে অনেক দেখেছো
তোমার গঙ্গাজুলি ডুরে শাড়ি
বারবার ছিঁড়ে গেছে
তোমার পরিপূর্ণ শঙ্খ বুকে আঁচড় কেটেছে আততায়ী
ছিন্নভিন্ন করেছে তোমাকে কতবার
তোমার কমণ্ডলু থেকে মন্দাকিনী
তবু অনিবার ঝরিয়েছ তুমি
হাজার সন্তান তুমি বাঁচিয়ে রেখেছ মাগো
সবুজ ঘাসের স্বপ্নে কতকাল— কতকাল
মৃত্যুর বীজাণু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে
রক্তস্রোতে ঢুকে পড়েও
তোমার আতস কাঁচে ধরা পড়ে
পিছু পা হেঁটেছে

পরমায়ু তোমার আরোই বেড়েছে
প্রাণদা শুভদা মাগো
সন্তান তোমার শিকল কাটার গান
শিখে নিয়ে রক্তের আলপনা দিয়ে সাজালো প্রাঙ্গন
তোমার সোনার বেদী
তোমার দুঃখের যবনিকা শেষ হয়ে
দেখো আজ কম্পমান
উজ্জ্বল সুন্দর সূর্য তেজী হেসে
কুর্ণিশ রাখছে
কোন বর্গী অশ্বখুরে দুপুরে গোধূলি নামিয়ে
বলবে না মাগো তোমার সোনার সংসার
তছনছ— তছনছ।
আপাদমস্তক হাসো— তোমাকে
সাজাবো আজ মুকুট কেয়ূরে
আর সেই গঙ্গাজলি ডুরে শাড়ি—
হীরের নাকছাবি
দুধে আলতায় পা দিয়ে উঠে যাবে
হাজার যোজনপথ হাওয়ায় ওড়াবো
আমার কলস্বর
স্বাধীনতা স্বাধীনতা
তুমি আমার সরু চালের ভাত
শঙ্খপরা হাত সোনার পিদিম আলো
তুলসীমঞ্চের পবিত্রতা।

বন কেটে বসত করি

বন কেটে বসত করি
বসত তুলে বন
উল্টোপাল্টা প্রহসনে
ঘুরছে এ' ভুবন।
বন কেটে শহর গড়ি
দালান পাকা বাড়ি

বন্ধ মনের অন্ধকারে
বনের সারি সারি।
লোকারণ্যে হায় কি ভীষণ
একলা ভয়ঙ্কর
বনের ঘরে মনের মানুষ
ভোলে আত্মপর।
গভীর বনে প্রাণের মানুষ
কাছে কাছে ঘোরে
বন কেটে বসত করি
মনের মানুষ দূরে।
সভ্য হয়ে গব্য ঘৃতে
মুখটি পালিশ করি
বন্যমনের এ' অরণ্যে
দেখাই বাহাদুরী।

খাঁচার ভেতরে পাখি জমজ চেহারা

বেটে সরু মোটা লম্বা মাঝারি খাঁচায়
আমরা সকলে বন্দী।
এতে কারো হাত নেই, না নিন্দে বাহবা
রূপ তৃষ্ণা তবু বৃথা কেন যে ঘোরায় ফেরায় পোড়ায় কেবলি
আমরা বৃথাই জ্বলি, ছাই হয়ে যাই।
ভ্রূ ধনু অথবা কোন চাঁপার আঙুল
বৃষস্কন্ধ সিংহকটি প্রসন্ন আনন
মরীচিকা হয়ে শুধু ইশারা দেখায়।
নিদ্রাহীন দীর্ঘরাত অবসন্ন শ্বাসে অপমৃত্যু আনে
তবুও আমরা রক্তাক্ত হৃদয়ে শুনি
কোন উর্বশীর চরণ মঞ্জীর।
হায়, খাঁচার ভেতরে পাখি যমজ চেহারা।

কবিতা আমার সময় অসময়

রচনাকাল ঃ ১৯৭৭-১৯৮৫

কিছু প্রলাপ

শরীর থেকে পুরোনো খোলসটা
খুলে পড়ে গেছে
সমুদ্র থেকে ওঠা কুমারী পৃথিবীর মতো
অনাঘ্রাত বাসনার ধূমকেতু জ্বালা বুকে নিয়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছি— এদিকে ওদিকে চতুর্দিকে।
তোমার চারদিকে কি কাঁটাতারের বেড়া?
যাতে পাগল, গরু বা ছাগল পদচিহ্ন ফেলে
তোমার সযত্ন পোষা প্রান্তর থেকে
কোন সবুজ কচি ঘাস খেতে পারে না কখনো?
মানুষের জন্য মানুষ কতো ঘৃণা নিয়ে
অনন্তকাল বেড়ায় বলো তো?
মুষ্ঠিবদ্ধ আঙুলের ফাঁকদিয়েও সময়, বসন্ত, চাঁদ
কি দারুণ নৈঃশব্দ গলে গলে
পড়ে যায় কৌতুক চাতুর্যে
তোমার বেড়ার কাছে কাঁটাগাছ বুনে দিও
আগামী বর্ষায় যেন মাথা তুলে
ঘনবদ্ধ হয়ে তারা উঠে যায় আকাশের দিকে।

কবিতা তোমার

কবিতা তোমার আরেক নাম কি ভালোবাসা
দুঃখ তোমার আরেক নাম কি নদী
দুটি ডানা মেলে উড়ে যায় সেকি আশা
বুকের কান্না দুঃখকে কেন বলো
সুখ সমুদ্রে নিয়ে যায় নিরবধি?

বন্ধুর চোখ সেই কি সূর্য আলো
করতলে রেখা সেই কি ভাগ্য লেখা
মিথ্যে স্বপ্ন তোমার নামই কি ভালো
স্পর্শের মাঝে না পেলেও কেন বলো
আনন্দ হয়ে সে প্রত্যহ দেয় দেখা।

মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নও দেখে

মানুষ তো মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নও দেখে
হঠাৎ মাঝরাতে গলা শুকিয়ে কাঠ
নাভি থেকে কুণ্ডলীকৃত অস্বস্তি, ভয়
অবাস্তব ছবি রাখে বুকে, চোখে, মুখে।
সমস্ত শরীর ঘামে— হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়।
আমাকে তেমনি ভাবো
দুঃস্বপ্ন ভূমিকম্প
বা অন্যকিছু।

অন্ধকার চারদিকের দেয়াল থেকে
কিছু গুমরানো কান্না
ভৌতিক নিঃশ্বাস ফেলে বুকে হাত রাখলে
আবু হোসেন কখনো বাদ্‌শাহ
কখনো আবু হোসেন
তার বেশি কিছু নয়।
স্বপ্ন কি দুঃস্বপ্ন
কিছুই টেকে না চিরকাল
দুঃস্বপ্ন দেখবে পাছে
তাই ভেবে বিছানায় যাবে নাকি আর।

অলৌকিক বৃষ্টি

একদিন— যদি একদিনের জন্য তোমাকে পেতাম
নির্জনে কোথাও
যে যাতনা-সমুদ্র শুষে অগস্ত্য হৃদয় বাক্সবন্দী
তার ভার ঢেলে দিতাম
তোমার দু'হাতে পায়ের পাতায় সমস্ত শরীরে।
যীশুখ্রীষ্টের মতো
পরের বেদনা তোমার সারা শরীরে কাঁটা হয়ে ফুটলে
অলৌকিক ভালোবাসার বৃষ্টি হতো সারারাত ধরে
হৃদয় অরণ্যে।

একদিন— যদি একদিনের জন্য তোমাকে পেতাম
নির্জনে কোথাও।
যে অবিশ্বাস বেদনার বিষফল গিলে
মুমূর্ষু নিস্তেজ সত্ত্বা
তার ভাগ দিলে
তুমি নীলকণ্ঠ বিষশূন্য করতে আমাকে
অবিশ্বাস্য বৃষ্টি হতো সারারাত ধরে
হৃদয় অরণ্যে।
একদিন— যদি একদিনের জন্য তোমাকে পেতাম
নির্জনে কোথাও।

সকালটা ভালো লাগে

আমার সকালটা খুব ভালোলাগে
দুধের বোতল হাতে ছেলেটাকে
ভোরের বাতাসে
দেবদূত বলে মনে হয়।
সারারাত অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে
দিগ্বিজয়ী আমি এক ক্লান্ত সৈনিক
শরীরে রক্তের ছিঁটে
ঠাণ্ডা বাতাস কেটে
রাজপথে আমার পায়ের শব্দ
যুদ্ধজয়ী ঘোড়ার মতো মৃদু অথচ দৃঢ়
যে যেখানে যায়
সবাই আলো নিয় যায় বুক পকেট ভরে।
হর্ষবর্ধনের মতো
সূর্য কোমল আলো আঙুলে বিলায়
ঘুমন্ত কুকুর
আর ক্লিনিকের বারান্দায় শুয়ে থাকা
রতিক্লান্ত দেহ পসারিণীর পবিত্র কপোলে।

খুন হয় অনন্ত যৌবন

বহুদিন আগে উত্তরাঞ্চলের এক যশস্বী জ্যোতিষী
রাশিচক্র পেতে বলেছিলো
মহাভারতের কুন্তি অথবা উর্বশীর মতো
অনন্তযৌবনা হবে আপনার সঙ্গিনী।
শয্যাসুখের কারকতা তার সর্বাঙ্গে।
কতদিন
ঠিক কতদিন আগে
দশ-কুড়ি-আঠারো-পঁচিশ
সেই থেকে
পায়ে পায়ে ঘোরা পোষা কুকুরের মতো
তোমার সঙ্গিনী তু করলেই তোমার পা পোষে।
ভুলে গেছো
তুমি সব দৈববাণী ভুলে গেছো
ভুলে গেছো বলেই
হঠাৎ মধ্যরাতে হিন্দী সিনেমার ভিলেনের মতো
তোমার তর্জনী থেকে নিঃশব্দ ট্রিগারে
খুন হয় অনন্ত যৌবন।
দীঘল কালো চুলের ফাঁকে
অবিশ্বাস, অনিদ্রা, দুঃশ্চিন্তা
জন্ম দেয় কিছু শ্বেত কেশগুচ্ছের।

তুমি আমার

মানুষ যদি চায়
ভগবানকেই পায়।
তুমিতো একখণ্ড রক্তমাংস, ঘাম অশ্রু
তার বেশি নয়— তুমি কোন ছার
তোমার কিসের অহঙ্কার
নিভৃত চীৎকার করে
যদি বলি তুমিই আমার

সাধ্য আছে কারো প্রতিকার
ঘাড় নাড়ো
যদি পারো
না হয়তো করো অঙ্গীকার।
হৃদয়েতে
নীরব চীৎকার
বহু ঋণে
তোমাকে নিয়েছি চিনে
তুমিতো আমার।

বিষপাত্র তুলে নেবো

দেখো তুমি এক হাঁটু জলেতে নেমেছো
আমি তোমার জন্য
ডুব জলে চলে যাবো।
তুমি যদি চাও
যে কোন শুক্তি এনে জীবন সাজাতে
যতো ক্ষতি, যতো হার হোক
যত ভার হোক
দু'হাতে সরিয়ে আমি
জীবন তোমার, ফুলেতে সাজাবো।
ইঞ্চি পরিমাণ কোন ক্ষতিকে তাড়াতে
বিষপাত্র তুলে নেবো
দেখো আমি তোমার জন্য
ডুবজলে চলে যাবো।

রক্ত এক ফোঁটা দিয়ে

আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সকলের কাছে গেছি
আত্মজনের সান্ত্বনার জল
দুঃখ আর অপমান
ছিন্নভিন্ন করেছে কেবল।
জাত গেল, পেটও ভরলো না
আত্মীয় আত্মীয়, সে কে?
রক্ত এক ফোঁটা দিয়ে
যুগিয়েছে বল
ভিক্ষাপাত্র করেছে উজ্জ্বল।

তোমার বাঁচার পথ সর্বদাই খোলা

তুমি ভেবো না
যদি মরে কখনো সে পথ জুড়ে
মরবে না।
তোমার বাঁচার পথ সর্বদাই খোলা।
একটা আঙুল তুলে
বিদায় দেখালে
চলে যাবে
তোমার পবিত্র বুকে অশ্রু ফেলে
বুক ভেজাবে না।
তোমার নখের কোণে
চুলের ডগায়
চোখ দিয়ে দাগ যদি ফেলে সে কখনো
ছেঁটে দিও
কিছু থাকবে না
তুমি ভেবো না।

অদৃশ্য সুতোর মতো

আমি কিছু চাই না
প্রেম অপ্রেম
কোন অপরিমেয় আশা
ইচ্ছে হয় অভিশাপ দিও মহা সর্বনাশা
অথবা ঘৃণা
আমি তাই নেবো।
আর তুমি চাইলে
আমি সব দেবো
আঠারো যদি না হোক পুরো ষোল আনা
অথবা আধুলি সিকিতে
যেমনটা চাও
না চাইলে কিছুই নিও না
তবু অদৃশ্য সুতোর মতো
একটা কিছু থাক
দু'হাতে জড়িয়ে— যদি ঘৃণা হয় ঘৃণাই
অভিশাপ হয় অভিশাপই।

ঠিকানা একটা ছিল

বিশ্বাস করো
কোন কিছু গোছগাছ ঠিকঠাক করে
আমি যাইনি তোমার কাছে
এই ভরদুপুরে।
ঠিকানা একটা ছিল
বহুদিন আগে— ভাঁজ করা কাগজে
প্রয়োজন হবে ভাবিনি
এখন হাতড়াতেই উঠে এসেছে
দু'আঙুলের ফাঁকে
এমন প্রকাশ্য মাঠে
সূর্যের আলোয় পৌঁছে

ডাকবো কি ডাকবো না ভাবতেই
অন্দরের দরজা খুলে গভীর অন্তঃপুরে।
বিশ্বাস করো
কোন কিছু গোছগাছ ঠিকঠাক করে
আমি যাইনি তোমার কাছে
এই ভরদুপুরে।

কাছে গিয়ে কাজ নেই

একটা আলতো চুমু
অথবা মুঠিতে দুটো হাত নিয়ে বুকে রাখলে
মুহূর্তে কি বজ্রপাত হবে?
সমুদ্র কি ছুটে আসবে উদ্দাম বন্যায় ঘরের ভিতর
মড়ক কোথাও হবে অথবা গুপ্ত রক্তপাত
আকাশের বুক থেকে তারা খসে যাবে অবিরত
তাই যদি হয়
কাছে গিয়ে কাজ নেই
গভীর অরণ্যে থাকে যে বৃক্ষ হৃদয়
তোমার মতন দীর্ঘ গম্ভীর সুন্দর
আমি তারই গায়ে
এঁকে দেবো আমার চুম্বন
দু হাতে জড়িয়ে আমি
কল্পনায় দেহ-গন্ধ নেবো
পৃথিবী, সময়, মন
নিশ্চিন্ত বৈরাগ্য ভরে পড়ে থাক
যে যার মতন।

উড়ে যাক পাপ

ভয় নেই এরা কাগুজে বাঘ, কামড়াবে না
কামড়ালেও দাগ রাখবে না জীবনে কোথাও
শব্দের অক্ষরে শুধু— চীৎকার
হেসেও ওড়াতে পারো।
শুধু দাপাদাপি,
কাগজে কাগজে ছয়লাপ।
তবু এক বাঘ;
বুকের খাঁচাকে খুলে,
দাঁতে নখে চোখে— হরদম
তোলে এক ভীষণ আলাপ!
পকেটে রাখলে পরে
যদি লাগে তাপ— অথবা সন্তাপ
তাকে তুমি ফেলে দিও ওয়েস্ট বাস্কেটে
উড়ে যাক পাপ!

বেঁচে যাক প্রাণে

হাসি মুখে একটু সরে যাও
যা বলে— বলুক।
লিখে যাক সাদা পাতা জুড়ে
তার মনে যা আছে— গরল
সরল আবেগে।
ছুঁড়ে দিক প্রাণ খুলে
যা আছে লুকোনো প্রেম।
তাও পথ পাক
তরল আগুনে।
বেঁচে যাক প্রাণে
বলো না কখনো— অস্বস্তি বা ঘৃণা হোক।
শুধু যাও শুনে।

সবাই বিধাতা

প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে
কলম উঁচিয়ে— সবাই তাক করে থাকে।
সবাই বিধাতা
পরীক্ষার হলে।
আমার শিক্ষার কথা— গুরুদেব
তোমাকে শোনাবো
সব তারা ডুবে গেলে
মূল্যায়ন— কার মূল্যদান
কত খানাখন্দ পার হয়ে নুনের সমুদ্রে চান করে
ফিটফাট হয়ে এসেছি
পরীক্ষার হলে
সে কথা সবাই ভুলে যান
কেন এ প্রহরা
মন যার যা চায় করুক
ভুল করে— ভুল পার হোক
অজানা প্রশ্নেরও যদি কোন পথে
পারে কেউ দিক সমাধান।
ভুল শোধরাবে বলে ধবধবে পাঞ্জাবি পরে যারা আসে
ভুলে তারা ডুবুডুবু
কলম উঁচিয়ে করে
কে কার আসান্।

কোন মাপ নেই

কবিতা আমার অস্ত্র
খুলে রাখি তাই
কচ্ করে মাথা কেটে কবিতা বানাই
রক্তে করি স্নান
গুপ্ত রশ্মি ফেলে দিলে
নিকষ আঁধার— মহা জ্যোতির্মান

উর্ধ্ব-অধঃ যেদিকেই চাই
যে পথে কবিতা যাবে
সব তুলে নেবে
বিচারের নিক্তি তুলে
কোন মাপ নেই।

এসেছি দেখেছি আর জয় করে গেছি

জানি তুমি কাকে ভালোবাস
কে তোমাকে
কিন্তু তাতেই কি হয়
হৃদয় মেশালে পরে
মিশে যায় নিশ্চিন্ত হৃদয়
আমি তো তস্কর নই, ভিখিরিও নই
হাত পেতে চেয়ে আমি নেব না কিছুই।
তছনছ করে
এসেছি, দেখেছি আর জয় করে গেছি
তুলে নিয়ে— আমার যা হয়।

বন্যা আসে প্রচণ্ড অন্যায়

কখনো বন্যার মতো ভালোবাসা আসে
সারারাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি জমে জমে
পাহাড়ি নদীতে ঢল।
চুলের ফিতার মতো ছড়া নদী
উদ্দাম ভাসানে
মুহূর্তে ডাকিনী সাজে
রক্তচক্ষু শাসন মানে না।
অগুনতি বালির বস্তা ঠেসে ঠেসে

রাত্রি জাগরণে
বাস্তুকার টেনে ছেঁড়ে চুল
কখনো বন্যার মতো ভালবাসা আসে
কখনো জীবনে আসে ভুল
কবে সে বক্তৃতামঞ্চে
কখনো সে রাজপথে হেঁটে চলে যায়
কবে সে বলেছে কথা
বসেছিল পাশে
সব জমে বন্যা আসে প্রচণ্ড অন্যায়।

হিসেবের কড়ি গুনে পাবে

কে যায় সমুদ্রে বলো দুঃখ নিতে
বিষ তুলে খায়
যে যায় সে খায়
কেন খায়
ভাবলে সান্ত্বনা পাবে
যতো দুঃখ যতো রাগ প্রাণে সয়ে যাবে
হিসেবের কড়ি গুনে পাবে
মৃত্যুকে কে চায় বলো
দু হাতে জড়াতে
উত্তপ্ত— জীবনটাকে— সবাই তো চায়
সেও তাই চায়
তবু সেও চায়
মরণের দ্বার ছুঁয়ে ঘাড় নুয়ে
তোমাকেই চায়
তবু ফিরে চায়
কেন চায়
ভাবলে সান্ত্বনা পাবে
রাগ যাবে দুঃখ যাবে
হিসেবের কড়ি গুনে পাবে।

সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত

ক্ষতি কি
ভালোবাসা তো কাউকে ছোট করে না
ভিখিরি করে না
কামনা না থাকলেই কাম প্রেম
প্রেম হেম।
তোমাকে যদি সিংহাসনে বসাই
তুমিই বিক্রমাদিত্য
আদিত্য এবং বিক্রমও।
তুমি ছোট হবে না
ভালোবাসার সিঁড়ি সোনা মোড়া
সে কাউকে নামায় না
তুলে ধরে আকাশের দিকে
আমার তো ছোট ঘর
এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে
শুধু তোমার কথা ভেবে ভেবেই
উঁচু-নিচু খেবড়ো পথ
সাড়ে সাত মাইল বুকে হেঁটে পৌঁছেছি
যেখানে, সেখানে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তের কণ্ঠস্বর।

ক্ষুধা সুধাময়

কে এসেছে কে ডেকেছে আগে
এটা গর্ব নয়
ভিতরে ভিতরে কবে নোনা ধরে হয়ে গেছো ক্ষয়
সেইটাই ভাবো।
যতই নির্বাক থাকো যতো করো ভয়
ভিতরে ভিতরে তবু হয়ে যায় ক্ষয়
পাষাণ হৃদয়।
কে এসেছে— কে ডেকেছে আগে
এটা গর্ব নয়

যতোই থাকো না মূক
মুখর হয়েছে কবে গোপন হৃদয়
সেইটাই ভাবো
কে এসেছে কে ডেকেছে আগে
এটা গর্ব নয়
নিস্পৃহ ভাণ ছেড়ে— দু'চোখে হয়েছে ভারী
ক্ষুধা সুধাময়
সেইটাই ভাবো।

আমি তোমার কালে জন্মাইনি

দুঃখ এই
আমি তোমার কালে জন্মাইনি
তুমিও আমার না।
সূর্য পৃথিবীকে
কয়েকবার পরিক্রমার আগে তুমি আসতে
তোমাকে পেতাম।
নয়তো সূর্য পৃথিবীকে কয়েকবার পরিক্রমার পরে আমি এলে
তোমাকে পেতাম।

দুঃখ এই
আমি তোমার কালে জন্মাইনি
তুমিও আমার না।
দুপুর চলে যাচ্ছে বিকেল নামছে
এইসব মুহূর্তগুলিতে, হেমন্তের অপরাহ্নে
আমার ভীষণ কান্না পায়
ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া
মার্বেল বা পুতুলটার কথা মনে হয়।
দুপুরে উঠে মায়ের জন্য কান্না
মিছিমিছি কিছুতেই থামে না
এই সময়গুলো যেন

ইংরাজী ফিল্মের সেই বৃষ্টির শব্দ
গর্তের মধ্যে
ঝরে পড়ছে টুপটাপ শব্দে
আবহ সঙ্গীত ছাড়াই।
বিষণ্ণ করুণ
এই মুহূর্তগুলিতে
আমার ভীষণ কান্না পায়।

তোমাকে দেখবো বলে

আজকে চলে যেতে পারছি
কাল তোমাকে দেখবো বলে
যাচ্ছি— যেতে পারছি
কাল আসবো বলে
আমাকে আনবে বলেই এ যাওয়া
যাওয়া আবার আসবো বলে
আজ চলে যেতে পারছি
পারছি কারণ
কাল তোমাকে দেখবো বলে।

পথ একটাই

আমার এখন একটাই পথ আছে
মরণ
যেভাবে দাবাগ্নির মত আগুন বাড়ছে দাউদাউ করে
কোন জল-পানিতেও থামবে না চাঁদ
সে আহুতি চায়
জীবন
তাই আমার একটাই পথ আছে শুধু একটাই
মরণ।

যাদুকর / ১

তুমি এক যাদুকর
তোমার আঙুলে আছে সঞ্জীবনী সুধা
অন্ধজনে আলো আর মৃতজনে
প্রাণ দিতে পারো
তুমি এক যাদুকর
তোমার চোখেতে আছে ক্ষুধা
হাজার বছর থেকে যে যৌবন
কেঁদে যায় নীল পিরামিডে
তাকে দেহ দিতে পারো।
তুমি এক যাদুকর
আশ্চর্য যাদুর নেশা যার হৃদয়েতে
ছুঁয়ে দিলে জুড়ে যায়
অন্তঃপুরে বন্দী তাকে যে ছিন্ন হৃদয়
তাকে প্রেম দিতে পারো
তুমি সেই যাদুকর
তোমার যাদুর ইচ্ছা
যাদুকাঠি ছুঁয়ে দিলে
ভালোবাসা ফুল হয়ে
ফুটে ওঠে সর্ব চরাচর
তোমার যাদুতে— তুমি সব পারো।

যাদুকর /২

তুমি সেই যাদুকর
তুমি ইচ্ছে করলে পারো
খালি হাতে কিছু ফুল, পাখি অথবা বাতাস থেকে
কিছু রঙিন তাস এনে দিতে
দুঃখ মুছে নিতে পারো
ঘাসের বুক থেকে
ফড়িংকে করতে পারো রঙিন
কোন ছিন্ন হৃদয় জুড়ে দিতে পারো
আশ্চর্য যাদুতে
নারীর চোখ থেকে বিষণ্ণতা তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে দিতে পারো কিছু ঐন্দ্রজালিক মায়া
আকাশের বুকে এঁকে দিতে পারো
রামধনু-রঙা ভালোবাসার ছবি
তুমি সেই যাদুকর
তুমি যাদু করলে সব পারো
তোমার যাদুই তোমার ইচ্ছা।

উস্‌কে রাখে পুরোনো আগুন

কখনো হাত রাখি
সতেজ বর্ধিত হয়ে ওঠা চারা গাছটির
মাথার ওপর
কখনো তরুণী ফুল বিচিত্র সুন্দর
ফুল দেখি পাখি দেখি প্রজাপতি দেখি
বাক্সের কোটর থেকে
পুজার বাহারী শাড়ি ছদ্মবেশ ধরে
স্টিরিওতে ধরা দেয় ভিনদেশ— স্বদেশ
সুরেলা সঙ্গীত গুপ্ত সমন্বয়
তবু পায়ের নিচের মাটি ঝুরঝুরে বালি
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস— একটু একটু করে মাটি সরে

সব ঠিকঠাক থাক
জানি অনেক পরামর্শদাতা
নিজ খরচে ভাড়াটে মোটরে এসে
জমায়েত হবে
তবু জ্বলন্ত শরীরে চিৎ হয়ে কিছুতেই আমি
শুয়ে থাকতে পারবো না
দাতব্য হাসপাতালের খাটে চিরদিন
উঠে হেঁটে চলে যাবো— সে হাত বাড়ালে।

বায়বীয় চিন্তার মতন

তোমার কি সব ঠিকঠাক ছবির মতন
যেখানে যেটা মানায়
সেখানে সেটা
যদি তা না হয়
কাগজপত্র আর সিগারেটের ছাইময়
এদিকে ওদিকে টুকরোটাকরা
প্লেট কাপ ঘড়ি শিশি বোতল রেডিও।
তবে তারই একপাশে স্থান দিও
বায়বীয় চিন্তার মতো স্থান জুড়ে থেকেও
অদৃশ্য যেমন
তেমনি থাকবো আমি
চোখ না পড়লেও
মাঝে মাঝে ফর্‌ফর্‌ শব্দ হবে
ছেঁড়া কোন টুকরো কাগজ লেখা
অসমাপ্ত প্লেটের মতন
শব্দ হলে প্লাস্টিকের ফুল-বুকে পেপারওয়েট
চেপে রেখে যখন তখন
চুপ করে থেকে যাবো— যেখানে মানায়।

মন থেকে পায় না নির্দেশ

হঠাৎ দরজা খুলে রাজপথে
যেমন চৈতন্য
প্রচণ্ড বিরাগে কোন বুদ্ধদেব
বোধিবৃক্ষ তলে
তেমনি গেল না কেন
কেন মন জ্বালাতন বকম্ বকম্ করে
গৃহবলিভুক এক ঘুমন্ত পায়রাকে।
পালক উসকে তার সুখ ঘুম
দফারফা
মূর্তিমান বিপদের হাত থেকে
ঘুরে যাবে— অথবা সে উড়ে যাবে
বুঝছে না— মন থেকে পায় নি নির্দেশ।

ভালোবাসা কালসাপ বুকের ভিতর

আগ্রাসী ঝড়ের মতো কবিতার জ্বর
মনের ওপর— চোখের ঘুমকে কেড়ে
মধ্যরাতে ঘড়ি পেটে রাত দ্বিপ্রহর
চোখেমুখে জ্বালা করে— বুকে নামে ঝড়
আমার সুখকে আমি ভুলে গেছি
কবিতাই সুখ— কবিতাই এখন আমার প্রচণ্ড অসুখ
মধ্যরাতে থেকে থেকে সর্বনাশা ঝড়ে কেঁপে ওঠে বুক।
আমি জানি, যাকে আমি ভালোবাসি
সেও ভালোবাসে— কোন এক ভালোবাসা যাকে দেবে ঘর
তবু আমার বুকের রক্তে অসহ্য কাঁপন তোলে কবিতার ঝড়।
কেন আমি এপথে এলাম যে পথে মরণ
যে পথে হাঁটলে পরে রক্তে ভেজে ছিন্নভিন্ন যুগল চরণ
স্বপ্ন কি দুঃস্বপ্ন হয়ে
সেই ডেকে গেছে— সে তুলেছে ঝড়, দুধ-কলা দিয়ে পুষি ভালবাসা
কালসাপ বুকের ভিতর।

কবিতা খেলা

এক

তোমার সঙ্গে আমার কবিতা খেলা
রাত ফুরোলেই নতুন সূর্য ওঠে
তোমার সঙ্গে আমার গোপন বলা
দিন ফুরোলেই আকাশে জোছ্না ফোটে।

দুই

ভেবে নাও না এ একটা খেলা
বাঁচতে গেলেই খেলতে হয়
খেললেই মন বাঁচে।
নয়তো সব জ্বলে যায়
আগুনের আঁচে।

ভিষক আমার যাজক আমার

দুঃখের গঙ্গা হয়ে যদি নামি
শিবের আশ্রয় ছাড়া কে আমায় ধারণ করতো
বিষ গিলে মৃত্যু হলো— ভিষক আমার
তুমি ছাড়া কান পেতে মর্ম থেকে কে বিষ ছানতো
রক্ত দিয়ে ছবি এঁকে কাকে বা দেখাবো
চক্ষুষ্মান অন্তর্যামী কোথায় এমন
জনারণ্যে ঘুরে ফিরে জনই দেখি
মনের মতন মন দেখি না কখনো
বুক খুলে এত সুখ পৃথিবীতে
বিবসন দগ্ধ বুকে স্নিগ্ধ হাত কে জানতো
এক কূল ভেঙে গেলে অন্য কূলে
গড়ে তোলা সুখের প্রাসাদ কে আর পারতো
হাত তুলে না দিলেও দিতে পারো

চোখ তুলে চাইলেই পূর্ণ চাঁদ
এমন আশ্রয় যদি পায় কেউ
ভিষক যাজক কিছু না হলেও জানো
বিস্বাদ জীবনে আনে ঘন স্বাদ।

যেখানে পায়ের মাটি সেখানেই স্থান

কোন্ ভগবান— কেন সে দেখায় স্বপ্ন
আচমকা প্লাবনে ভাসা ঘুমন্ত মনের হাতে
স্বপ্নাদ্য মাদুলি 'ওঠো বাঁচো'
তোমার জিনিস তুমি বুঝে নিয়ে হও সাবধান
মানুষই তো ভাঙে গড়ে— মিনার গম্বুজ ভেঙে
মরণের পার থেকে ফিরে এসে বস্তুহীন
যেখানে পায়ের মাটি সেখানেই স্থান।
আশ্চর্য স্বপ্নের মাঝে ফিরে পাওয়া প্রাণ
আকাশের বুক থেকে
মনগড়া শাস্ত্র এনে বানানো বিধান
এত শক্তিমান
ঘুমঘোরে স্বপ্নাবিষ্ট
যেখানেই হাত রাখি ছুঁয়ে ফেলি
ফিরে যা ফিরে যা বলে কত কাঁদি
কোথাও তো নেই পরিত্রাণ।
অন্ধের যষ্টির মতো
সে আমার মন
অবিশ্বাসে বিক্রি হওয়া সপ্ত স্বর্গ দূরে ফেলে
যেখানে আশ্রয়— সেই তো ভুবন।

আশ্চর্য প্রদীপের মতো বুকের গহ্বরে

শোনো বিশ্বাস করো আর নাই করো
একটা গল্প বলি
তুমি তো আমারই ছিলে
আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো বুকের গহ্বরে
সেই শয়তান যাদুকরটা এসে
আত্মীয়তার ভান করে আমাকে অন্ধকারে ঠেলে দিতেই
পাষাণে বুক দিয়ে কান্নায় যেমনি আকুল অমনি
দৈত্যটা বেরিয়ে এসে বললো অন্ধকারকে ভয় কি
প্রদীপ তো তোমারই হাতে
আমি বুক চিরে রক্ত দিয়ে প্রদীপ জ্বাললাম
আমার সুখের বাতি জ্বলে উঠলো
তোমাকে পেলাম।

কোন হাত নেই

'যাও' বললেই ফিরে যাওয়া যায়
তুমি যেতে পারো নিশ্চিন্ত আশ্রয় বলে
মাতৃগর্ভে ফের। নবজন্ম নিয়ে পাখি ডিমে
তোমারওতো বাধা পদে পদে সংগ্রাম যন্ত্রণা
কতো কিছু ক্লেশ। মাতৃগর্ভ বড়ো স্নেহাশ্রয়
আকাশেতে ঝঞ্ঝা নামে ক্ষণে ক্ষণে
রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় আসে পাখির জীবনে
পৃথিবীকে বলো না দু'পাক ফের
উল্টো ঘুরে যাক— বড়ো ভালো হবে
সম্ভব এগুলো
উচিত তো কত কিছু— উচিতকে মানে
সাজানো বাগান বলো চিরকাল সাজানো কি থাকে
সে তো ছবি নয়। ফুল ঝরে পাতা পড়ে— না চাইলেও
চলিষ্ণু সময় বর্ণালী স্বাক্ষর রাখে জীবনের ফ্রেমে
কোন হাত নেই।

প্রয়োজন নেই

দলিল না থাকলে অধিকার পাওয়া হয় না
লোকে তাই বলে
আমার দলিল স্বোপার্জিত— দানপত্র নয়
কেমন পুরোনো দেখলে তো
তোমার হাতের সই টিকিট সবই তুলে রেখেছি বাক্সে
এতদিন বহু যত্ন করে
দখল নেবে বলে নয়— দখল ছিলো বলে
নতুন করে কিছু করার নেই— শুধু ঢ্যাঢরা পেটানো
লোককে নয়— তোমার জমি— তোমাকেই জানানো।
তুমি হাত বাড়িয়ে কি দেবে
আমি হাত পেতে কি নেবো
দেখছো না ভয়হীন লজ্জাহীন ঘৃণাহীন
কেমন এসেছি এসে যাই নিজের জমিতে
'আসবো' বলে অপেক্ষা রাখি না
একটি হাতের কাছে আর একটি হাত কোনদিন
প্রশ্ন রাখে না আমরা কি এক দেহে
হাতে হাত রাখবো কি রাখবো না
প্রয়োজন নেই।

আবিষ্কার

রূপকথা রূপকথা বলে লোকে চিৎকার করে
রূপকথা গড়ছে পড়ছে চারপাশে লক্ষ্যই রাখে না
সোনার গাছে হীরের ফুল ভালোবাসা খুঁজতে গিয়ে
নরম কত হৃদয় পাষাণ হয়ে এদিক সেদিক
গড়াগড়ি। হৃদয় ফেলে ভাঙাচোরা দেহেই
সারা পৃথিবী খুঁজলাম। মনের মতে রাজপুত্র
খুঁজে পেলাম অনেক দেরিতে চায়ের টেবিলে
রাক্ষস বনের মন্ত্রগুপ্তি ছাড়াই

তার প্রত্যেকটি অক্ষরের ছিটে শান্তির জল
অনেকের সঙ্গে আমার পাষাণ হৃদয়েরও
মুক্তি হলো— রক্তে শিরায় ধমনীতে।

বড়ো অসময় সুসময় এনে দেয়

এমন অদ্ভুত কথা, না শুনি না দেখি
মাঝে মাঝে পৃথিবীর গতিপথও চমকিত হয়
আমি কি দু'হাতে পারি সূর্যকে ফেরাতে
নতুন কাহিনী দিয়ে রূপকথা রক্তে সৃষ্টি করি
বড়ো অসময়
সুসময় এনে দেয় ছায়াপথ জুড়ে
কক্ষচ্যুত নক্ষত্রই জ্বলে উঠি মরণ আলোকে
ছাই ঝরে ঝরে তবু রেখে যায় আনন্দ বিস্ময়
সর্বনাশে ডুবে গিয়ে
নব জন্ম ইতিহাসে স্বপ্ন সাক্ষী রেখে যায়
তুলনীয় স্মৃতি থেকে কিছু দিতে গিয়ে হার মানি।

লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থ জীবনে

গোয়াল ভর্তি গরু, পুকুর ভর্তি মাছ
গোলা ভরা ধানে তোমার সংসার উথলে উঠবে
কড়াই ভর্তি উথ্‌লানো দুধের সাদা ফেনার মতো
লক্ষ্মীর প্রসাদে।
অতিথি ভিখারীকে যা দেবে হাত বাড়িয়েই দাও
সীমানার ওপার থেকে সংস্কৃত সংযমে
আচার ভেঙো না।
তবু কেউ যদি এসে যায় ভুল করে পায়ে পায়ে

দাগ ফেলে নিকোনো উঠোনে
চলে যাবে।
ভয় নেই অভাবীরা বড়ো অভিমানী হয়।
তোমার বৌয়ের হাত পদ্মলতা পিঠুলির জলে
আল্পনা ঢেকে দিয়ে দেবে
মসৃণ কল্যাণে।
ছোটখাটো উৎপাত জীবনের আঙিনায়
সংসার সাজালে এসে যায়।
তাড়িয়ে দিও না
এরাই গৌরব— লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থ জীবনে।

লক্ষ জনতার ভিড়ে মিশে

আশ্চর্য!
সত্যি কি ভুলেছো তুমি
একটুও মনে কি পড়ে না!
আগরতলা শহরের
লক্ষ জনতার এই প্রভাতী ও সান্ধ্য ভিড়ে
একজন তোমার কি নিদারুণ চেনা
দুরন্ত পোষাকে ঘোরে সুনিপুণ মুখে
রাজেন্দ্রাণী চোখ রাখে ঘন বেচাকেনা
ভিখারিণী আর চোখ অভিমান মেঘ
বর্ষণ জমিয়ে খোঁজে জীবনের দেনা।
একটুও মনে কি পড়ে না
এতই কঠিন কাজ
ফুটে ওঠা ভিড়ে
ডুমুরের ফুল কোন আবিষ্কৃত হয়ে গেলে
উপোসিনী কোন এক দৃষ্টির গভীরে।
ফুল হলে
ফুল হলে ভুল করে
তারা হলে সন্ধ্যার তিমিরে

ভুল করে
খেয়ালের বশে
লক্ষ জনতার ভিড়ে মেশে।
ভয় নেই
অপ্রস্তুত চোখ দুটি চোখেতে রেখো না
না চাইলে কোনদিন চিনবে না হেসে
শুধু মাঝে মাঝে এসে
লক্ষ জনতার ভিড়ে যেও তুমি মিশে।

বড়ো সুখে

বড়ো সুখে বুকে দুঃখের বাগান বসিয়েছি
দুঃখের বীজ ফুটে এখন চারাগাছ
জানি একদিন মহীরূহ হবে।
তবু সুখ
দুঃখই সুখ
সুখেই ছিলাম আছি কি নেই না জেনেই
কোথায় আছি কতটুকু না জেনেই
দুঃখ আমাকে মাটি দেখিয়েছে
মেঘ দেখিয়েছে বীজ দেখিয়েছে
আকাশ থেকে নেমে
বুকে দুঃখের বীজ-বাগান বসিয়েছি
বড়ো সুখে।

ত্রিপুরা আমার

সময় এগিয়ে গেছে উজানী বাতাসে পথ ঠেলে ঠেলে
লুঙা আর পাহাড়ের বুক বেয়ে
একশ এক ডুম্বুরপ্রপাত দুধের ফেনার মতো
গর্জিত নর্তনে সময়কে নিয়ে গেছে গোমতী রেখায়।
আমি শুধু বসে আছি বিক্ষুব্ধ পাহাড় নিয়ে
ধানকাটা মাঠ আর বিপন্ন স্মৃতির কোলে
ঊর্ণনাভ স্বপ্নবন্ধে শিশুর দোলায়।
চৈতালী বাতাস কিছু ঘূর্ণিপাক তুলে
তাপিত জুমের আবেশে ধুঁইয়ে ওঠে চরাচর আচ্ছন্ন ধূলায়।
আমাকে ডেকেছে কেউ? আমাকে কি ডেকেছিল কেউ?
বিকেল ক্রমেই নামে অরণ্যলতায় নিয়ে বিষগন্ধী বুনো হাওয়া
অবিজ্ঞাপিত কোন চৈতন্য আচ্ছন্ন করা কটুগন্ধ ফুলের সুবাস
আমাকে চিনিয়েছিল কেউ
আমি কার অপেক্ষায় দূরের পাহাড়ে কেউ
প্রার্থিত আত্মাকে ডাকে কেমন আদিম এক একটানা সুরে
রেশ তার জোয়ার ভাঁটার মতো ভয় নাকি সবিস্ময়
আমার দু'কাঁধ বেয়ে পায়ের পাতায় ইশারার নদী
পাহাড়ি হাটও ভাঙে বুক চাপা অন্ধকার ভিজে ভিজে
বাঁকাচোরা পথে নাচে নামে আর ওঠে
বাঁশের মাথায় কিছু ইতস্তত আগুনের কণা
কিছু আলোকের ঢেউ
আমাকে কি ডেকেছিল— আমাকে কি ডেকেছিল কেউ।
আমি তো বসেই আছি যাব বলে
হাতকে বলেছি কত, হাত তুমি হাত হও
তর্জনীতে এঁকে নাও পদ্মচিহ্ন
পা-কে বলেছি, তুমি চলমান সমুদ্রের গান শুনে অগ্রসর হও
সবাই এগিয়ে গেছে আমি একা ঘুমে
শস্যপূর্ণা পৃথিবীর আহ্লাদী স্বপ্নের চুলে
কার্পাসের গুটি ফেটে সমস্ত আকাশ জুড়ে
ছড়ানো ছেটানো তূলা।
আমি কি আচ্ছন্ন ঘুমে
সবাই কি চলে গেছে
আমাকে কি ডাকেই নি কেউ।

দর্শন

একান্ত সখির মতো মুখে মুখ বুকে বুক
তুমি কি দেখালে আয়না
একগাছি পাকা চুল। সাদা কি সকল রঙ আত্মসাৎ করে
যন্ত্রণাকে স্নেহে ঢেকে দেয়
সব ভুল সব কিছু পাওয়া না পাওয়া
সকল চীৎকার শেষ— এই দেহ এই দাহ
হামাগুড়ি দিয়ে সোনার পর্বতে ওঠা
বুক মুখ ছড়ে গিয়ে নিষ্ঠুর শীতল আর্ত
বরফের চূড়া।

চাইব কাহার কাছে

এটা কাহার ওটা কাহার
শুনছি এখন যাহার যাহার
এমন হৃদয় আছে কাহার
চাইব যাহার কাছে
মাঠ পেরোলেই নদী পাহাড়
তুমি আমি সারির বাহার
এক পথেতে হেঁটে গিয়েও
পৌঁছোই না কাছে।
এটা কাহার ওটা কাহার
শুনছি এখন যাহার যাহার
এমন হৃদয় আছে কাহার
চাইব যাহার কাছে
এক বোঁচকায় বেঁধে রাখো
ভিক্ষের চালগুলি

পুঁটলি করে বাঁধো ভিন্ন
মিলিয়ে নিও তন্ন তন্ন
এক গোয়ালে হোক না বাঁধা
রঙের গায়েই চিহ্ন
ডাকুক শত একই ডাকে
থাকুক পাশাপাশি
তবু এটা কাহার ওটা কাহার
শুনছি এখন যাহার যাহার
এমন হৃদয় আছে কাহার
চাইব যাহার কাছে।

হৃদয়

হৃদয় কি মাংসল শুধু
অসংখ্য কক্ষ কি তাতে নেই
তেলের কৌটোর মত
একবার উপুড় হলেই নিঃশেষ হয়ে যায়
হৃদয় তো অন্য কিছু
এখানে অনেক আমন্ত্রণ
চাইলে ভাঁড়ার বাড়ে
মন না দিলেও কেউ
অকস্মাৎ মন যেন কাড়ে।

আমার রক্তের রোখে

মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে
তোমার ফুল বাগানে আগুন ধরিয়ে দিই
দারোয়ান দুটোকে টেনে বার করে এনে বলি
ওহে রাস্তা দাও
আমার কিছু পাওনা ছিল ওর কাছে
চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়ে বেড়ে সেটা এখন পর্বত প্রমাণ
এক খাতায় লেখানো নাম কেটে নিয়ে
ও সটকে পড়েছে একদিন রাতারাতি
রাস্তা দাও
আমরা আবার ফিরে যাব পুরোনো সুখ দুঃখ অভাবের দিনে
জানি তুমি শক্ত ইঁটের দেয়ালে
অন্দরের গোপন কক্ষে থাকো
বাইরে এলেই ভয়ে সিল্কের রুমাল নামাও না চোখ থেকে
জানি আমার চোখের দিকে তাকালেই
তোমার মনে পড়বে
সেই বৃষ্টি, ভূমিকম্প এবং খরার দিনের কথা
ভীষণভাবে মনে পড়বে
দেয়াল ধসে পড়বে, চৌচির হবে বুকের ছাতি
আমার চোখের তাপে
তোমার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে অকস্মাৎ
অকস্মাৎ আগুন জ্বলে উঠবে
সেই আগুন যা কিছু আলাদা করে বাঁচায় না
পুরোনো রাস্তায় হাঁটলেই
চোখে চোখ পড়লেই
আমরা আবার সমান সমান
এক খাতায় নাম উঠবে পাশাপাশি
শুধু ততদিন
ততদিন ফুল ফুটুক বাগানে
দারোয়ান গোঁফ মুচড়ে পাহারা দিক
রঙিন পর্দা ঝুলুক উত্তুরে বাতাসে
কিন্তু একদিন— কোন একদিন
দুর্ভাগ্য, দুঃস্বপ্ন এবং উত্তুরে হাওয়াকে জয় ক'রে
আমার রক্তের জেদ সমতা আনবেই।

ধ্রুপদী আলাপ

হৃদয়েব ভালোবাসা সে তো কিছু
ব্যক্তিগত সেতারের তার
ভালোবাসা মানেই তো কিছু অত্যাচার
কারো আঙুলের ঘায়ে কিছু মেঘ ঝরে পড়ে
কারো আঙুলের তাপে বুকে কাঁপে রোদের ঝংকার
হৃদয়কে মেলে দিয়ে বসে থাকি তারই খোঁজে
যে আঙুলে ভালোবাসা শুদ্ধ অঙ্গীকার
হৃদয়ের ভালবাসা যাকে নেয়
তাকে দেয় ক্ষমা মাখা ব্যক্তিগত হৃদয়ের তাপ
মেঘ রোদ বুকে নিয়ে হৃদয় সেতারে তাই
ভালোবাসা অপরূপ সুর এক
ধ্রুপদী আলাপ।

ওরা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে

ওরা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ছদ্মকোপে
বিদ্রোহ বানাতে ব্যস্ত ছিল
আমি ডেকে প্রাথমিক পরীক্ষা করে
তাদের বুকের খাঁজে একমুঠো ভালোবাসার বীজাণু
কোথাও পেলাম না।
ওরা মশাল জ্বালিয়ে ঘাম ফেলে
প্রতিবাদের মিছিলে যেতে ব্যস্ত ছিল
আমি কাছে গিয়ে দেখি তাদের হৃদয়ে
কৃপণতা আটকে আছে এঁটুলির মতো
পা দিয়ে সরিয়ে গেল মৃতবৎ কুকুর ও মানুষ
হাসপাতালের রিকশ খুঁজে দিতে ছোট মেয়েটি
ওদের ডেকে কাউকে পেলো না
ওরা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বিদ্রোহ বানাতে ব্যস্ত ছিল
আমি ডেকে প্রাথমিক পরীক্ষা করে
তাদের বুকের খাঁজে একমুঠো ভালবাসার বীজাণু
কোথাও পেলাম না।

যক্ষের প্রহরা

এক শীতে মেলা থেকে কিনে আনা
যে চুলের কাঁটা তুমি খুলে নিয়ে গেছো চুল থেকে
এমনি খেয়ালে
তার কথা কবে ভুলে গেছ
সে এখন বুকের পাঁজরে
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে নড়লেই ব্যথা তোলে বুকে।
অনন্ত বন্ধন তার মুক্তি যেন কোনকালে নেই
আঙুল রেখেছে তুলে
কন্টক শাসনে তার প্রতিক্ষণ যক্ষের প্রহরা
ভুলেও কখনো যেন তাকে আর
ভুলতে না পারি।

অজান্তে

কেউ দেখলো না জল দাও বলে হাত বাড়াতেই
অন্তঃসলিলা নদী তুমি বুক চিরে
কেমন স্নেহেতে তৃষ্ণা মেটালে আমার
কেউ বুঝলো না।
কী নিদারুণ ঔদাসীন্যের আড়ালে তুমি
গোপন মন্ত্রোচ্চারণে আমার মৃতদেহে
আত্মা ফিরিয়ে দিলে
কেউ শুনলো না।
উচ্চারণহীন নিঃশব্দে ভালোবাসায় তুমি আমার
শুষ্ক জীবনে জলপ্রপাত বইয়ে দিলে
কেউ জানলো না.
কী বিপ্লব ঘটে গেল আমার ভেতরে
আমি কোনদিন বলতে পারবো না
তুমি আমার সেই নদী— তুমিই আমার জীবন
কোনদিন শব্দ করে বলবো না
তুমি সেই ভালোবাসা তুমি আমার মরণ

কোনদিন বলতে পারবো না
আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম
তুমি আমাকে খুঁজে এনেছো
আমি হাত বাড়ালে তোমাকে কোনদিন পাবো না
তুমি শুধু আমার এক অন্তহীন গোপন বিস্মরণ।

এই দুঃখ কাউকে দিয়ো না

একটি সমুদ্র আমি মুঠোয় ধরেছি
একটি আকাশ আমি আঁচলে ঢেকেছি
একটি রাবণ চিতা বুকেতে জ্বেলেছি
এই দুঃখ কাউকে দিয়ো না।
গাছ হলে মরে যাবে
ফুল হলে ঝরে যাবে
পাথর আমাকে শুধু দাও
এই দুঃখ কাউকে দিয়ো না।

তুমি যে আকাশেই থাকো

তুমি যে আকাশেই থাকো
আমার জ্যোৎস্না অনির্বাণ
আমার মোটর ছুটে চলেছে
হেডলাইট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, অন্ধকার লতাপাতা
অন্ধকার পথচারী মানুষ অন্ধকার
এ রাস্তায় কবে যেন তুমি আমি গেছি একদিন
সভা থেকে পাওয়া বকুল ফুলের মালা
প্রাচীন স্বভাবে এখনো ভীরু গন্ধ ছাড়ে
ব্যাগের ফোঁকর থেকে ভয়ে ভয়ে
বিশ্রী রকম সেন্টিমেন্টাল করে তুলেছে আমাকে

এসব কথা ভুলে যাওয়াই ভালো
বিশেষত যে স্মৃতি অবান্তর তোমার অস্বস্তিতে ভরা
অন্ধকারের শ্লেটে স্মৃতির আঙুল ফোটাচ্ছে
তোমার চোখ মুখ উষ্ণ কোল
তাতে সমর্পিত অবনত অশ্রুসিক্ত মুখ
সমস্ত হৃদয় মন অবশ করে
আজ আকাশে চাঁদ নেই
অন্ধকার মুছে মুছে হেডলাইট ছুঁয়ে যাচ্ছে
রাস্তাঘাট অন্ধকার লতাপাতা অন্ধকার
পথচারী মানুষ অন্ধকার
তুমি যে আকাশেই থাকো
আমার হৃদয়ে জ্যোৎস্না অনির্বাণ।

নির্বেদ গভীর এক জলোচ্ছ্বাস

কাকে রেখে কাকে ছাড়ি সুখ ও বিষাদ
প্রাণভীতা হরিণীর চোখেতে অরণ্য স্বপ্ন
হাতে তীর বিষাক্ত উল্লাসে হাসে যে নিষাদ
তাকে—
না স্মৃতির মার্বেলে গাঁথা তাজমহলের মতো
সুখ নামী কোন এক স্মারক স্বপ্নকে
কাকে
সকলকে বুকে রেখে যন্ত্রণার জলতরঙ্গ
টুং টাং বেজে বেজে
একদিন যেখানে থামবে অবশেষে সেখানে জীবন
ক্ষয়ে যাওয়া অবশিষ্ট পাথরের বুকের উপরে
নির্বেদ গভীর এক জলোচ্ছ্বাস গভীর মরণ।

ডুম্বুরে যাবো না

আমি আর কোন দিন ডুম্বুরে যাবো না
কোন এক শীতে সেখানে গিয়ে
দুর্লভ সুখকে আমি হারিয়ে এসেছি
কোন এক শীতে সেখানে গিয়ে দুঃসহ দুঃখকে
আমি কুড়িয়ে এনেছি
আমি আর কোনদিন ডুম্বুরে যাবো না।

কবিতাপাঠও চলে

মধ্যরাতে চুরি হয় পুকুর
আনুগত্য কাঁঠালের আমসত্ত্ব
বিক্রি হয় জলের দরে
মানুষ ছেলের হাতের ফানুস
ফুস করে উড়ে যায় আকাশে
চমৎকার ছাই হয়।
মানুষের চাকে কিছু গুঞ্জরণ বাড়ে
ফলাফল মিটিং সিটিং ইটিং
সুখ বেটা হতচ্ছাড়া বহুদিন বাড়িছাড়া
অ্যাবসকণ্ডেড আনমাইণ্ডফুল
শান্তি পলাতক বেধড়ক পিটুনিতে
মারা গেছে কিনা কে জানে
এরই মধ্যে সব চলে
এমন কি কবিতাপাঠও।

দুজনেই ঘরবন্দী

আমি আজকাল আর আলাদা করে কবিতাকে পাই না
কবিতা এখন আমার ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিয়েছে
আমি কবিতার কবিতা আমার
যেমন আকাশ সমুদ্রে মেশামেশি
কে কতটা নীল কে বায়ু কে জল
আমি চীৎকার দিয়ে কবিতাকে ডাকি কবিতা আমাকে
এই বেরিয়ে আয় ছবি থেকে ছায়া থেকে ভাষা থেকে
রক্ত থেকে ঘাম থেকে প্রেম থেকে অপ্রেম থেকে
বেরিয়ে আয় বেরিয়ে আয়
সন্দেহ বেদনা মৃত্যু জীবন থেকে
সংগ্রাম থেকে চেতনা থেকে বেরিয়ে আয়
কবিতা ঘর খুঁজে পেয়েছে আমাতে আমি কবিতাতে
পাথরের মতো বুক চেপে কবিতা আমার বুক বন্দী
এক বুক কবিতার মুক্তি বুক থেকে মুখে মুখ থেকে চোখে
পাঠক দু'চোখে পড়ে শিলালিপি পাঠোদ্ধার করে অহল্যাকে মুক্তি দাও
আলাদা করে আজকাল আমার আর কবিতা লেখা হয় না
কারণ কবিতা ঘর খুঁজে পেয়েছে আমাতে আমি কবিতাতে
দুজনেই ঘরবন্দী।

পরপুরুষ

আমি বলি ঠাকুর আমার বুকে ধূপের গন্ধ দাও
প্রত্যুত্তরে ভেসে ওঠে এক পরপুরুষের ছবি
সে পর তাতে ভুল নেই
সে পুরুষ তাতে ভুল নেই
আমি বলি ঠাকুর আমার বুকে চাঁদের জোছনা দাও
প্রত্যুত্তরে ভেসে ওঠে চাঁদ তাতে গ্রহণ লেগেছে ঘন কালো
সে চাঁদ তাতে ভুল নেই
চাঁদে গ্রহণ লেগেছে তাতে ভুল নেই।

কোলাজ

বড়ো নিখুঁত মরণ ছিলো নারীটির
কার্বন শরীর নীলকণ্ঠ
গ্রীসীয় গ্রীবার বৃত্তে জড়ানো সাপের ফণা
উদ্যত ছোবলে দড়ি হয়ে শেষ যবনিকা
টেনেছে ইজেলে নির্ভুল হিসাবে
লবণাক্ত রত্নাকরে সিক্ত বেলাভূমি
পাখিদের ওড়াউড়ি ভালবাসা
মুদ্রিত চোখের অ্যালবামে বন্ধ করে
প্রশান্তি টেনেছে ঘন নরম পল্লবে
শিলীভূত ওষ্ঠাধরে অভিমান অভিযোগ
স্তব্ধ হয়ে বাঁকা রেখা
বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা তৃতীয়ার চাঁদ
সহস্র চুলের লতা দেবদেউলের গায়ে
অজন্তা ইলোরা মোহে বিস্তারিত
পিঠ বেয়ে মাটির সন্ধানী মুখ
আগামী তামাটে গ্রীষ্মে
খনিজ মাটির বুকে মূল মেলে দিয়ে
পত্রপুষ্প হবে
রক্ত-লাল সিঁথিতে বিলানো
শেষ বিন্দু ছুঁইয়ে দিয়েছে অনাদরে
আনত নিঃসাড় হাতে তুষার হাড়ের শাখা
হিমেল বিদায়
পা ছোঁয়নি মাটি তার
যুগ্মপদ্ম উত্তপ্ত সায়রে অনেক হেঁটেছে
আর হাঁটবে না
অমৃত দুধের ভাণ্ড ফিরায়ে নিয়েছে নারী
সুবাস নিয়েছে ফিরে বুকে
মুদ্রিত গোলাপ যেন দিনশেষে
নিষ্ঠুর গন্ধকে শ্বাসভারি
ফিরে গেছে
যতটুকু দ্রুত লয়ে ফুটেছিল
রাজকীয় মহিমায় ইস্পাত উদ্যানে।

কিছু স্বগতোক্তি ঃ কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ

রচনাকাল ঃ ১৯৭৮-১৯৮০

মন্দির মঞ্জিল তালাও দো আঁখোসে
ম্যাঁয়নে সব কুছ দেখা
আঁখ তো সাথ হী লে গয়ী থি
লেকিন দিলসে ম্যাঁয়নে কুছ নহী দেখা
দিল তো তুমহারে পাস হী থা
ওয় তো ম্যাঁয় লে যানা ভি ভুল গয়ী থি।

মন্দির মঞ্জিল ঝিল দ'ুচোখে
সবকিছু দেখে এসেছি
চোখ তো সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিলাম
কিন্তু মন দিয়ে আমি কিছু দেখি নি কারণ
মন তোমার কাছেই ছিল
ওটা আমি নিতেই ভুলে গিয়েছিলাম।

লোগো নে মুঝে মাঙ্গা বহত কুছ
ম্যাঁয়নে ভি দিয়া সব কুছ দিল খোলকর
জো দেনা থা
পর ম্যায় হি রহ গই অকেলি
কিঁউ কি মুঝে কিসিনে না চাহা।

অনেকেই আমার কাছে অনেক কিছু চাইলো
আমি আমার যা ছিল সব মন খুলে দিয়ে দিলাম
কিন্তু আমিই পড়ে রইলাম
কারণ আমাকে আর কেউ চাইলো না
দুনিয়ামে তো গম এহি এক হ্যায়
ন ম্যায় কিসিকি ন কোই মেরা।

পৃথিবীতে দুঃখ একটাই
না আমি কারো না কেউ আমার।

দুনিয়া কেয়া চাহে জিন্দগী ভর ম্যায়নে দেখা
মেরে চাহত্ কো উম্রভর হ্যায় কিসিনে ন দেখা?

সবাই কি চায় জীবনভর
আমি দেখলাম আমি কি
চাই সারাজীবনেও এটা
আর কেউ দেখলো না?

বিন মাঙে তুমনে মুঝে ধন দৌলত
সোনা চাঁদি সব কুছ দিয়া
পর তুমনে মুঝে ন মাঙা কভি
এহি এক গম হ্যায় মুঝে।

না চাইতেই ধন দৌলত সোনা রূপা
সবই দিয়েছো কিন্তু আমাকে কোনদিনই
চেয়ে নিলে না এটাই আমার দুঃখ।

জওয়ানী চেহেরা খুবসুরতি ইনকা ন থা
কুছ কিমত মেরে লিয়ে তুমহারে করীব
আনেকা— ইয়ে ন থা মকসদ্ মেরা
ম্যায় তো সিরফ্ এক দিল কি তলাশ মে থী
ও ম্যায়নে তুমসে পায়া ঔর আঁখে
মুন্দ্‌কর চল পড়ি।

রূপ স্বাস্থ্য যৌবন এসব তোমার
কাছে কি ছিল আমি দেখিনি
আমি এসবের জন্য তোমার কাছে
যাইওনি, আমি শুধু একটা মনের জন্য
অনুসন্ধান করছিলাম— সেটা তোমার
কাছে দেখলাম আর চোখ বুঁজে চলে গেলাম।

খুবসুরতী জওয়ানী ধন দৌলত
কুছ নহী রহ্‌তা জঁহামে উম্রভর
ইন্‌সে ন হ্যায় কুছ লগাও মুঝে
প্যার মুহব্বত খোয়াব হ্যায় অনমিদ্ জঁহামে
ম্যায় তো সিরফ্ হুঁ ইনকি তলাশ মে।

রূপ যৌবন ধন স্বাস্থ্য কিছু চিরকাল থাকে না
এগুলো আমাকে আকর্ষণও করে না—
ভালোবাসা কল্পনা এগুলোর কোন ক্ষয় নেই,
আমি এগুলোই খুঁজে বেড়াই।

রীতিরেওয়াজ কে উলঝনো মে
পড়ি রহ্‌তী হ্যায় দুনিয়া
কিসকি খবর হ্যায়
আপস্ কে পসন্দ কি।

কুলশীল গোত্র মেলাতেই দুনিয়া ব্যস্ত
মনের মিলের খবর কেউ রাখে না।

শেরো সে বাব্বরো সে মেরা হুয়া সামনা থা
বঁচ্ নিক্‌লে কামেয়াবী সে
ন আয়া জরা ভি আঁচ মুঝে
এক মাসুম হিরণ সে লড়ি আঁখ এ্যায়সী
জিস্‌নে ন দেখা কভি আঁখ উঠাকর্
হো গ্যয়ে হাম ঘায়েল রহ্ গ্যয়ে কলেজা থাম্ কর্।

হিংস্র বাঘ সিংহের সঙ্গে
মুখোমুখি হয়েও সাফল্যের
সঙ্গে বেঁচে এসেছিলাম, আব
সামান্য হরিণ যে কোনদিনও
চোখ তুলে আমার দিকে তাকায় নি
তার চোখ দেখেই একেবারে ঘায়েল হয়ে গেলাম।

ইক্ ম্যায় হি জানতি হুঁ
ম্যায় কেয়া সে কেয়া বন্ গ্যয়ি
উস্ মুঝসে ঔর ইস্ মুঝসে
হো গ্যয়ে হ্যায় কেয়া ফরক্
ও তো সিরফ্ ম্যায় হি জানু
দুসরা কেয়া সমঝে।

একমাত্র আমিই জানি, আমি আগে কি ছিলাম
এখনই বা কি হয়ে গেছি। এ দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য
সেটাও একমাত্র আমিই জানি
অন্যে জানে না।

মেরে কিয়েপে আচ্ছাইয়া ভি হ্যায়
মেরে কিয়েপে বুঢ়াইয়া ভি হ্যায়
ম্যায়নে পায়ে হ্যায় খ্যায়র স্কাতারিফোঁ বহোত্
ম্যায়নে পায়ে হ্যায় ভি বহত্
পর ম্যায়নে কিয়া হ্যায় কাম
এক হি লাজবাব
জিন্দগী মে মুঝকো মিল গ্যয়ে হ্যায় আপ
অব মুঝে পরোয়া ন আচ্ছাইয়া কা হ্যায়
অব মুঝে কেয়া কাম ভালা তারিফোঁ সে হ্যায়।

আমি ভাল কাজ অনেক করেছি।
খারাপ কাজ অনেক করেছি
প্রশংসা অনেক পেয়েছি
পেয়েছি নিন্দাও
তবে জীবনে শ্রেষ্ঠ কাজ একটাই করেছি—
তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।
এখন আমার নিন্দাতেও কিছু এসে যায় না, প্রশংসাতেও না।

কিঁউ আয়ে থে অ্যায়সা এক মন লে কর্
তুম ইস্ জঁহা মে
সিরফ্ দুখ পানে কে লিয়ে
নাঙ্গে প্যয়ের কাঁটো পে চলনে সে
লহু তো বহ্‌কে হি রহেঙ্গে
কেয়া অপনে লহুকো স্পর্শসে
ইস্ জঁহা কো পাবন কর্‌নে আয়ে থে?

কেন·এমন মন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ দুঃখ পাবার জন্য?
খালি পায়ে কাঁটার উপর হাঁটলে রক্ত তো ঝরবেই,
তোমার রক্তের স্পর্শে পৃথিবীকে কি পবিত্র করতে এসেছো?

ম্যায় পাস্ রহুঁ তুম খুশ নহীঁ
তুম বেচৈন হো উঠতে হো
ম্যায় দূর যাউঁ তুমহে চৈন নহী
তুম দুখ পাতি হো
তুমহারে কহ্‌নে পে অব দূর হী আয়ি হুঁ ম্যায়
আকে ভি শোচতি হুঁ কব্ হোগা ফির তুমহারা সাথ
ম্যায় জানতি হুঁ তুম ভি উধার শোচমে হো
কি কব পাওগে মুঝে তুম অপনে পাস্।

আমি কাছে থাকলে তোমার ভালো লাগে না
তোমার অস্বস্তি হয়
আমি দূরে গেলেও তোমার ভালো লাগে না
তোমার কষ্ট হয়
তোমার কথামতোই দূরে এসেছি— এসেও ভাবছি
কবে তোমার কাছে যাব। আমি জানি অনেক দূরে
তুমিও ভাবছ আমি কবে তোমার কাছে আসব।

বদলতি বাহারকা মুঝে খবর ন থা
চুন্‌তে চুন্‌তে ফুলো কি যব শাম্ ঢলি
অপনে আপকো বিরানে মে খড়া পায়া।

কখন বসন্ত এলো, কখন বসন্ত গেলো
কিছুই জানি না।
ফসল তুলতে তুলতে এখন বিকেলে এসে দেখি
দাঁড়িয়ে আছি খালি উপত্যকায়।

ইত্‌না ভি চৈন কোই দে পাতা হ্যায়
মালুম ন থা
ইত্‌না ভি দর্দ কোই দে পাতা হ্যায়
মালুম ন থা
ম্যায়নে তুমহে খুশি দিয়া হ্যায়
ইয়ে নহী কৌন জানে
পাত্থর বন্‌কে রাহ্‌কা
পাঁওকে দিয়ে চোট বহোত্‌
সব কুছ বাটোর কর্‌ এক সাথ
বন্‌ গ্যয়ি গমোঁ কি উঁচি দিবার
অব ইসে পার কর্‌নে কা দম
ন মুঝমে রহ্‌ গ্যয়ি হ্যায়— ন দিলমে হি

এত শান্তি কেউ দিতে পারে জানতাম না।
এত কষ্ট কেউ দিতে পারে জানতাম না
আমি তাকে সুখ দিয়েছি কিনা জানি না
তার চলার পথে পাথর হয়ে চোট দিয়েছি অনেক
সব কিছু মিলে বেদনার এক পাহাড় উঁচু হয়ে উঠেছে—
তাকে ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য না দেহে, না মনে।

ম্যায় য্যায়সে থি অ্যায়সে রহি
সিরফ্‌ দেখতি হুঁ চারো ঔর মেরে
তুমহারে হি দুনিয়া কো
উসকে আবর্তন ঔর ঋতু পরিবর্তন কি।

আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি
শুধু চারপাশ দেখছি— তোমাকে, তোমার জগৎকে।
— তার আবর্তন, তার ঋতু পরিবর্তন।

যো ম্যায় খোয়া হ্যায় উস্‌কা নাম হ্যায় য়েকিন
উসে ফির কভি ন পাউঙ্গি দোবারা
যো ম্যায়নে মাঙা হ্যায় হ্যায় প্যার
উসে ভি ন পাউঙ্গি— মুঢ়কর্ কিসিকে
যো সিরফ্ ইক মেরে অপনে হ্যায় মেরে আঁসু
ন হ্যায় শিকোয়া কোই মেরে পাস্ কিসিকে লিয়ে।

আমি যা হারিয়েছিলাম তার নাম বিশ্বাস
তা আমি আর ফিরে পাব না
আমি যা চেয়েছি তার নাম ভালবাসা
তাও আমি কারো কাছে ফেরত পাব না
যা আমার একান্ত নিজের তা আমার চোখের জল।
কারো কাছেই আমার কোন অভিযোগ নেই।

নফরত! তুমহারে লিয়ে ম্যায়নে
কভী দরওয়াজা নহী খোলা
ফিরভী তুম চোরোঁ কি তরহ্ আকে দুশমন বনে
সমস্ত শরীর কো জর্জরিত করকে
মেরে দেহ কো ফেঁক্ কে এক ঔর
মেরে প্রাণকো দে দিয়ে দুস্‌রি জগাহ্।

ঘৃণা তোমাকে আমি কোনদিন দরজা খুলে দিইনি
তবু তুমি চোরের বেশে আততায়ী হলে
সমস্ত শরীর জর্জরিত করে দেহ একখানে রেখে
প্রাণ দিয়ে দিলে অন্যখানে।

তুমহারে শোখি তুমহারে চালাকি
দৌনো বেমিসাল হ্যায়
রুখ্‌নে মেরে রাস্তোঁকো
পলকোঁ মে উঠায়ে হো দীওয়ার শর্ পে
বহোত্ চালাক বন্‌তে হো
কেয়া জানো চালাকি মে সব কুছ নহী হোতা
তন যো দিওয়ার তোড় নহী পাতা
মন ইক্ পল্‌সে পার করতা হ্যায়।

তোমার মেধা বুদ্ধি এবং চালাকির তুলনা নেই—
আমার পথ রুখতে একদিনেই দেয়াল তুলেছ
মাথার উপর।
কিন্তু তুমি জান না যে চালাকি দিয়ে সব কিছু হয় না
দেহ যে দেয়াল ভেদ করতে পারে না—
মন তা পার হয়ে যায় এক মুহূর্তেই।

ও খাড়ে হ্যায় বরান্দা মে
খম্বো সহারে
উনকে পিছে সে ঝুঁক্‌তা হ্যায় সুনহ্‌রা চাঁদ
ঘরকে অন্দর চল্ রহি হ্যায়
নয়নাভিরাম খেল্ কে সুন্দর গতিবিধি
ম্যায় কেয়া দেখুঁ খেল্ কে ইয়ে চমৎকার
উন্‌হে দেখতে আঁখে লুভা গয়ি।

সে থামে হেলান দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে
মাথার পেছনে হলুদ চাঁদ, ঘরের ভেতর চলছে
চোখ জুড়ানো খেলা—
ঘরের খেলা দেখবো কি তাকেই দেখে আমার
চোখ জুড়িয়ে গেল।

চিরাগ জগ্‌মগাতা হ্যায় শওখসে
বুঝনে সে পহ্‌লে
বুঝতি চিরাগকা গম্‌ নহী
জ্বল্‌ উঠ্‌না হি উস্‌কা হ্যায় নাজ কি বাত।

নেভবার আগে প্রদীপ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
প্রদীপ নিভে গেছে দুঃখ নেই— সে যে
জ্বলে উঠেছিলো এটাই বড়ো কথা।

শর্‌ সে পাওঁ তক্‌ খাক্‌ হোনে কি তমন্না হো জিসে
চলে য়োহি রাহ্‌ মুহব্বত পে ইয়ে দিল
কিস্‌কো কব মিলা হ্যায় করার ইস্‌ রাহ্‌ মে?

আপাদমস্তক দগ্ধ হবার বাসনা যদি থাকে
তবেই প্রেমের পথে যাও— কে কবে
ভালবেসে শান্তি পায়?

কিস্‌ জমিন মে রাখ্‌ কর পাওঁ
তুম্‌হে ম্যায় দুঁ বদ্‌ দুয়ায়েঁ
হায়! যিধর্‌ দেখ্‌তি হু তুম্‌হারা হি জ্বল্‌ওয়া
তুমহারে হো অদাঁয়ে ঔর বীতি বাতে
উভর আতি হ্যায়।

কোথায় পা রেখে তোমাকে অভিশাপ দেবো খুঁজে পাই না।
হায়! যেদিকেই তাকাই সেদিকেই তোমার সঙ্গে

চলা বসা গল্প করার জ্বলন্ত স্মৃতি— পুরোনো
কথাই কেবল মনে আসে।

ওয় দুশমন হো ইয়া বেজাঁ পাত্থর
কভি না কভি উস্‌মে ভি জান্ আতি হ্যায়
দুয়ায়েঁ হো ইয়া বদ্‌দুয়ায়ে কুছ না কুছ
ভি তো জরুর বখশ্‌তা হ্যায়
ইক্ তুম হো লবোঁ পে বিছায়ে রাখ্‌তি হো
খামোশ সী ইক্ খুশ্‌হাল হসীঁ
অদায়ে জাহির তুমহারা কুছ অওর ভি তো হো
কেয়া জানুঁ মেরে শেরো কি ঝুট মুঠ তুমহারে
দিল্‌পে ক্যায়সি ক্যায়সি ঘরোন্দে বনাতে হ্যায়।

শত্রু বা পাথরের দেবতাও একদিন নড়ে উঠে
মুখ তুলে চায়, বর দেয়, অভিশাপ দেয়।
প্রসন্ন হাসিটুকু ছাড়া তোমার কি আর একটা
কথাও বলতে ইচ্ছে জাগে না
আমার কবিতা ভালো কি মন্দ— কেমন পৌঁছোয় তোমার হৃদয়ে?

নসীব যো বার বার হসীঁ উড়ায়ে কিসি পে
লহরোঁ পে লহ্‌র আ কে যো করে উসে ঝক্ ঝোর
জগ্‌মগাতে কদমোঁকে লিয়ে চল্‌না হি যো ইক্ খোয়াব
উসে সিরফ্ ইত্‌না হি ক্যহ্‌না হ্যায় জহাঁসে
আঁ কে জহাঁমে তেরে ইয়ে খুদা
হজারো মে খো যানে কি তমন্না
কিসে হোতি হ্যায়।

ভাগ্য যদি কাউকে বারবার পরিহাস করে
বিপরীত ঢেউ এসে বারবার আছড়ে ফেলে মাটিতে
টলমল পায়ে চলা তো দূরের কথা—
দাঁড়ানোই যার স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে
একটা কথাই তার বলার আছে
হে ভগবান এ পৃথিবীতে এসে সে
হারিয়ে যেতে চায়নি।

আঁখে যো পাত্থর কি হোতি
তো উস্‌মে ছায় হোতা
আঁখে যো সোনে কি হোতি পিঘল্ যাতি
আঁখে যো দিয়া হোতি তো বুঝ্ যাতি
আঁখে তো সিরফ্ আঁখ্ হি হ্যায়
কুছ অওর নহী
তব্ ভি তো জ্বলায়ে অন্তহীন জ্যোতি বৈঠী হ্যায়
সুব্‌হ্ সে শাম্ লো লগায়ে তো
কভি যো সুরত্ উন্‌কি সামনে আয়ে ইক্‌বার
সিরফ্ সজীব বন্ কর্।

চোখ যদি পাথর হতো ক্ষয়ে যেতো, চোখ যদি
ধাতু হতো গলে যেতো
চোখ যদি প্রদীপ হতো নিভে যেতো—
চোখ চোখ বলেই
অন্তহীন আশার আলো জ্বালিয়ে বসে আছি
যদি তার চেহারা
চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে এসে দাঁড়ায়।

দিয়া থি ম্যায় ছোটি সি ইক্
মিট্টি সে বনি
থরথরাতে নাজুক বাতোসে ম্যায়নে জগায়া
শাম্‌কে দীপ।
অচানক হাওয়াকে ঝোঁকো সে বেচৈন কে লিয়ে
তুমহারে হাথৌ কে পনাহো মে ছুপায়া যা খুদ্‌সে
হায় মুহব্বত! তুম ভি ন বঁচা পায়ে মুঝকো
মেরে সিনে কো জ্বলকে রাখ্ হোনা হি পড়া।

আমি ছিলাম ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ
ভীরু সলতেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বেলেছিলাম
আচমকা হাওয়া থেকে বাঁচতে তোমার হাতের
আড়ালে গেলাম
হায় ভালোবাসা! তুমিও আমাকে বাঁচালে না
আমার বুক জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেল।

মেরে ইয়ে শের ইয়ে মেরে নগ্‌মে
হো সক্‌তা হ্যায় নহি বহোত্ খুব
নহী লা-জবাব কুছ্
পর্ ইন্‌কে হর্ ইক্ লব্জ্ ম্যায়নে
উতারা হ্যায় খুনে জিগর্ সে
ইয়ে তস্‌বীর হ্যায় মেরী ম্যাহ্‌সুস্ কি
নহী কুছ্ ভি ইস্‌মে না-সাচ্।

আমার এ কবিতা অসামান্য বা অসাধারণ
না হতে পারে
তবে এর প্রতিটি অক্ষর আমার অনুভবের ছবি—
এর মধ্যে মিথ্যে কিছুই নেই।

আমি কোনদিন সুন্দর ছিলাম না
তোমার ভালোবাসা আমাকে সুন্দরী করেছে
আমি কোনদিন সাহসী ছিলাম না
তোমার ভালোবাসা আমাকে দুর্দান্ত সাহসী করেছে
পেছনের সারি থেকে সামনে এসে দাঁড়াতে শিখিয়েছে
সে তোমার ভালোবাসা।

জানি— তোমার জীবনে কোন অভাব ছিলো না।
শুধু আমার অভাব ছিলো—
আমাকে ছাড়া তোমার সে অভাব কোনদিন মিটতো না
আমার জীবনে কোন অভাব ছিলো না
শুধু তোমার অভাব ছিলো
তোমাকে ছাড়া আমার এ অভাব কোনদিনই মিটতো না।

তেমন দোকানপাট আমার কোনদিনই ছিলো না
যাও ছিলো তাও গুটিয়েই ফেলেছিলাম
কিন্তু তুফানী ঝড়ে তোমার তেমন ঐশ্বর্য দেখে
আমার নতুন করে বাণিজ্যের সখ জেগে উঠলো।

হায়! করবী এত ঔজ্জ্বল্যের নিচে গন্ধহীন বুক
প্রতিদানহীন গন্ধ কাকে বিলিয়ে দিয়েছ—
তার খবর কেউ জানে না।

তোমার কাছে অনেক কিছু চেয়েছিলাম, অনেক চাইবার ছিলো
এখন আর কিছু চাই না
এই আকাশ বাতাস মাটির পৃথিবীতে আমার দেশে আমার কালে
তুমি আমার সঙ্গেই আছো
এটাই আমার চরম সুখ পরম পাওয়া।

তুমি আমার মাথার মুকুট তোমাকে পেয়ে তার জীবন উথ্‌লে উঠছে
কিন্তু মুকুট ছাড়াও সে বাঁচতে পারতো বেঁচেই ছিলো
কিন্তু তুমি আমার অন্ধের যষ্ঠি চোখের মণি
তোমাকে পেয়ে অন্ধ চোখে আমার আলো ফিরছে
তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না
দেহে না হোক মনে আমার মৃত্যুর কালো নেমে আসবে।

কোথায় যাবো স্বর্গে না মর্ত্যে
স্বর্গের ভণ্ডামী আমার ভালো লাগে না
মর্ত্যে নরকের সঙ্গীও কাউকে পেলাম না।

দূরে ফেলে পালিয়ে গেলাম
হায়! বুকের তোরঙ্গ খুলে দেখি
শুয়ে আছ চোরের মতো।

সেকি আগুন না জল
দূরে গেলে পুড়ে যাই
কাছে এলে ডুবে যাই

আমি কি কথা বানাই
কথা আমাকে দুমড়ে মুচড়ে জন্ম নেয়
অবাক হয়ে শুধু দেখি তারা
আমাকে কত সুখ এবং কত দুঃখ দিতে পারে।

কপাল দেখে গণৎকার বলেছিলো কলঙ্ক হবে
না হতে পারলাম নদী
না হতে পারলাম সাধু
কপালের কলঙ্ক সারা দেহে জমে উঠেছে
কোথায় ফেলি।

তুমি আমার শত্রুও না বন্ধুও না
বন্ধু হলে তুমি আমাকে বাঁচাতে
শত্রু হলে আমি তোমাকে মারতাম
আমার বাঁচাও হলো না, মারাও হলো না।

সারাটা দিনে নিষেধের বেড়া ভেঙে তোমাকে
একটা আঙুল তুলেও ছুঁয়ে দেখি না—
আর সারাটা রাত কত সহজে স্বপ্নে তুমি আমাকে দলিত মথিত কর
— এ তোমার কেমন শত্রুতা!

শুধু তোমার কাছেই ঋণী।
বুকের আগুনকে চোখের জলে বের করো কবিতা
আমি শুধু তোমার কাছেই ঋণী।

ঢাল নেই তরোয়াল নেই
এক জোড়া চোখে কতজনকে জিতে নিয়েছো
কে তার হিসেব রাখে!

তোমার চিন্তা— আমার অনুভূতি আমার কলম
দুটোকেই কেটেকুটে রসালো আর ধারালো করে তুলেছে।

আসরে সব প্রাণহীন পুতুল
সে এলে সবকিছু সজীব হয়ে যায়।

সে মুখের ভাষায় লুকায়, চোখের ভাষায় ঠকায়
তবু আমার মনের সন্ধানী আলো ওর বুকের ভাষা
সবই পড়ে নেয়।

তোমার পিতামাতা আত্মীয়-পরিজন
এসব কিছু বুঝেও বোঝে না মন
জল হাওয়া রোদের মতোই আমার জীবনে তুমি স্বয়ম্ভু
তোমাকে আমার প্রয়োজন।

কি করে তোমাকে ছাড়ি বলো— আমি যা চাই
প্রতি ইঙ্গিতে তুমি তা।

ভিতরে ক'টি হাড় উপরে চামড়ার আচ্ছাদন
যেমন দশজন সেও তেমনি
তবু তার ভিতরে একটা হৃদয়— অসাধারণ সেটাই ।

বৃন্ত, পাপড়ি কেশর রঙ— সবই ফুল
ফুল যেমন
শুধু মৌমাছি জানে কোথায় আসন
কে তার সুজন।

সবই জনতা— সেই একজন
বাইরে নয় ভিতরে আপন।

আমি থাকবো না— তুমিও থাকবে না
আমার সুখ দুঃখ যশ অপযশ নিয়ে
শুধু কবিতা থাকবে।

অস্বস্তির বালিকে শুক্তি যেমন মুক্তো করে
তোমার চিন্তা— আমার সুখ-দুঃখ অপমানকে
কবিতা করেছে।

তোমার ভালোবাসার আশ্রয় প্রাচীরে
আমার নিরাবরণ, নিরাভরণ আত্মা
দেখ কেমন লতিয়ে উঠেছে।

সকল পরিচয় পুরোনো কাপড়ের মতো বিসর্জন দিয়ে
নিরাবরণ আত্মায় তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি
আমাকে তুমি নাও।

তোমার ভালোবাসা আর ভগবৎ প্রেম
মাঝে শুধু এক চুলের ব্যবধান
চুলটা যেদিন সরে যাবে— ভগবান আমায় বুকে নেবে।

মরতে তো এক্ষুণি রাজি
কিন্তু তাকে একবার না পেলে মরেও শান্তি পাবো না।

আমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার অহঙ্কার
দুয়েরই কোন শেষ নেই।

আমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার অহঙ্কার দুটি
দশ আঙুলে সবই ঝরে যাবে
কিছু থাকবে না, শুধু থাকবে স্মৃতি।

সৃজনে উৎসবে

রচনাকাল : ১৯৯২

পুনর্বার জীবনের স্বাদ

অতলান্ত মৃত্যুর খাদ থেকে ঝুলন্ত
আমাকে তুলে ঠোঁটে দিলে
পুনর্বার দুগ্ধগন্ধী জীবনের স্বাদ।
মাতৃগর্ভে ক্লেদস্রোতে শোণিতের ধারা বেয়ে
অনিশ্চিত অস্তিত্বের ভূমিপৃষ্ঠে

প্রথম কেঁদেছি ভয়ে
আমার হেসেছি ঠোঁটে
যখন পেয়েছি জীবনের দুগ্ধগন্ধী নতুন আস্বাদ।
সেই স্মৃতি নিয়ে এলো মৃত্যু শোণিতের ধারা
একদিকে সমস্ত গায়ের গন্ধে
তারই মধ্যে হঠাৎ কেমন করে
ফিরে আসে দুগ্ধগন্ধী জীবনের স্বাদ

চারদিকে এত চোখ, এত নাক, এত কান
একি পৃথিবী না স্বর্গোদ্যান
পতিত বেহাত এক জীবনকে তুলে নিঁতে
চারদিকে শতোদ্যত হাত
আমাকে তোমরা দিলে পুনর্বার
দুগ্ধগন্ধী জীবন আস্বাদ।

ঈশ্বরের কাছাকাছি

হাজার অলীক স্বপ্নের দ্বিধা দ্বন্দ্ব যা সত্বার দৃঢ়তাকে
এতকাল বেষ্টন করেছিল— তা শেষ
অনেকটা পথ ভ্রমণ করে এসেছি
এসেছি প্রশ্ন উর্ণার উপর দিয়ে পা চালিয়ে
এখন সময় এসেছে
নির্জনতার মধ্যে এক লহমা আত্মবীক্ষার
এতদিন ঘেরাটোপ দেয়া আকাশের নিচে
অর্থহীন চিমনীর ধোঁয়ার সঙ্গে আমিও দেখেছি

রুগ্ন জীবনের লক্ষ্যহীন বিস্তার।
দেখেছি চলার পথে বন্ধুদের মিষ্টি সমবেদনার হাসি
পলাতক যোদ্ধার মত তাদের নির্লজ্জ হাসিতে
কিছু শ্রদ্ধাও মেশানো ছিল হয়তো।
তারাও হয়তো দেখেছে
যেমন আমি রোজ আমার মধ্যে দেখেছি
এক অর্থহীন সময়ের চিৎকার
নির্জনতার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে নির্লজ্জ অপচয়ের বেদনা
সমস্ত সম্ভাবনার কণ্ঠরোধ করে
তপস্যাহীনতায় ডুবে যেতে নিজেকে
এবার আমার এই উজ্জ্বলতায় উদ্ধার
নিত্য অপমৃত্যু থেকে বেঁচে ওঠা
ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো অভয় সীমাহীন সময়-সমুদ্রে
কাঁচের জারে ফর্মালিনে ফুল
আজ তুষারের কঠিন অভিঘাত প্রার্থনা করে
খোলসের বাইরে শুদ্ধতায় আবার আমি
আবার আমি বিস্তৃত, নগ্ন নিরপরাধ
এত স্বচ্ছ যে ঈশ্বরের কাছাকাছি
সব অন্ধকার আত্মসাৎ করে অগ্নিশয্যা থেকে
সমস্ত তিক্ততা দাঁতে কেটে
হাজার অলীক স্বপ্নের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পায়ে ঝেড়ে
আত্মবীক্ষার জন্য নির্জনতার কণ্ঠস্বরে
ডুবিয়ে দিয়েছি নিজেকে।

জীবনকে ছুঁয়ে দেখো

সন্ন্যাসীর ঝুলি কেন।
দু'হাতে আঙুলে তুলে
জীবনকে ছুঁয়ে-ছেনে দেখো।
ভিকটোরিয়ান ব্যালকনি থেকে আতসকাঁচে নয়
খোলা রোদে নেমে এসো ধাতব সংগ্রামে।
অম্লজান বেশী হলে গাছ বুনে দাও অরণ্যে উদ্যানে
হৃদয়ের দুই সারে।

পাহাড় সমুদ্র হবে ভাঁজ তুলে তুলে
ফাঁক ঢেকে যাবে
ধূসর আকাশ নিচু হয়ে মিশে যাবে
সপ্রাণ শস্যেতে।
মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে পুরোনো বন্ধুদের মুখের আদলে
অনুভব করো বেঁচে আছো
বেঁচে আছো জীবিতের মতো।
ঘাতকের ছুরি কেন?
স্পর্শ করো চোখের জলের মতো পরিচ্ছন্ন বিগত বৎসর
নক্ষত্র আলোর মতো নম্র নত আগামী প্রহর
বুকে নাও আশার সুতোয় বোনা বর্ণালী জাজিম
এত সবেগ ব্যস্ততা তুলে কোথা যেতে হবে
প্রশ্ন করো অন্যকে নিজেকে
গন্তব্যস্থানকে জেনে আরো বেশী সহযাত্রী হও
সন্ন্যাসীর ঝুলি কেন দু'হাতে আঙুল তুলে
জীবনকে ছুঁয়ে-ছেনে দেখো।

তোমার চিহ্ন খুঁজে

তোমার পা দেখলে প্রণামের ইচ্ছা হয়
হাত বন্ধুত্বের মুখ দেখলে ঘর বাঁধার
কিন্তু তোমার ত্রিপাদ স্বর্গে মর্ত্যে
আর এক পা কোথায় রাখো
বন্ধুত্বের ইচ্ছা উষ্ণ গন্ধকের তাপমাত্রা ছাড়িয়ে
কিন্তু জমা রক্ত অলিন্দ নিলয়ে চক্রাকারে
যেভাবে যায় সেভাবে ফিরে আসে না
রক্তকে তরল করে সরলতা দাও ইচ্ছা হয়
কিন্তু তোমার নিখুঁত হাত শূন্যে বাতাসে ভাসে
তাই হৃৎপিণ্ডে হাত রাখো এই ইচ্ছা স্বপ্নে ভেসে যায়
তোমার উজ্জ্বল মুখ বেতের বুনটে
স্থায়ী আরামকেদারা দোলনা ঘরবাড়ি
ঘর— ঘরের রঙ গন্ধ

তোমার চোখে বিশ্রাম মুখ নিরাপত্তা
কিন্তু ঠিকানা চাইতেই তারা সপাখা
একরাশ পাখি
আমার ঘর বাঁধার ইচ্ছা
সেই চিহ্ন ধরে আকাশে উড়ে যায়।
অপেক্ষা

তোমার এতসব করার কথা ছিল না। যদিও
হাজার বছর ধরে নতজানু ভিখারীর মতো
সে প্রার্থনারত তোমার আঙিনায়।

অগভীর চৌবাচ্চায় শ্যাওলা জমে
জল সবুজ রহস্যময় দেখাচ্ছে

ফুটন্ত ফুল দেখলেও সবার জীবনে বসন্ত আসে না
রঙিন ফানুসে বারুদ ভরেছে বোকার মতো
সে বহুকাল।

এত দীর্ঘ সুতা তুমি টেনেছো দিগন্ত ভরে
সারা মেঘ জড়িয়ে গেছে মাইক্রোওয়েভ ঢেউয়ে
একটি ঝঙ্কারের শুধু অপেক্ষা
কখনো তা ক্ষণ মুহূর্ত, কখনো চিরকাল।

পৃথিবী থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টুকরো করতে ঝরতে পারতো
এক ইঞ্চির লক্ষভাগ দূরত্বে গা ঘেঁসে চলে গেছে টাউটিস্ট

অপেক্ষায় থাকে কোন বনবালিকা
আবার সে আসবে কোন কালে।

চিত্রাঙ্গদার চুল

তোমার অশ্বের খুরে যখন কাঁপতো বনভূমি
হরিণীর চিত্রিত বুকে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ তীর ছুটে যেত হল্‌কার মতো
বাঘ তার হলুদ লাবণ্য নিয়ে দীর্ঘ লাফে শরবনে হাত এড়াতো তোমার
খরগোশ পালাতো ঝর্ণার পাশে লতা-বনে
তখন তোমার এই দীর্ঘ চুল ছিল না
চুল ছিল যথাযথ
গোপন, নাতিদীর্ঘ
নাতিহ্রস্ব, সোনার মুকুটের তলায় যতদূর মানায়
বাইরে আসার ছ্যাবলামি তাকে মানাতো না
তোমার স্বেদকণা তখন নামতো শিকারে সংহারে
তোমার চোখ তখন জ্বলতো সাফল্যের বিদ্যুতে
তোমার সব চুল তখন থাকতো ঘুমন্ত
মুকুটের কঠিন শাসনে
তোমার সামান্য দুর্বলতায় মুকুট যেই হেললো
অমনি প্রতিটি চুল বেরিয়ে পড়লো শাসনের কারাগার ভেঙে
প্রত্যেকটি নাগিনীর মতো দীর্ঘ উপবাস ভেঙে
গভীর তৃষ্ণায় নিজেকে ছড়ালো, শিকড় নামালো
সরব সজ্জায় অতৃপ্তির বেড়াজাল ছিঁড়ে
পান করলো নিষিদ্ধ পানীয়

আকাশ বাতাস জুড়ে কালো করে মেঘ-সজ্জায়
আনলো ঘূর্ণী ঝড়, গোপন লজ্জাকে
টেনে বাইরে এনে বর্ষণে বর্ষণে
করলো উন্মুক্ত দৃশ্যমান।
তুমি আমার কাতরতায়
আত্মসমর্পণ করলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মায়ায়
প্রতিটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর চুল
বেয়ে তোমার তপস্যা নামলো প্রেমোচ্চারণে।

কোলাজ

প্রতিষ্ঠিত কোন কাগজের সম্পাদকীয় থেকে ছাঁটো একটুখানি
লোকসভা থেকে ছাঁটো সদস্যের উত্তপ্ত বাচন
কল্যাণ সিংহের কালো হাত কেন থমকে ছিলো
হনুমান বাঁদরের নাচানাচি মসজিদে যখন, কারণটা ছাঁটো
লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী এতদূর কেন, ক' ঘন্টা লাগে খবরের আনাগোনা
ছাঁটো একটুখানি
কালাহান্ডি কোরাপুট শস্য জলহীন, নিরন্ন মৃতের সারি
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের জবানবন্দী ছাঁটো
মেট্রো শহরের জল বিষাক্ত পানীয় একাধিক কেন্দ্রে
কে দায়ী বা কেন স্বীকারোক্তি ছাঁটো
মুদ্রামূল্য হ্রাস হলে আমাদের কি উন্নতি তার একটুখানি
জনবিস্ফোরণ চোলাই মদে মৃত্যু, স্টক স্ক্যাম্প
কি তার কারণ একটুকু
সামুদ্রিক ঝড়ের কথা আগাম জানার ছিলো যে গ্রামের
জানলো না কেন ব্যাখ্যা ছাঁটো তার
যে রমণী শুয়ে আছে হাসপাতালের খাটে
কেন তার অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে গেল ব্যাধিচক্রে — কারণটা ছাঁটো
পেট ছাঁটো কুমারীর হলুদ বসার ভাগ
কি তার আদর্শ স্বপ্ন একটুখানি নাও
যুবকের চোখ ছাঁটো, জবফর্ম লাইনে কেন শুকায় সকল স্নেহ
ড্রাগস্ জালিয়াতি চোরা কারবার
রেডলাইট এরিয়াতে যে রমণী মুখে-চোখে রঙ
কেন সে দাঁড়ায় এসে— কি করে দাঁড়ায়, ছাঁটো একটুখানি।

বাইরে বেরোলে মরে, বিয়ে হলে মরে, জন্মালেও মেয়ে মরে
কি তার বিচার— ছাঁটো একটুখানি
তিন কোটি দুই লক্ষ সাতাশি হাজার দু'শ তেষট্টি স্কোয়ার কি.মি
ভারত পঁচিশ রাজ্যে যুক্তিবাদী কিনা ছাঁটো একটু তার
মণ্ডল রিপোর্ট ছাঁটো
যুক্তিগ্রাহ্য কিনা দেখো ধর্মাশ্রয়ী দলের প্রকাশ
সব ছাঁটো— খাপে খাপে রাখো
দেখো সবকিছু নিয়ে উঠে আসে কিনা
নবীন ভারতের শিল্পরূপ— অপূর্ব কোলাজ।

জীবন যা

জলাশয় ভেঙে জল্ উঠে আসে জীবনে
হৃদয় ফাটলে ধরে রাখাই যা মুশকিল
অন্তিম কালে ডন জুয়ানের সেই শিলাময় হাত
চেপে ধরতেই আগুন উঠবে ঝিলমিল
প্রেম বলো কেন ওভিদকে দেবে নির্বাসন
স্মৃতিফলকের কবিতা কিভাবে
কেঁদে রোমে যায়

ধ্বংসের সুখ যন্ত্রণা আনে জীবনে
হাতের মুঠোয় পরমার্থকে
কে কবে পায়।

বিজয়া সন্ধ্যার জয়ে

বিষাদ প্রতিমা আমি বিসর্জন দেবো এইবার
নদীমূলে
কে আছো আমার সঙ্গী ত্রিযামা সন্ধ্যায়
এসো অবলীলাক্রমে
ঋত্বিক কপট মূর্খ চোরাকারবারী
আহ্বানে ভুল নেই
শব্দের অভিধা একখানে দাঁড়িয়ে
থাকে না চিরকাল
নিঃশর্ত নিঃসরণ সর্বদাই থাকে চিত্রপটে
চোর এবং পতিতা জানে রাতের যন্ত্রণা
তারও মুক্তি আছে— আছে শুদ্ধির প্রার্থনা
সব রাখো নদীমূলে
সবাইকে নেবে নদী ত্রিযামা সন্ধ্যায়
যে যাবে সবাই এসো অবলীলাক্রমে

ফালতু

ঘটনামালায় গাঁথা কালো শ্লেটের টুকরো
রাম জনমভূমি, বাবরি মসজিদ
ধর্ম কি আজকাল কাউকে ধরে রাখে জীবনে, পচা মাছের গন্ধে
মৃত বাজার উতরোল
প্রকৃত কান্নার সময়ও পেরিয়ে গেছে
ঘন্টাধ্বনি আজান ধুন
একসঙ্গে বুনে চলেছে এক অর্থহীন চিত্রকল্প।
এইডস্-এর ধাক্কায় মানুষের মেরুদণ্ড
ভিতর শুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে তুহিন শীতলতায়
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আকাশে উড়ছে
তার মেদ-মাংস-মজ্জা।
কীর্তনের আসর কোরানের ছবি
গুরুদ্বারের গান সব এক ফ্রেমে
বাঁধালেও মানুষের জীবন শান্তির ললিতবাণী
বোধহয় আর পাবে না।

এসব রঙচটা শব্দ বাজারে তেমন বিকোয় না
জলের দরে কেনাবেচা হয় যেগুলো
জলের মতোই দাগ না রেখে চলে যায় যাবার সময়
আমাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই
কারণ স্পেয়ার পার্টস্ এখন আর খুব কঠিন নয়
হার্ট লাঙ্গস্ লিভার কিডনী
আসল কিছু না পেলেও মেটালিক কিছু
বাজারজাত হবে— আর কিছুকাল।

ভালবাসা কাউকে কখনো সম্পূর্ণ পুড়তে দেয় না

সহজে সে দাহ্য হবে
এমন সঙ্কল্প তার
কোনকালে কোনদিন ছিল না।
দেখ সে যুবক তবু কেমন সহজে আজ
সহজে সহস্র দাহ্য নিয়ে
আধপোড়া পথভ্রান্ত ঘুরেই বেড়ায়।

এ কিছু নূতন নয়, সহস্র ঘূর্ণনে এ যুবক ঘুরে গেছে বহুকাল
সমূহ সর্বনাশের সাক্ষাৎ এই যমদূত
এ যুবকটিকে কে দেখেনি আগে
বেশবাশ ভূমিকা বদল করে
ঘুরে ঘুরে যেতে
দেখেছি যে তাকে।
জলজ্যান্ত উৎপাতের মতো
সে একই যুবক ছিলো হাস্যকর
এখন সে ভয়ঙ্কর হয়েই চলেছে।

চল্লিশ বছর আগে
ক্লাউনের মতো এসেছিলো ভীরু পায়ে
হেসেছে সবাই
হাসা কি উচিৎ ছিলো, একথাও কেউ জানতো না
উল্টোপাল্টা ভুলভাল কথা বলে
চেয়েছিলো শুধু
খড়, ভাত, গরু, মোষ, ক্ষেত, জল, জমি
সি ও-কে বলেছে শিব, বি ডি ও-কে বিধু
হাসিয়ে হাসিয়ে ফিরে গেছে।
এসেছে সে দল বেঁধে
দল ভেঙে দিয়ে
গালাগালি দিয়ে
কিছু ত্রিশঙ্কুদের
ভূমিকা বদল করে
এ যুবক ফন্দী এঁটে গেছে
এতদিন যারা নকল করেছে সুর

অথবা নিয়েছে জমি খাদে ঠেলে দিয়ে
কিম্বা দেয় নি লোন
সবগুলি ঠিক
তাদের জবাই চাই।
অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে
যারা মরে গেছে
দেশান্তরী পথভ্রষ্ট আত্মীয়ের নামে
শপথ নিয়েছে হাতে
বারুদের মালা
দেখো, এবার সে বেশ পালটে বিচ্ছিন্নতাবাদী।
ঝাড়ে-বংশে এ যুবক
চিরকালই ছিন্নভিন্ন
অখন্ড সে কবে কোন কালে।
হাজার চাওয়ার জ্বালা
পুড়েছে সে শুধু
এবার সমূহ পুড়তে চাইছে
পোড়াতেও চায়
শেষ ভাবো—
এমন বিপন্ন যুবকের
কাছে যাবে তুমি?
যদি ভাবো যাওয়া ভালো
এখনো সময় আছে
কাছে চলে যাও।
হয়তো পুড়বে তুমি
কিছুই কি পুড়বে না
চিরকাল আধপোড়া না দেখলে শুধু
পথভ্রান্ত এ যুবকটির
খুব কাছাকাছি যাও
পথ দেখায়নি কেউ তাকে
সঠিক দেখাও
এখনো সময় আছে
কেন না ভালবাসা সম্পূর্ণ
পুড়তে কাউকে কখনোই দেয় না।

এক পৃথিবীর স্বপ্নদ্বারে

সুরঞ্জন, তুমিও কি আমারই মতো
এক সুখ এবং এক দুঃখকে অনুভব করো

একই বুকে গোলাপ খুমপুই
তোমার বাবা বাঙালি মা ত্রিপুরী
আমার বাবা ত্রিপুরী মা বাঙালি
তোমাকে কি কেউ দো-আঁশলা বলে?

এ বলে ওকে ভালবাসো
ও বলে একে
তুমি ওদের বলে দিও সুরঞ্জন
আমাদের ভালবাসা সমান সমান
একই বুকে গোলাপ খুমপুই

ছোট বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে রাতের অন্ধকারে
এখন আমরা পৌঁছেছি
সূর্যকরোজ্জ্বল এক পৃথিবীর স্বপ্নদ্বারে
আমাদের কাছে সবাই সমান সমান।

অলৌকিক ভ্রমণে রাজপুত্র

কুমার শচীন দেববর্মণকে

এক হিরণ্ময় রাজপুত্র জলে ভেসে যায়
দেখো, আশ্চর্য ভ্রমণ তার জলে জলে সুরে সুরে
ভাটিয়ালি গায়
বাউল হৃদয় তার জলে ভেসে যায়
দেখো, হিরণ্ময় রাজপুত্র সুরে ভেসে যায়।

জীবন দেখেছো তার?
রাজ্যপাট ছেড়ে যে জীবন

ঘাসে মাঠে নদীবুকে
তিতাসের ছায়া মেখে মেঘনা আদরে
ঘুঘু ডাকা বৈরাগীর বিষণ্ণ দুপুরে
সোনালী মাছের মতো পাখা ছড়ায়
উদাস আকুল হাওয়া ভাটিয়ালি গায়
দেখো, রাজপুত্র একা একা সুরে ভেসে যায়।

অকারণ এই সুখ পৃথিবীর রূপসী শরীরে
স্বপ্নময়ী রাজকন্যা সুর ঢেলে আলপনা
বেদনা বিছায়
সে দেখেছে সে চিনেছে
ভালবেসে বুকে নিয়ে নির্জনতায়
কত ভোরে দ্বিপ্রহরে এই ঘন ভালবাসা
স্নিগ্ধ এক রোদ হয়ে স্বপ্ন বুনে যায়
সেই স্বপ্ন কণ্ঠ তার বরণের মালা
সেই সুর বুকে তার আগুনের জ্বালা
রাজপুত্র ময়ূরপঙ্খে ওই ভেসে যায়

হিরণ্ময় রাজপুত্র অনন্ত সন্ধ্যায়
সন্ধ্যার বাতাস তাকে দিয়েছিল ঘর
সুন্দরের বর
সুরের অতলতলে কোমল সজল
সঙ্গী তার শত ঢেউ নিয়ে যায় তাকে
দূর বিদেশের কোন সমুদ্রের ডাকে
কীর্তনের গভীরতা আজানের মায়া
দেহাতি গ্রামের মাঝি সে জলের ছায়া
তার বুকে চিরকাল আত্মীয় আশ্রয়
ভেসে যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় পরাজয়।

চিরকাল রাজপুত্র শুধু ভেসে যায়
সঙ্গে তার মাছরাঙা অনন্তের নীলে
কিছু ফড়িং-এর ডানা বিচিত্র নিখিলে
কাশবন ইশারায় চিরকাল ডাকে
ডিঙি নৌকো স্থির ছবি হৃদয়ের বাঁকে।
এ এক অনন্ত যাত্রা....

দূর থেকে বহুদূরে
উজ্জ্বল নক্ষত্র ঘেরা সুদূর আকাশে
নিচে তার অন্তহীন অবিরাম সুর
আমাদের ক্লান্তি মুছে ভাটিয়ালি রাগে
হিরণ্ময় সেই যাত্রা গন্ধর্বের লোকে
চিরজীবী রাজপুত্র ভাবলে তোমাকে

সূর্যকে ফের যৌবন দাও

স্থবির সূর্য ঢেকে চাঁদ দাঁড়িয়েছে
রুগ্ন পৃথিবী ময়লা চারণভূমি
গ্রহণের পালা পার করে নিয়ে যেতে
অসাড় পৃথিবী ধুয়ে দেবে কি তুমি
গভীর অসুখে ক্ষতবিক্ষত চারধার
আকাশে এখন মরা চাঁদ ঝুঁকে আছে
সময় কোথায় কে দেখবে তাকে আর
উষ্ণীষ থেকে সব আলো ঝরে গেছে
ধারে বাণিজ্য— ধারালো কিরীচ বুকে
ঠিক আজকাল কে কতটা আছে সুখে
সাজানো বাগান ভেতরে পোকায় কাটা
অন্ধগলিতে বিষাদের পাশে হাঁটা
অসহিষ্ণু হাওয়া এসে বিলি কাটে
এ রোগ-ভোগ সারাবেই বলো তুমি
তোমার আঙুলে নিরাময় খেলা করে
সূর্যে আবার যৌবন এনে দিতে
হাত রাখো তুমি গ্রহণের মরা ভিতে।

একবিংশ শতাব্দীর দিকে

শতাব্দীর বাকি বকেয়া নিয়ে
একবিংশ শতাব্দীর দিকে
বুক হিঁচড়ে যাত্রা শুরু আমাদের
বিশ্বায়ন ভোগবাদ অসম্প্রীতি
ধর্ষণ নিপীড়ন প্রভৃত লাঞ্ছনা এদের কাঁধে নিয়ে
একবিংশ শতাব্দীর কোন এক উজ্জ্বল আলোকে
ক্রমেই এগোচ্ছি আমরা
ক্রমেই এগোচ্ছি কেন না আশার মরণ নেই
এখনো পিঁচুটির মতো লেগে আছে চোখে
রক্তাক্ত বুকে বেঁচে আছে এখনো
যেন কোন রক্তবীজ শুদ্ধ কোন বিশ্বাসের
বংশধর বুনে
ক্রমেই এগোচ্ছি আমরা একবিংশ শতাব্দীর দিকে।

আম্বেদকর

ভারতবর্ষের এক অন্ধকার দিগন্ত জুড়ে
হাজার বছরের সূর্যের স্বর
সে আম্বেদকর।
নিপীড়িত বাল্যকাল, ধর্ষিত যৌবন
অবিশ্রাম যুদ্ধরত এ কোন সৈনিক
গড়েছেন দলিতের ঘর
সে আম্বেদকর।

অপমানই জয়মাল্য, বঞ্চনাই উষ্ণ পাথেয়
বর্ণবাদী সমাজের ব্যভিচারে তুলেছেন প্রতিবাদী ঝড়
সে আম্বেদকর।

যারা ছিল হীন, ক্ষীণ, বাকহীন মৃতপ্রায়
পশুবৎ পরিশ্রমে ঘাম দিয়ে রক্ত দিয়ে সচল

রেখেছে শুধু
উচ্চবর্ণ ধনীদের বিলাসের সুখযাত্রা, আনন্দ আসর
সেইসব দলিতের রুদ্ধ গৃহ বদ্ধ দ্বার খুলে দিয়ে
দুঃখের নাভিমূলে রেখেছেন উত্তপ্ত কর
সে আম্বেদকর।

কে ঢাকে এমন সূর্য কালো মেঘ দিয়ে
কে গড়ে মূর্খের মতো মরণের ফাঁদ
এ অপমানে ধিক্কারের ভাষা জানা নেই
বানভাসি প্রতিবাদে ভেসে যাবে এই অত্যাচার
আগুন লেগেছে দেখো সব দিকে দিকে
বাড়বানলের এক বিরাট সংসার।

আং কক সাই মানঅ

বহুদিন লোকটা বোবা ছিল
আধ কাটা জিভে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কি বলতো
কেউ বুঝতে পারতো না
কেউ অবাক হতো— কেউ হাসতো
তার নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠতো
কপালের শিরা দপদপ করতো
কখনো চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো নোনা
কিছু বলতে চেষ্টা করতো বলতে পারতো না
এভাবেই সে ক্ষেত-খামার করেছে
বাজার-সাজার সেরেছে
ছেলেমেয়ে বড়ো করেছে
সেসব ছেলেমেয়েরাও সার ধরে বোবাই জন্মেছে

কথা না বোঝাতে পেরে অভিমানে অপমানে
মুখ লুকিয়ে চলে গেছে ঘরের ভেতর অন্ধকারে
আরো অন্ধকারে আরো ভেতরে
এভাবেই একটা বোবা কলোনি গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে

কারণ মুখ না থাকলে কি হবে হাত পা নাক গলা
অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
সবই তো নিখুঁত ছিলো— ঠিকঠাক
তাই মেহনতের ময়দানে হেঁটে গেছে ঠিক

তবু যেদিন মেঘ সরে আকাশে রোদ উঠেছে
অন্যেরা বলেছে— দেখো কি চমৎকার দিন হেসে উঠেছে
সেও এমনি কিছু বলতে চাইতো, তার কথা কেউ বুঝতো না
সবাই হেসে উঠেছে রোদের সঙ্গে
যখন কালো মেঘে আকাশ ভরে যেত
বাতাস ছোটাছুটি করতো মহিষের মতো—
তার বুক অপার আনন্দে ভরে যেত
সবার সঙ্গে সেও বলতে চাইতো কিছু— বোঝাতে পারতো না
শুধু চোখ থেকে একরাশ মেঘ একান্তে ঝরে পড়তো
মানুষ অবাক হয়ে দেখতো বারবার
এভাবেই সে বেঁচেছিলো— বেঁচে থাকতো
কিন্তু তার ফাটা কপালেও একদিন হলো সূর্যোদয়
এক যাদুকর দয়াপরবশ তাঁর যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিল
এক্কেবারে তার চেরা জিভের ডগায়
বললো 'নে তোর কাটা জিভ জুড়ে দিলাম
প্রাণভরে কথা বলো— কথা বলো সবাই'—
সে খুশিতে হাবুডুবু গড়িয়ে পড়ে
ঝর্ণার মতো কথাস্রোত বেরিয়ে আসে
তার গলা চিরে
আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে সে বলে
আমা—আমা—আং কক সাই মানঅ
মা—মা—আমি কথা বলতে পারছি।

মুহূর্তে রঙ বদলে যায় চারপাশের
সে এবং তার বাচ্চারা ক্ষেতের পাশে বয়ে যাওয়া
নদীর মতো কলকলিয়ে ওঠে—
তাদের সেই যুথবদ্ধ বাক্যালাপ
এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে
প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে—চলবে চিরকাল।

এই অরণ্য

এই ফাগুন এমন আগুন আনলো কেন
সমস্ত দেশ জ্বলে যাওয়া ছিন্নভিন্ন
এই অরণ্য
জ্বালার দহন বুকের খাঁচায়
স্বপ্ন দেখায় মতৃভাষায়
পোড়া ঘায়ে সজল ছিটায়
আমি ধন্য।
এই ফাগুন রাখছে বুকে
সৃজন কথা আমি জানি
বীজের স্বপ্নে তরুলতা
অসামান্য।
এই আগুন মেঘের জন্য
মেলল বুকের ক্ষতচিহ্ন
একুশ সাক্ষী — সাক্ষী আমার
এই অরণ্য।

মানুষ কি কাঠ হয়ে যাবে

মানুষ কি কাঠ হয়ে যাবে
সমস্ত সবুজ গিলে অন্তিম বিদায় লগ্নে এ শতাব্দী গরল ওগরাবে
প্রবুদ্ধ ভাষণ থেকে ফ্যাকাশে বুদবুদ শুধু ঘুরে ফিরে আকাশ ভাসাবে
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ—অনেকেই—সকলেই
সারাৎসার সার হাতে তবুও ফুলের চাষ
মানুষ বিস্মৃত আজ কি সহজে।

গা থেকে সবুজ ঝরে গাছ কাঠ উনুন যাত্রায়
তবু ভাঙা কাঁচ এখনো বিঁধে থাকে হৃৎপিণ্ডে
অনুভব বিদ্ধ করে শুদ্ধতায় মানুষ কেন আজ কাঠ হবে
একে আটকানো আজ তারই দায়।

সম্প্রতি আমরা

সম্প্রতি আমরা যে যতটা কাছে আসি, তত দূরে যাই
সাপ-লুডোর এই হাস্যকর ক্ষয়কারী মনোহারী খেলা
সম্প্রতি চলেছে
চারদিকে মানুষেরা সুচতুর বিষয় বিন্যাসে
নিজ হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি নিজে পড়িয়াছে
দেখে মনে হয় এইসব মানুষের হাড়ে কেউ বিচ্ছেদের ছুঁচ ফুটিয়েছে।
এইসব মানুষের রক্তে কেউ এইডস মিশিয়েছে
এইসব মানুষের স্বপ্ন কেউ খুন করিয়াছে
এইসব মানুষেরা বিব্রত আকাশের নিচে

অপাপবিদ্ধ তৃণশয্যা চেয়ে প্রাণহীন খড় বিছিয়েছে
কিন্তু এই বিষণ্ণ বিকেল এনে দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের মৃত্যু
নিমন্ত্রণ কেউ যদি ইশারায় রাখে
প্রতিকূল পৃথিবীর রুদ্ধনীল গুমোট শরীরে
টিকেথাকার নির্মম নমনীয় প্রয়োজনে
জন্মের অভ্যর্থনা যদি হয়
গম্ভীর নিরুৎসব বিষণ্ণ বিষয়
তবুও নীড় ও নারীর সম্ভাবনা চিরন্তন জেনে ক্লান্ত প্রাণ
পথিক আমরা, হাজার তিমির রাত্রি নাবিকী সন্ধানে
অসঙ্কোচ চিত্রকল্পে পার হয়ে যাবো
এই শ্লেষাত্মকআবহ যন্ত্রণায় আমরা আদ্যোপান্ত
দূরে ছুঁড়ে দিয়ে নগর ভাসাবো
সমস্ত গোপন গূঢ় যন্ত্রণার কানাকানি ভেদ করে
অথৈ নির্জনে কোন এক বীজমন্ত্র
নতুন জীবনে সঁপে দিয়ে যাবো
একদিকে প্রতিরোধ অন্যদিকে অনুরাগ
একুশ শতকের কাছে সাক্ষী রেখে যাবো।

তবু আমরা এই অনতিক্রম্য বিচ্ছিন্নতায়
কেন ডুবে যাবো
এই মৃত্যুর আধিপত্য কেন মেনে নেবো।

রোজনামচা

প্রতিকারহীন লজ্জায় নুয়ে পড়লো না গাছ
বিব্রত হয়ে চাঁদও ডুবে গেল না রাতের অন্ধকারে
নক্ষত্রের খই গরম বালি ছাড়াই
ফুটে উঠলো আকাশময়
যেমন আমার বুকে রোজ ফুটে ওঠে
ভয়, লজ্জা, ব্যর্থ আক্রোশ
সম্প্রতি সূর্যও উদিত সকালে পোষাক দস্তুর
কেবল আমিই দিন থেকে প্রতিদিন কুঁকড়ে যাচ্ছি মনে মনে
যেমন বেমানান মুদ্রাঙ্কিত
দুর্ধর্ষ প্রভাতী বাজারে একেবারে অচল
গা থেকে একে একে অপহৃত হচ্ছে আসল জলছাপ
ছাল-চামড়া হাত পা রেটিনা জিহ্বা সবকিছু
তালগোল পাকিয়ে কারা ছুঁড়ে দিচ্ছে আমাকে
হাজার লক্ষ বছর পরে জান্তব প্রকৃতির কাছে
আমি গাছ হয়ে গেছি, স্বাভাবিক মানবিক নই
আমি দেখি আমি প্রকাশ করতে পারি না
আমি বলতে চাই আমি বলতে পারি না
হাজার লক্ষ বছর পরে প্রকৃতি আমাকে গ্রাস করেছে গোগ্রাসে
তাই আমি প্রতিকারহীন লজ্জায় নু'য়ে পড়ি না
বিব্রত হয়ে ডুবেও যেতে পারি না রাতের অন্ধকারে।

স্বাধীনতা নাও

এ কেমন স্বাধীনতা
কার স্বাধীনতা
রক্তে-মাংসে-চর্বচোষ্যে বিষ অধীনতা

দুর্নীতির পায়ে
রণক্লান্ত মাথা খুঁড়ে
সময়ের বাঁকে

আটকে আছে
এক টুকরো নদী
তাকে যদি জীবনের স্বচ্ছ স্রোতমুখী
আবার করতে চাও
রক্ত ঝরতে দাও
কেন না এ রক্তে কিছু বিষ ঢুকে গেছে

মাথাকে বুদ্ধির কাছে
হাতকে পায়ের
বন্ধকী কারবার ভেঙে
মুক্তি দাও
সময়ের বাঁকে
আটকে আছে যে নদী
তার খাত খুঁড়ে
স্বাধীনতা নাও।

নির্মাণ

হিসেবের কড়ি বাঘে খায়
কাগজ কবিতা নৌকো ভেসে যায়
দৃশ্যমান জলজ জীবনে

একদিন শিকড় ছড়াবে
একদিন আলিম্পন দেবে
প্রতি দরজায় দীপাবলি হবে

এইসব কথাগুলি অসাড় হেমন্তে
শিশিরের সাথে ঝরে যায়
জানি এইসব শব্দশিউলি
শ্বেতশুভ্র শব হয়ে
ভূশয্যায় গড়াগড়ি যায়

জানি এভাবেই এরা বুকের রক্ত
খুঁটে খুঁটে খায়
তবু হাঁটু গেড়ে শেষ কথা
এই স্বীকারোক্তি— শরীরে রাখি না আমি

আমার চৈতন্যে
কোনো এক প্রজাপতি সবার অলক্ষ্যে
দ্বিতীয় ভুবন গড়ে যায়।

কবি কোল দাও

হিংসার বদলে প্রতিহিংসা
নাকের বদলে নরুণ
এগুলো ঠিক টাকডুমাডুম-এর বিষয় নয়
এটা বুঝতে না বুঝতেই আতান্তরে
মানুষ লেভেল ক্রসিং পার হতে
সোজাসুজি দুর্ঘটনার সম্মুখীন, হৃতসর্বস্ব।
রক্তের নির্ঝরে অভিজ্ঞতা এত কাম্য তার
হাসি কান্না অভিমান প্রতিশ্রুতি
জীবনের ওঠাপড়া প্রতি মুহূর্তে নিঃস্ব করতে চায়
তাই শুশ্রূষার জন্য কবি চাই
পুরোপুরি কবি এক আপাদমস্তক
যে দেখাবে তাকে রূপালি নদীর জল
নীলচে মেঘের ছবি, শস্যভরা সোনালী মাঠের ছায়া
কবি তাকে কোল দাও শুশ্রূষার হাত
বহুদিন সে জাগেনি কোজাগরী জ্যোৎস্নায়
যাদুভরা রাতে দেখেনি অলৌকিক পরীর নৃত্য
বিষণ্ণ অসুখ ভয়ঙ্কর ভাইরাসের মতো
সম্প্রতি জড়িয়েছে তাকে
অসুস্থ সে অথবা অসুখের নিদান
কিছুই জানে না...
কবি তাকে কোল দাও।

কিস্তিমাত

সবসময় কবিরা একটা ভ্রমের রাজ্যে থাকেন
উঠে ভাত খুঁটে খেতে জানেন না
একটা আগলাপাগলা গণ্ডগোলের হাওয়া
তুলে দেন মাঝেমাঝে
মানুষের ঝিমোনো শীতল মাথা এতোলবেতোল করে
দাঁড় করিয়ে দেন দুঃসাহসী তিন মাথার মোড়ে।
এমন অদ্ভুত জীব— এদের সন্ত্রাসও ভালো লাগে না
অবদমনও না
বঞ্চনা, উপেক্ষাও সন্তুষ্ট করে না
মানবতা, মানুষ, ভালোবাসা ভালোবাসা করে
সম্বৎসর ঢোলে-ডগরে একটা নাকিকান্না না তুললে
এদের ভাত হজম হয় না
নিয়ন লাইট, বিউটি পার্লার, ডগ-শো, কক্‌টেল
বহুতলের জৌলুস, বহুজাতিক বাজার
কিছুতেই ভোলে না সব কিছুতেই একটা অনিয়মের
পোকা খুঁজে বের করার বদস্বভাব এদের।
বহুরূপীর মতো কখনো বেদনায় নীল কখনো উচ্ছ্বাসে লাল
আর দ্রোহে বিপ্লবে আগুনে জঞ্জাল।
চিরদিন জ্বললো আর জ্বালালো
জ্বালানোর স্বভাব আদিকাল থেকে
সাধে কি প্লেটো তার 'রিপাবলিক'-এ বলেছেন
কবিদের বিশ্বাস করো না: বড়জোর
স্তুতি করো, মালা দাও, কিছুক্ষণ রাখো চমৎকার
কিন্তু গোছানো-গাছানো রাষ্ট্রে
নিজেদের মতো করে সাজানো সংসারে
বিশ্বাসের দরজা খুলে আবার দিও না
কেন না কখন যে এরা পাগুলে প্রলাপ তুলে
মানুষ নাচাবে, সাজানো দাবার ছক
উল্টে দিয়ে এক মুহূর্তে রাজা খেয়ে
জনতাকে সাথে নিয়ে সমস্বরে
হাঁক দেবে— কিস্তিমাত্— ঠিক নেই।

শরতের রোদ্দুরে সোনার প্রতিমা

'কন্যা তোর
ও লাল জড়ুল
লোকে বলে জন্মদাগ
আমি বলি ভালবেসে
উঠেছে যে বুকে প্রণয়ের ফাগ'

এইটুকু লেখার পর কবির খেয়াল হলো
এসব কেমন পুরোনো আদ্যিকালের ছন্দকথা
সারি জারি গানের আদলে
ফুলতোলা পাড়ের শাড়ির ঢঙে
গাঁয়ের পথে আগমনীর
বুক মুচড়ে দেয়া সুরে
সেকালের কথা একালে মানায় না
তবু কবি আবার কলম ধরেন

'শিশিরের শিরশিরানি রেখেছিস চোখে
রোদ্দুরে চাঁপার রং মেখেছিস মুখে
ভাদ্দুরের রোদ্দুরে
দো-মেটে প্রতিমা
কন্যা তোর সর্বনাশা চোখের ঝিলিক
দৃষ্টি তোর নামা।'

আবার কবির কলম খসে পড়ে
পোস্টার মাইক নেমেছে দিকবিদিকে হাটে-মাঠে
শহরতলির সম্পন্ন বাড়ির গর্ভ থেকে ভাসছে ভিডিওর গর্জন
হলুদ নীল গোলাপি চাঁদার খাতায় পুজো এসে গেছে দরজায়
শুধু টের পাওয়া যায়
কতকাল কাশের গুচ্ছ দেখেনি চোখ
শালুক ফোটা লাজুক পুকুর কবেই চুরি হয়ে গেছে।

রাস্তায় রাস্তায় চন্দ্রাতপ, সোজা কথায়
চাঁদোয়া ছাড়া দেবীর ঝলসানোর ব্যবস্থা পাকা
দমবন্ধ ড্রেন, নোংরা জলা বা হাজামজা পুকুরের

উপরে বা পাশে একরাশ আবর্জনার স্তূপে
মাচা বাঁধার কাজ যথারীতি শুরু
পুজো এসে গেছে
এসেছে শাড়ির দোকানে হুমড়ে পড়া নারীতে
দেড় ঘরের বাক্সবন্দী ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতে
ক্ষমতার অতিরিক্ত ধারে কর্জে কিনে দেয়া
জুতোতে জামাতে
এরই মধ্যে এক টুকরো বন্দী সমুদ্র খেলা করে
দেড় ঘরের ছেলেটার চোখের তারায়
যদিও নদী বা সমুদ্রে কিছু প্রকৃত ছায়া ফেলেনি সেখানে
এসব দিবাস্বপ্নের নেই যথাযথ মানে
শুধু চশমার কাঁচ বেড়ে মাইনাস সেভেনে
তবু দেশলাই-বাড়ির ফ্ল্যাটে ডাকটিকিট-আকাশ দেখে সে
ভাবে এ্যারোপ্লেনের ভাড়া হঠাৎ কি কোনদিন কমবে না
পুরী দীঘা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী
বা সিমলিপালের অরণ্য ওকে পুজো দেখাবে না
কিন্তু চাকরি ডিসমিসের মামলা ছোট থেকে বড় হাইকোর্টে

বাবা তার ভীষণ আনমনা
এ' বছর— এ' বছর কেন কোনদিন হয়তো ওরা
কোথাও যাবে না
কবি আবার তাঁর কলম তুলে নেয়
'শরতের রোদ্দুরে সোনার প্রতিমা
ও মেয়ে তোর বুকে লালসূর্য জড়ুলের দাগ
চোখ রাখা দায়
দৃষ্টি তোর নামা।'

চন্দ্রমুখী মেয়েটি

চন্দ্রমুখী মেয়েটিকে অবিকল চাঁদের মতো বললেও তার ধনসম্পত্তির
সব কিছু বলা হলো না

বলা হলো না সে তার ঐশ্বর্য ধার করে এনেছে
তার জোছন লাবণ্য, কোন এক নয়কোটি ত্রিশলক্ষ মাইল
সুদূর সূর্য থেকে যে তাকে
আলো দিলেও আত্মা দেয় নি
দেয় নি আত্মীয়তা।

পাথুরে রুক্ষতায় তার বন্ধ্যা বুক ভরিয়ে রেখেছে
পরচুলাতে মাথা
তাকে বরফ-সৌন্দর্য দিয়েছে বহুকাল
দেয় নি কোন উষ্ণ শস্য সবুজ ছায়া
শুধু আকাশের শূন্য চোখ তার সাম্রাজ্য বাড়িয়েছে অকাতরে
মহাশূন্যতায়— সেও তাকে সম্রাজ্ঞী করে নি
কোন উর্বর অকৃপণতায়।
দিন তার জন্য নয়
প্রাপ্য তার রাতের আঁধার (কেন না তা না হলে আলো
তার সম্যক ফোটে না)
পাথর থেকে বিদ্যুতের শিহরণে মেঘফুল হওয়া
তার কোনদিন ঘটবে না
একটি তৃণেরও জন্ম সে দিতে পারবে না
তার ফ্যাকাশে মরা আলোতে
স্বাধীনভাবে
তবু চাঁদের সঙ্গে তার সত্যি কি অসামান্য মিল
দুজনেই পা থেকে নক্ষত্র ঋণী
যে যার সূর্যের কাছে
তাই গ্রহণের দোষ না কাটালে তার টেকো শিরে
কোনদিন গজাবে না নিজস্ব চুল।

অগ্নি অভিসার

আগুন জড়িয়ে গায়ে রক্তরাঙা শাড়ি
হাতে নিয়ে কাজলের লতা এসেছিল মেয়ে
অগ্নি সাক্ষী তার অগ্নি তার জীবনের গতি নির্ধারিকা
জ্বলতে জ্বলতে হেঁটেছে সে জীবনের পথ
অগ্নি তার জীবনের সহ সাথী ঘরদোর বিছানা আসবাব সবই অগ্নিময়
এত জ্বালা এত জ্বালা, এত জ্বালা— এ জ্বালাই মালা ছিল তার।
আলোর রোশনাই— আগুন যে আকাঙ্ক্ষিত এত প্রেমময়
সেই ছিল গোপন প্রেমিক রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনে জড়ানো
এতকাল এ সন্দেহেই ঘুরেছে— কে সে বন্ধু
কার তেজে তেজবতী এ অন্ধ আঁধার ঠেলে
আলোর যাত্রায় কি সাহসে চলেছে সে এতদিন
সব প্রশ্ন মুছে দিয়ে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সে
আগুন নিয়েছে বুকে চরিত্রহীনার মতো মহাসুখে
এই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিসার
সারা গায়ে আজ তার আগুন চুম্বন ক্ষত কাজলের দাগ
কাজললতাকে ফেলে তাই দেখো আগুনের পাশে সে শুয়েছে আবার।

চিত্রহার

চিত্রহার— চিত্রহার ভেবেছিল অবোধ মেয়েটি
ভেবেছিল প্রেম মানে ফুলবাগান প্রেম মানে ফুলবাগানে দৌড়োদৌড়ি
প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টি, আলিঙ্গন, অবশেষে আশ্লেষে চুম্বন
ভাবতেই পারেনি যে সংসার মানেই এক সম্পূর্ণ আত্মদান
সংসার মানেই এক অন্ধকার বিভীষণ বন
যে বনে জটিলতা, অসংখ্য শ্বাপদ প্রাণী
শ্বশুর সিংহের মতো শাশুড়ির ব্যাঘ্ররাশি হালুম গর্জন
যে বনের মাঝখানে বয়ে গেছে প্রাণঘাতী স্রোতস্বিনী নদ না ননদ
ভাবতেই পারে নি সে প্রেমিকের আশ্রয় পরীক্ষার কেন্দ্র এক
পদে পদে সুকঠিন প্রশ্ন তার অধিকাংশ রুচিহীন যার কোন নেই সদুত্তর
সঙ্গে সে আনেনি ধন, সোনাদানা ফ্রিজ কিম্বা টি ভি

পারে না সে মাছ কাটা, জল আনা, নিয়মিত রান্না করা— বরও বর্বর
ক্লান্ত হোক শ্রান্ত হোক রোজ তার দেহদান খাঁড়া ঝোলে মাথার উপর
সকলকে খুশি করা কিছুই পারে না সে, অপটু এমনই এক তালগোল কেবলই পাকায়
সকলেই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ রুদ্র মূর্তি— সংসার ভাসায়
তাই নাটক না জমতেই একদিন ড্রপসিন, কিল ঘুষি ঝাঁটা লাথি
শাখা ভাঙা গাল কাটা রক্তাক্ত শরীর
ঊর্ধ্বশ্বাসে পথে নামে পঞ্চদশী চিত্রহার
একশ ভাগ হার আর দু মাসের বাচ্চা পেটে
সামনে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যত
পেছনে রইলো পড়ে অবোধের সংসার কলঙ্ক অতীত।

তার জন্য আগমনী গাও

দেশটা চলে যাচ্ছে মৌলবাদীদের হাতের মুঠোয়
রোখো— রুখে দাঁড়াও
এই প্রজন্মেও কি সুশীতল রক্ত বয়
একান্ত চেতনাহীন নিঃসাড়ে গোপনে·বাহান্নোয় রাষ্ট্রভাষা দাবী চেয়ে
যে রক্ত উত্তাল ছিল গলিতে রাস্তায়
উনসত্তরে যে রক্তগোলাপ ফুটেছে গণ অভ্যুত্থানে
উন্মত্ত হৃদয়ের স্বপ্ন কামনায়
ত্রিশ লক্ষ মানুষের সে উত্তপ্ত রক্ত
এখনো কি বিবরে ঘুমায়!
ডাক দাও কোথায় সেই টগবগে যুবকেরা
মুক্তিযুদ্ধে প্রাণপণ অস্ত্র তুলে ভেঙে দিল আঁধার দেয়াল
কেন আজ সূর্য আটকে অন্ধকার
যবনিকা টানা হচ্ছে সে দিগন্ত পারে
দেশটা চলে যাচ্ছে মৌলবাদীদের হাতের মুঠোয়
রোখো— রুখে দাঁড়াও

এখনো তোমার মেয়ে নির্বাসিতা
পরের আবাসে
তার জন্য আগমনী গাও।

একলব্য

মনে পড়ে একলব্য যে হাত তোমার
ক্ষত্রিয়ের প্রতিস্পর্ধী আকাশের কাছে
ব্রাহ্মণের ছলাকলা সে তপস্যা হাত
কিভাবে গুঁড়োলো?
তাকাও তাদের দিকে
তোমার আঙুল তুলে কারা নিয়েছিল
রক্তবীজের মতো আঙুলে আঙুলে
একলব্য তপস্যার সারি
দেখো আমার জিভকে যারা টেনেছিলো
কতোকাল অহেতুক বোবা কান্নাকাটি
একলব্য তপস্যা সেই কাটা জিহ্বা জুড়ে
কি আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে জুড়ে দিয়ে আজ
প্রাণে প্রেমে বাঙ্ময় করেছে আমাকে।

রুদ্র চাবি নাড়ে

সমস্ত জঙ্গল যেন হামাগুড়ি দিয়ে চোর
রাতে উঠে আসে
বুকের দরজায় এসে ঠাণ্ডা হাত রাখে
খোলা কি খোলা না
শতচ্ছিদ্রে সুরধ্বনি আকাশগঙ্গায়
দেহলীন হাঁকে
কেউ জেগে আছো না ঘুমন্ত সবাই
ঘুম না বিষের ভাণ্ড শিরোরোগে
রাখিব কোথায়
তবু সমস্ত জঙ্গল যেন হামাগুড়ি দিয়ে ফের
রাতে উঠে আসে
বুকের দরজায় এসে রুদ্র চাবি নাড়ে
সমস্ত বিষের ভাণ্ড উল্টে দিয়ে

ঘুম নিয়ে যায়
কাক ভোর হা হা করে
রৌদ্র নিয়ে আসে শুষ্ক মণিকর্ণিকায়
সমস্ত জঙ্গল তার পদচিহ্ন
মুছে ফেলে দিয়ে উধাও কোথায়।

যুদ্ধ এক উন্মাদনা

কুরুক্ষেত্রে কে হয়েছে যুদ্ধজয়ী
কৌরব? পাণ্ডব?
হিরণ্যপ্রান্তর ছেয়ে মানুষের শব
রক্তগঙ্গা বয়ে যায় গভীর বন্যায়
ভেসে যায় কুন্তীর গান্ধারীর নাড়ি ছেঁড়া ধন
যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ধ্বনি চিরদিন
ডুবে যায় শোকের কান্নায়
শ্মশানের শান্তি থাকে স্তব্ধ সর্বক্ষণ।
চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার পথ
কে পেয়েছে কোনদিন,
যতই পাতুক কান মাতৃগর্ভে জেনে নিক জয়ের কৌশল
চিরদিন নাগালের বাইরেই থেকে যায়— যতই সবল
সপ্তাশ্বরোহী ঠিক জানে
কি করে পাতাতে হয় ষোল বছরের
অভিমন্যু মারবার ইঁদুরের কল।
যুদ্ধ এক উন্মাদনা সকলই বিফল।

রক্তহীন নির্বাক কবিতার মতো

এই শহরে পাশাপাশি বাস করার গৌরব আর দারিদ্র্য
বড়ো অস্বাস্থ্যকর দারিদ্র্য
এত দরিদ্র কারো যেন কাউকে কিছু দেবার নেই
এই এলাকার মানুষ জল বৃক্ষলতা বন চাষবাস
মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বিন্যাস
সিটি থেকে মেগাসিটির দিকে দ্রুত দৌড়ুচ্ছে

গায়ে গায়ে ধাক্কাধাক্কি তবু কাউকে
কিছু সত্যি করে দেবার নেই কারো
সব পুকুর জলাভূমি পুষ্করিণী পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে
হাওড়ার কঙ্কাল পড়ে আছে বালির বুকে
রুদ্ধশ্বাস— গৌরব উড়ে যাচ্ছে
আকাশের বুকে শুধু দারিদ্র্য পড়ে আছে
রক্তহীন নির্বাক কবিতার মতো।

গ্রামমুদ্রা

রমণীর গর্ভকোষে জন্মবীজ ফুঁসে আছে
তীব্র অপেক্ষায়
মুমূর্ষুর চোখে থমকানো নীল মৃত্যু
দিন ভুলে গেছে তার নিত্য পরিক্রমা
রাত কালো ঘোমটা তোলার ঢলাঢলি

রাজপুরুষ নামিয়েছে রাজছত্র শিরস্ত্রাণ, পাদুকা
বালক ভুলেছে চপলতা

কিশোরী চটুল হাসি গান।
সৃষ্টি স্থিতি জন্ম মৃত্যু
সব এক ঘাটে জলপানের জন্য সার বেঁধেছে
অনন্ত সময় বন্দী নিস্তব্ধ গ্রামমুদ্রায়।

সঙ্গীতজ্ঞ মেয়েকে মা'র অনুরোধ

মেয়ে তুই গান গাস গলা চিরে রক্ত ঝরে
আলাপের উচ্চ অঙ্গ নিখুঁত ধরিস তুলে
সুরের বাহারে
ব্যথা তোর সব জানা— তবু তোরই তো দায়িত্ব আছে
নতুন প্রজন্মের জন্য সুর তুলে ধরা এ ছন্ন প্রহরে
তোকেই সাজাতে হবে সুরের মহড়া
জানিস তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছি
ঘরানার ঘর ভেঙে গেছে
ঘরানার ঘর বাঁধা নূতনে পুরানে
যোগাযোগ— সেও এক আর্ট, সবাই পারে না
স্বচ্ছন্দ স্বাধীন মেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত তুই
নূতন রাগের দাগে পদছন্দ রাখ
বুকে তোর বহু সুর অনেক বন্দীশ
সুর মেলানোটা যেন বন্ধ না হয়
লক্ষ্মী মেয়ে খেয়াল রাখিস
গাইতে গাইতে তুই পাবি পথ মান, অপমান
ব্যতিক্রমী শক্তি তোর আছে সেটা জানা
দুই রাগে কোনখানে সত্যি মিলে সঙ্গীতের বান ও তুফান
মেলবন্ধনের তুই জানিস ঠিকানা।

হাসপাতাল ফেরৎ সদ্য বিধবা

হরলিকসের পূর্ণ কৌটো ভরা বোতলের জল
শূন্য গ্লাস, লুঙ্গি, গেঞ্জি, হাতপাখা
সবকিছু ফিরিয়ে আনলো প্লাস্টিকের বোবা ঝুড়ি
কিছু বলা— সকলের সঙ্গে কাঁদা নির্জীব জীবন
তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।
শুধু সাক্ষী রইলো, এমন যৌবন, এমন জীবনও নির্জীব হয়
শুধু এক দম চাপা নিষ্ফলতা নিয়ে দেখলো সে
কিছু তার কাজ লাগলো না

চোখ খুলে একবারও দেখলো না একদার প্রদীপ্ত যৌবন
জীবনসঙ্গিনী তার 'বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী'
বিললাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা'
কার কাছে রেখে গেল তাকে
উপরে আকাশ— নিচে শুধু বিলাপের মাটি
চার হাতে সংসার গড়ার সূচী
পত্রেপুষ্পে উদ্যান সাজালো শুধু, ধরলো না ফল
সদ্য বিধবার জন্য রয়ে গেল অনন্ত বিরহ
রোদন সম্বল।

একুশের স্বর— আমার অক্ষর

এমন প্রফুল্ল সূর্যোদয় ঢেকে কার ছায়া হাত
আমার কবিতা মেঘের চাদরে মোড়ালো কে
মুখে বুকে দিল অস্ত্রলেখার রক্ত আঘাত
এমন সকালে কে হৃদয়ে নামালো অন্ধ রাত
আমি তো দেখেছি রক্তনদীতে লাল পলাশ
মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ কালের রাখাল
আততায়ীদের স্বীকারোক্তি টেনে করে বার
তারা অক্ষর দিয়ে অক্ষর জুড়ে গড়ে ইমারত
ক্ষেতে জুমে ধান ফসলে বাতাস
ধ্বংস লালসার থেকে মানুষ বাঁচানো কবিতার কাজ
মেঘ উড়ে যাবে খররৌদ্রের সূর্যকণায়
রক্তাক্ত এই দুঃখের নদী থাকবে না
স্রোত থেকে স্রোতে ভেসে যাবে সব আবর্জনা
আমাকে বাঁচাবে তোমার ছন্দ নব কলেবর
তোমাকে বাঁচাবে আমার সঙ্গী ভাষা অক্ষর
আত্মীয়তার বিনি সুতোর সেই মালা জেনে

প্রতিটি একুশ প্রতি ফাগুনে
ফিরে আসে তাই
মানুষ মরবে ক্ষণজন্মা তবু
বনের আড়ালে জুমিয়ার টং ঘরে আমার আশা
দুঃখ ও সুখে রাগে অনুরাগে গড়ে যায় ভাষা।

গ্রীষ্মের পদাবলী

আমি একা অন্ধকারে
মাকে নিলে
বোনকে নিলে
ঠুকরে খাচ্ছে কাকে চিলে।

আমার স্বদেশ
আমার বাড়ি
আমার ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি
পড়ে আছে
ঐ ভাগাড়ে
পড়ে খাচ্ছে গড়াগড়ি।

আমার মেয়ে
খাবার চেয়ে
মরুভূমির বালি পেল
মৃত্যু এসে
মিছিল করে
আমার স্বজন তুলে নিল।

বিপ্রলম্ভ

টেলিগ্রাম জানালো
তুমি রণাঙ্গনে মৃত এক সৈনিক
মৃত্যুর শীতল কোলে অসহায় শবদেহ এক
অথচ মাত্র সেদিন গেছো
এখনো উষ্ণ পদচ্ছাপ
মাটির নিকানো আঙিনায়।

কাল সন্ধ্যায় আকাশপাতাল জুড়ে
যে দুরন্ত ঝড়ে
আমার জুঁইয়ের লতা ছিন্নভিন্ন
করে দিয়ে গেছে
তেমনি বুলেট ছুঁড়ে ছিন্নভিন্ন করেছে তোমাকে।
আর কোনদিন সে বুকে মাথা রেখে
আবেশে আমার চোখে স্বপ্ন নামবে না।
শক্ত বাহু দু'টি দিয়ে
পাহাড় পর্বত ভেঙে
সবুজ শস্যের ক্ষেত যেভাবে বুনেছে
সেভাবে আমাকে তুমি
আর বুনবে না।

নতুন যুদ্ধসাজ

আগর বনের ছা
এদিক ওদিক চা'
কালের রাখাল দিচ্ছে ধু'য়ে
সবুজ গৈরী গা
অবাক হয়ে দেখছিস কি
গা-ময় যে তোর ঘা।

ডুবতে ডুবতে ডুবিস না
নাকটি তুলে রাখ
চতুর্দিকে জমছে কেবল বদ্ধপচা পাঁক
খুনী রাস্তার আঙুল তুলে বিভীষণের হাঁক
দু'হাত সচল রাখ্
দু'পা চলতে থাক্
ধূলায় ধোঁয়ায় বন্ধ ঘরের
দরজা খুলে যাক্।
যেসব গোপন হাত
সাজিয়ে তুলছে ঘরের ভিতে
দাবার ঘুঁটির ছক
চিনতে তাকে খুঁজে নিতে
জাগিস রাত্রি তক্।
অসুর ফেলে সুরের বোধন
ভোরে অনেক কাজ
গায়ের ক্ষতের নিরাময়ে
নতুন যুদ্ধসাজ।

হেঁটে যায় মিছিলের ঢেউ

স্বাধীনতার মুখ আমি দেখিনি মিছিলে
যারা আজ এসেছিল ট্রাক গাড়ি করে পার হেড পাঁচ টাকা দরে
দায়বদ্ধ অধীনতা সর্বাঙ্গে তাদের ভূষির কালির মত লেপটে ছিলো
সেই কোন মধ্যরাতে স্বাধীনতা
যুদ্ধশেষে তখনো স্বপ্ন কিছু অবশিষ্ট ছিলো মানুষের চোখে
পঞ্চাশ বছরে তার পর্ব অবসান
এখন শুধুই আছে অর্ধমৃত পুরোনো শ্লোগান
এখন শুধুই হাঁটা, হেঁটে যায় মিছিলের ঢেউ
শুধুই মিছিল হাঁটে, হাঁটে না তো মানুষের কেউ।

কোথায় মানুষ দেখ
বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস
হতাশ্বাস, ক্লান্ত প্রাণ বুকে

গরীব গরীব ধনী আরো ধনী
পাঁচ বছরের বেশী কেউ কোন কথা রাখে না তো বুকে
তাই আমি দেখি শুধু পাঁচ বছরের মুখ
যতই মিছিল হাঁটে— যত হাঁটে মিছিলের ঢেউ
পাঁচ বছরের বেশী প্রেম ও প্রগতি
বাঁচে না তো কেউ।

কাঁটার ঝোপ

নিজস্ব কোন অভিজ্ঞান না থাকলে
কি করে পার হবে তেপান্তরের মাঠ, মরুভূমির বালি
উট গর্ভবতী হবে ভয়ে গর্ভাশ্রয়ে গুঁজেছো লুপ্
ভিস্তিতে ভরেছো জল, থলিতে শুকনো ফল এক রাশি।

কিন্তু নিজস্ব কোন অভিজ্ঞান না থাকলে
মরুঝড় কাউকে দেখায় না পথ
বুকে রাখে না ওয়েসিস্
শুধু উটের জন্য পথে থাকে কাঁটার ঝোপ।

কুরুক্ষেত্র

কমলা আমার কি হলো বল্ তো
আমার শরীর কি হিমবাহ ঢল
বরফ শ্যাওলা?
আমি কি সত্যি কবরস্থ জীব

পরতে পরতে মৃত্যুশীতল
মাঠ জুড়ে পাতা নীল সতরঞ্জ কাদা পিচ্ছিল
খাল কাটা জল আটকানো শ্বাস
আমার কি এই ধূলিময় থেকে
উঠে গেছে বাস

আছি কি না আছি— আছি স্মৃতি জুড়ে
কানে আসে শুধু বিবাদী বেহালা
বিফল গোপনে শুধু বুকে পোড়ে
দ্যাখ, ঐ মাঠে যোধ সারি সারি
তুই শুধু বল্ কি করে যে পারি
হাত থেকে খসে তীর-ধনু ঢাল
কৃষ্ণ কথায় কান বেসামাল
অনাত্মীয়তা কাছে পিঠে নেই
একই সে অশ্রু একই সে হাসি
কলুর বলদে সব পাশাপাশি

বিফল গোলকে ঘোরে অবিরল
এই কুরুক্ষেত্র কি দেবে বল্ তো
কাটাকাটি করে কোন্ যোগফল
এ কেমন জয় তুই শুধু বল্।

যেমন আছি

গাছের সঙ্গে গাছ, পাথরের সঙ্গে পাথর
ঝর্ণার জলে ধরেছি প্রতিটি অভিজ্ঞতার অক্ষর
পাথরের বুকে ভালো-মন্দ উপদেশের তালিকা
অরণ্যের প্রতিটি পাতায় পারস্পরিক নির্ভরতা
ভালবাসায় ঘন এই আরণ্যক জীবন
এরা কখনো ঠকায় না আমাদের

যে নামেই ডাকো, যেখানেই দেখো পৃথিবী জুড়ে এই আমরা
ঝর্ণার জলে পা রেখে
অরণ্যের প্রতিটি পাতায় ঢেউ তুলে
জিজ্ঞাসু চোখের সারি

প্রতিদিন মিছিলের মতো
আমাকে যদি দেখতে চাও
আমার নাভিকুণ্ড ঘেঁটে বন ছুঁয়ো না।
আমার যা আছে কুয়াশাচ্ছন্ন
আমার যা ছিল তা নিয়ে হৈ চৈ
কিছু মুদ্রা ছুঁড়ে মারো
ঠিকঠাক বেরিয়ে আসে, গরম কেকের মতো বিকোয়
অগ্নিগর্ভ বই অথবা কিছু উচ্চ গবেষণাপত্র।
নেগেটিভ থেকে পজেটিভে
কিছু খোলা বুক, ছেঁড়া নেংটি
কিছু নাক-গড়ানো শিশু
লুফে নেয় আন্তর্জাতিক বাজার
কিছু উচ্চ পুরস্কার
আঙুলের ফাঁকে কলম
(ঠিক যেমন তীর ধনুক)
ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি পৌঁছে দেয় আমাদের
দৈনন্দিন সকালে প্রভাতী চায়ের আসরে
দাবী রাখে কারো ঘুমন্ত চোখের পাতায়
খোঁচাবেই এরা।
কয়েকটি বসন্ত পার হলে
ধুতি কুর্তা
বন্দুকধারীদের ভয়ে ভক্তিতে
আমরা এক সঙ্গে জড়ো হই
কিছু শুনতে
শুনি ঘন্টার পর ঘন্টা
এভাবে সমবেত ভালবাসায় আচ্ছন্ন আমরা
খালি হাতে ফেরাতে পারি না কিছুই
তাই আমাদের জন্য নয়
ওদের জন্যই
যেমন আছি থাকবো চিরকাল।

এখানেই থাকি আমি সকলের পাশে

একটি দুঃসহ গ্রীষ্মে
কেদার গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী ইত্যাদি চারটি ধাম
বুকের আকাশে নীল চিল ঘুরে ঘুরে আসে
ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ফেলে রাখে বরফের পাশে
আমি পাইন-বার্চ হয়ে হিমেল হাওয়ার ঘ্রাণ নিই প্রতিটি নিঃশ্বাসে
কিন্তু তখনই মুইখুমু হাফলক্ ফোটে
চারদিকে খরা লাগে মৃত্যুর শীতল দূত
মারী ব্যাধি হয়ে আসে আমাদের ঘরে
সন্ত্রাস যন্ত্রণা ষড়যন্ত্র হয়ে ঠিক এ সময়ে জোটে
দশমাস দশদিন আকাঙ্ক্ষার গর্ভবীজ
মাছি বা মশার মতো বাজারে শহরে
সমস্ত শরীর মন হিম করে অকারণে ঝরে
তখনই হৃদয় থেকে হিমালয় মুছে যায়
দুঃখ যন্ত্রণার অশ্রুগলিত লাভার মতো
দেহ-মন জুড়ে শুধু পোড়ে আর পোড়ে
কোথাও যাই না আমি এখানেই থাকি
থাকি সব যন্ত্রণার অন্ধকার জুড়ে, কখনো বা দূরে
বিশ্ব বইমেলা দেখি রাজধানী দিল্লীর শহরে
বিশ্বের সব যানবাহনের মেলা
'৯৬ একস্‌পোর মেলা
চোখ ধাঁধাঁনো কোরিয়ান সুন্দরীদের পায়ে পায়ে খেলা
কে কাকে দেখায় দেখে— সব দেখি, তবু মন থাকে পড়ে
রবীন্দ্র ভবনের বইমেলার সামান্য চত্বরে
কবি সম্মেলনের ডাকে হাতছানি ঘোরে
আগরতলা থেকে যদি শতক্রোশ দূরে
তবু আগরতলা খেলা করে রক্তের অক্ষরে।
তাই কোথাও যাই না আমি এখানেই থাকি
যদি কোন গ্রীষ্মে পুরী ওয়ালটেয়ার
দীঘা ঘুরে আসে কোন অথৈ সাগরে
বুকের নির্জনে রাখে নীল নীল মাছ— তবু
কোথাও যাই না আমি এখানে থাকি সকলের পাশে।

বর্ণালী

পূর্বজন্ম থেকে উঠে আসে মায়ালোক অযুত বছর
কুয়াশার চাদর সরিয়ে সাতটি স্তম্ভের স্থাপত্য দৃঢ় সরলতা
পুবের নতুন সূর্যে খচিত হচ্ছে অপূর্ব খিলান
আমার চোখের তারায় প্রতিফলিত হচ্ছে
নতুন দিনের বর্ণালী
সময়ের ভাঁড় থেকে বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে
ভুলে যাওয়া স্বপ্নের সুগন্ধ
হৃদয়ে হৃদয়ে তাকে ছড়িয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আজ
আকাশজোড়া ছবি এঁকেছে শিল্পী
তুলি তার ডুবিয়ে নিয়েছে সাতটি রঙের গাঢ় বর্ণে
রঙে কি ছন্দও দোলে
দোলে গুহায়িত বুনো ফুলের গান
এসব তো ছিল প্রস্তরীভূত ফসিলের কথাবিলাস
তবু বীজ বাড়ে— দুঃসাহসের দুর্মর স্মৃতিচারণে
পাহাড় ফাটিয়ে দেখো অঙ্কুর জাগছে দৃপ্তবোধের কাঁপনে।

মাথা তুলবে সারিবদ্ধ সুরে

দীর্ঘ হামাগুড়ি আর চলবে না
উঠে দাঁড়াবে প্রতিবাদ
প্রতিবাদের ধ্বনি এক প্রান্তর থেকে আরেক প্রান্তরে
যাযাবর শহর পিচগলা রাত্রির খোলস ছেড়ে
মুখোশ-পরা দরজায় দরজায় সূর্য বাঁটবে
প্রতিটি প্রতিধ্বনিতে
হাজার মাইল জুড়ে পড়ে থাকবে না
স্বদেশের গলিত শব
রাজনীতির গোপন চাতুর্যে
ক্ষুৎকাতরতা আর ক্রোধ বুকে নিয়ে ভেড়ার পাল
আর ভাসবে না গড্ডালিকা প্রবাহে
আতুরতা ছুঁড়ে ফেলে সাময়িক রোগাক্রান্ত

আগাছার মতো কবিরাও জান্তব শরীরে
চারপাশে ষড়যন্ত্র অস্থিরতা হাওয়া ভেদ করে
আকাশের দিকে মাথা তুলবে বিদ্রোহী বৃক্ষের মতো
সারিবদ্ধ সুরে
খুঁজে দেখো কোথায় তপস্যা শান দিচ্ছে সে শব্দের তীরে।

ক্রুশবিদ্ধ যীশু যেন তুমি

(বিমল সিংহকে)

রক্ত ঢেলে ক্রুশবিদ্ধ অগ্রসর হয়ে গেলে তুমি
পিছনে রইলো পড়ে পিঙ্গল আকাশ ,
ঝড়ো বধ্যভূমি।
রয়ে গেল তোমার বিশ্বাস নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
স্বপ্নবীজ প্রতি ঘাসে ঘাসে, হিংসার জমিন ঢেকে
প্রতিজ্ঞার কণা বধ্যভূমি সবুজ বানাবে
রয়ে গেল তোমার রক্তের লাল
অগ্নিসম্ভবের কণা মৃত্যুর নখর থেকে পিঙ্গলের জাল
ছুঁড়ে ফেলে শুরু হবে জীবনের উত্তপ্ত মিছিল।

সেইদিন ভুল পথে খুঁজে খুঁজে মানুষ যখন
একাকী হিংসায় দীর্ণ ক্লান্ত অভিশপ্ত
হন্যে হয়ে চায় কোন ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয়ের ভূমি তখন
নিঃস্বার্থ গাছের ছায়া তুমি তার মাথার উপরে
সেইদিন আরো দীর্ঘ আরো প্রলম্বিত
দশদিক জুড়ে তাপিত প্রাণের জন্য আরো
স্নিগ্ধ আরো সত্য হবে।

একটি ধ্রুপদী নারী জেগে থাকে নীল তপস্যায়

(৩১ মার্চ উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত বিমল সিংহের স্ত্রীকে)

অনন্ত রাত্রির কালো নেমে আসে
মৃত্যু নির্বাসনে, তবুও
নারীটি তাকে শুদ্ধ জাগরণে
নীল তপস্যায়
যে গেছে সে গেছে, জানে
পেছনে রয়েছে পড়ে তার ভালবাসা
অনন্তের প্রতিশ্রুতি সজীব বন্ধনে
তাকে দিতে হবে রোদ বৃষ্টি মেঘের মহিমা
গর্ভের উষ্ণতা চরাচর এ সংসারে
ফুটিয়ে তুলতে হবে পুষ্পিত ঘোষণা
দিক থেকে দিগন্তে এ নারীকেই দিতে হবে
গণ্ডুষপ্রমাণ প্রেম জলবিন্দু
তাতেই মাটির বুকে সুস্থতা উঠবে জেগে
বৃক্ষশিশু মাথা তুলে চিনে নেবে রোদের পিপাসা
এত কিছু হবে বলে এই মৃত্যু কালো উৎসবেও
শুধু একটি ধ্রুপদী নারী জেগে থাকে নীল তপস্যায়।

ফুলাংতির থালায় তুলে কবে দেব ভাত

চঙপ্রেঙ-এর কান্না শুনে চমকে উঠি এ ব্যস্ত শহরে
যাদুকলিজার পালা সারারাত বৃষ্টি হয়ে ঝরে
এ বছর খরা শুধু
বুনো আলু মাটি খুঁড়ে তোলে দুটি হাত
চঙপ্রেঙ-এর কান্না শুনে চমকে উঠি কাঁদি সারারাত

দুটি হাত মাটি খোঁড়ে, বাঁশ ভাঙে
দুটি পায়ে কন্টক-বেদনা
দুটি চোখ পোড়া মাঠ
ছবি হয়ে চোখে ভাসে অসহ্য যন্ত্রণা

এ শহরে আমি ঘুরি চাকা ঘোরে
রিক্সায় মিশে ক্লান্ত পদাঘাত
চণ্ডপ্রেঙ-এর কান্না কবে সুর হবে
ফুলাংতির থালায় তুলে কবে দেব ভাত।

তোমরা আমাকে দিও শুদ্ধ নিরাময়

অশ্রুত গানের পংক্তি শব্দ ঢেকে দিয়ে
ছড়ায় নিজেকে
হৃদয়ের হিমঘরে সব ইচ্ছা
হিমায়িত হয়
চৈতন্যের ঢেউ তবু সালোকসংশ্লেষে
মগ্ন এ শরীর জুড়ে জাগ্রতই রয়।
এ কেমন নির্বেদ জাল জড়ায় আমাকে
এ কেমন ভালোবাসা তবু কথা কয়
ঝর্ণার কাছ থেকে ছন্দ ধার এনে
তোমরা আমাকে দিও শুদ্ধ নিরাময়।

ঘোষণা

আমি এক জোড়া-তাড়া মানুষের দৃপ্ত অহংকার
হাতের শিরায় বেদনার সমুদ্র-গর্জন
মস্তিষ্কের কোষে অগ্নুৎপাত
পায়ের নিচে জমি ভূকম্পনে
টলমল করে বাঁকাচোরা
বিরুদ্ধ ঝড়ের মুখে বিপন্ন চারণ করে
ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুর প্রহরা
তবু আমি ভালোবাসা আঁকা অক্ষরে হাত তুলি

গড়ে তুলি শূন্যেই উদ্যান
চারপাশে অনুভব করি
আমার শ্বাসের সাথে
জীবন ফেনিল স্বাদু উষ্ণ বহমান।

অ-গ্রন্থিত কবিতা

দলিতদের ডেস্ক থেকে

১.

মেয়ের প্রতি মা

ওরে মেয়ে, মেয়ে তুই কেন মেয়ে হলি
ছেলে ছেলে— তুই কেন ছেলে হলি না
নয় মাস দশ দিন এই অসাড় গর্ভের জ্বালা
কেন দিলি বল্, কেন দিলি
তোকে তো চাই নি আমি
কে চেয়েছে তোকে— পরিবার, পরিজন
দেশবাসী, ভারত সরকার, কে চেয়েছে তোকে
নাক মুখ গোলাপি ঠোঁট
কোঁকড়ানো চুল ছাই-ভস্ম নিয়ে
এ সমস্যা-সংসারে তুই কেন এলি বল্
কেন এলি এ খোঁয়াড়ে এ নরকে
এর চেয়ে আর কোন সুমসৃণ বধ্যভূমি
খুঁজে-পেতে কোথাও পেলি না
চলে যা, চলে যা— তুই চোখ খোলার আগে
চোখ বুজে যাক
চলে তো যেতেই হবে কৈশোরে যৌবনে
ধর্ষণে নয়তো কোন অপহরণে
নয়তো মরবি তুই আগুনের আঁচে
কোন সাধে মেয়ে জন্ম এ রৌরবে বাঁচে
বল্ কেন তোকে নাম দেব অপর্ণা কি বীণা
জানি আমার শুভেচ্ছাও তোর মৃত্যু আনবে না
কেন না এমন কচ্ছপ-প্রাণ মেয়েদেরই আছে
এ গরল সংসারে তাই দাঁত কামড়ে বাঁচে।

২.

মা-র প্রতি মেয়ে

মা, আমাকে বলেনি কেউ জন্ম থেকে
—"তুমিও মানুষ; শুধু মেয়ে মাত্র নও
তোমার শুধু লজ্জা ত্যাগ সহিষ্ণুতা নয়
রাগের ভাগও আছে, অধিকার আছে
কিছু না পেলে অন্তত চেঁচিয়ে ওঠার।
মাস মাস দুঃখ যন্ত্রণার ঋতুচক্র নয়
বাইরের জলবায়ু আকাশ মানুষ
এসব দেখার শখ তোমারও থাকতে পারে
জন্ম থেকে বিয়ের পিঁড়ির মন্ত্রে কান ভারি নয়
তুমিও একটু হাসো ভালো করে বাঁচো
ভাবো দেখো ওঠো ছোটো
কি পারো, পারো না।
পেটের খিদেই নয়, মাথা তুলে
মনের খিদেও বলো।"

না, এসব বলেনি কেউ—
জন্ম থেকে শুধু শুনে গেছি
"তোমার চাইতে নেই, কাঁদতেও নেই
এত জোরে গলা তুলে হাসতেও নেই
যখন যা খুশি তা বলতে নেই
ইচ্ছেমতো পা বাড়িয়ে বাইরে যেতে নেই
সদর দরজায় এসে দাঁড়াতেও নেই"
মা, এত 'না'-র সমুদ্র ঠেলে তবুও এগোচ্ছি
হ্যাঁ-র দিকে
এভাবে চলে যেতে আমাকে কখনো বলো না।

লক্ষ্মীর পাঁচালী

কাকে কাকের মাংস খায় না— লক্ষ্মী
মানুষ মানুষের খায়
এই শীর্ণ হাড়গোড় বার করা ছাতি
শত ছিন্ন ফ্রকে, ঘষে ঘষে বাসনের স্টেন তুলে
তুই মন পাবি না। যারা তোর ঠাঁই, পাশে আছে
অজস্র খুঁত ধরবে— তুই মিথ্যেবাদী মেয়ে
তুই নাকি রান্নার বেসিনে শুধু হাত নয়, মুখও ধুয়েছিস
তুই এই
তুই সেই
তুই নাকি...

এত অজস্র বৃষ্টি হলে আমি একা কত ছাতা ধরি
তোর ছোট মাথার উপরে
তোর মা-তো উগরে দিয়ে গেছে তোকে
পাঁচ বাচ্চার এক বাচ্চা আমার হেঁশেলে
আমি কবে বারবার বিনীত দরবারে
মন্ত্রীকে গলাবো, কবে তুই অভয়নগরের
হোমে জায়গা পাবি
তোর সব ভয় দূর হবে— অভাবের ভয়
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-মৃত্যু ভয়
তারো চেয়ে বড়ো ভয় রেডলাইট এরিয়াতে
রক্তচক্ষু দিন, যা তোর মতো প্রত্যেকটি মেয়েকে
দিনশেষে বে-আব্রু গিলে খাবে রাতের আঁধারে
তোর ফর্সা প্লাস্টিকের বালা পরা হাতে
নীল নীল শিরা ভাসে
ছোট বুক কাঁপে কাশির ধমকে
কি করি বল্ লক্ষ্মী?

সাজিয়ে দিলাম পুজোর ডালা

দেখো, আমার বাগানে কত কথা সাজিয়েছি
তোমার প্রকাশযোগ্য শুধু তুলে নাও
শুধু একবার শব্দ করে বলো— ভালো আছো
শুধু একবার শব্দ করে বলো— ভালোবাসো
শুধু একবার শব্দ করে আরো হাসো
দেখো বিবর্ণ পৃথিবীতে কি বিরাট বিপর্যয় আসে
ধূলিতে, শিশিরে ঘাসে ঘাসে

দেখো মানুষ কেমন সব ভুলে গিয়ে
আরো কাছে আসে
শুধু মুড়ি-মুড়কির মতো শুভেচ্ছার ঘন বৃষ্টি
বাতাসে ছড়াও
দেখ যে কবির জন্য তুমি দিকভ্রান্ত সে শিয়রে
শুধু চোখ তুলে চাও।

কোন এক গ্রাম্য গৃহবধূর খোলা চিঠি

যে কবিতা এখনো লেখাই হয়নি, কলমেই আছে
তারই দু'টি কথা লিখবো কি বলো তোমার কাছে
কে-ই বা শুনবে কে আছে আমার তুমি ছাড়া
তুমি তো আমার দুঃখের সাথী মা-বোনের বাড়া
কিশোরী বয়সে মনে সাধ ছিলো অনেক কিছু
ধানক্ষেতে ধান গোয়ালেতে গাই, পাশে স্বামী কোলে শিশু
এসব তো গেল কাব্য কাহিনী সাজানো কথা
এখন তবে সাদামাটা সুরে শুরু হোক মনোব্যথা—

দিদি,
আমি ছোট্ট এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটখাটো বউ
আমাকে জড়িয়ে আছে দারিদ্র্য গ্রাম্যতা
চারদিকে আছে কুসংস্কারের শক্ত লতাপাতা
লোহার দড়ির মতো শক্ত, নারকেলের ছোলার মতো কর্কশ
নড়তে-চড়তে গেলে হাড়ে লাগে
চলতে চাইলে পাকে পাকে বাঁধে।
শুনি সারা দেশ বিশ্ব জুড়ে
সভ্যতার নাকি কতশত আয়োজন
তারই মধ্যে আমি এই দরিদ্র দেশের
গরিব গ্রাম্য মেয়ে, কপাল যেমন
জন্মের দিন থেকেই দুঃখের পদচিহ্ন পড়েছে দুয়ারে
আনন্দের শঙ্খধ্বনি কোনদিন বাজলো না তার
জন্মলগ্ন থেকেই যেন খেটেই চলেছি আমি
অভাবে-স্বভাবে আর ইচ্ছা-অনিচ্ছায়
মৃত্যুলগ্ন পর্যন্তও পরিশ্রমই থাকবে চিরসাথী।
আমার নবজাতক জন্ম নেয় অন্ধকার নোংরা আঁতুড়ে
আমি যখন নতুন জীবন দিই
মৃত্যু তখন মোষের মতো আমার পিছু তাড়া করে।

শেষ ঘোষণা

পুরোনো চাঁদের সেই যে স্বভাব এখনো গেলো না
পূর্ণ হলেই ফুসলিয়ে আনে প্রবল জোয়ার
তোমার চোখের ইঙ্গিতে আমি ভুলে যাই সব
যুদ্ধ ও মারী অপবাদ সব যত আছে আর।
এই বিবৃতি কাগজে ছাপালে
জলছবি হবে
এই ঘোষণাকে আকাশে ছড়ালে
ফুলঝুরি হবে

এই আনন্দ দূর মহাদেশে
রূপকথা হবে।
হবে না কিছুই আকাশের চাঁদ ভূমিশয্যায় গড়াগড়ি খায়
শুদ্ধ প্রেমিক হয়ে যদি বুকে না-ই রাখো হাত
নিশ্চিত জেনো এবার তুমি কুড়োচ্ছোই
আমার গোপন এবং দারুণ অভিসম্পাত।

আমি কৃষ্ণা

আমি কৃষ্ণা যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা
সংগ্রাম অধীন
পঞ্চপাণ্ডবের পাপ কৃতকর্ম পাওনা দিতে
আজন্ম প্রয়াস
আমি নিদ্রাহীন
কৃষ্ণা আমি— আমাকে পারে না ছুঁতে
দিনান্তের প্রাত্যহিক
ক্ষুদ্র মলিনতা
অগ্নিভ আকাশ আসে আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে
ঢেকে দিতে
দুর্বল ক্লীবতা
আমি কৃষ্ণা— নিয়মের রজ্জু ছিঁড়ে
চির ব্যতিক্রমী
চির দুর্নিবার
যেখানে পাপের ডালি পূর্ণ হয়
নিষিদ্ধ জীবনে
ধ্বংস আনি
একাকিনী রণাঙ্গনে
বীর্যময়ী
সাধনা আমার।

কবি পল্লব ভট্টাচার্যকে

আহা, কবি তুমি কারো পোষা টিয়া নও
সদ্য গজানো শিং নিয়ে যুবক বাইসন
বাণীবনে কি আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করো
ছিন্নভিন্ন, ছিন্নভিন্ন, ছিন্নভিন্ন...
শব্দে শুধু রক্ত ঝরে রক্তে শুধু শব্দ করে
তোমার আক্রোশে নাকি চাবুক মারতে পারো
ভালো হে, চাবুক মারতে পারো ভণ্ডামীর পিঠে
রক্তকে ঝরিয়ে পিঠ ছিন্নভিন্ন করে
দশ আঙুলে আঙটি তুলে মাছের বাজারে
চড়া দামে যে দুর্নীতি মাছ তুলে নেয়
তার ঘৃণ্য জিভ থেকে স্বাদ নিতে পারো?
চাবুকের ঘায়ে?
শিশুর মুখের দুধে ভেজাল মেশায় যারা
চাবুক মারতে পারো বিবেককে খুঁজে?
ঘায়ে ঘায়ে রক্ত মাংসে
ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারো?
আর্ত রোগীর মুখে ওষুধের ছলে
চোখের চামড়া তুলে অন্য কিছু দেয়
তাদের চোখেতে তুমি চাবুক মারতে পারো?
অন্ধকারে ছিন্নভিন্ন করে অর্থের লালসা
তাকে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিতে পারো?
'বেশ্যা' শব্দ বারবার উচ্চারণ করে
কি দেখাও? বাহাদুরী?
শব্দের চাতুরী? দুঃখে সমঝদারী?
বেশ্যারা স্বাধীন জন্তু। পয়সা দিলে মাংস দেয়
না দিলে দেবে না। ইচ্ছে করলে উপোসে
মরতে পারে— ইচ্ছে করলে চুরি
না হলে ভিক্ষের ঝুলি
স্বাধীন জেনানা।
কিন্তু যারা বিনা প্রেমে বিনা মূল্যে
বাধ্য হয়ে ক্লান্তিকর দেহ দেয় দু'মুঠো
ভাতের দায়ে, ছাদযুক্ত ঘরের আরামে
কোন ছুটি নেই— আইনের চাদর তুলে

এই বেশ্যাত্বের গায়ে চাবুক মারতে পারো?
ছুটি দিতে পারো— মানুষেরই ইচ্ছে নিয়ে
হ্যাঁ বা না করার শক্তি দিতে পারো?
বেপরোয়া না-ই যদি পারো
তবে কী আক্রোশে কচি শিঙে (যাবে নাকি ভেঙে)
ছিন্নভিন্ন করো তুমি শব্দকেই শুধু!
শব্দকেই তুমি শুধু ছিন্নভিন্ন করো।

রবীন্দ্রনাথ

দিগন্ত জুড়ে এত বড় ছায়া
এত ঘন মায়া এত কেন সুর
তোমার ছায়ায় হাঁটবো না বলে
রাজপথ ছেড়ে আলপথ ঘুরে
বহুদূর হেঁটে বহুদূর ছুটে
বসেছি যেখানে সেখানে মাটিতে
আলগোছে ফুল
বুকের কোটরে গন্ধ ছড়ালো
মাটিতে যখন রেখেছি দু'হাত
সেখানেও মূল রবীন্দ্রনাথ

কবি আমার

একটি বুলবুল হঠাৎ প্রতিবাদী সুর তুললো
জুমের পোড়া টিলায় ধোঁয়াটে গন্ধের মধ্যে
একটি মৃতপ্রায় শুকনো নদী হঠাৎ বুকে দেখলো বন্যার স্বপ্ন
কালো মেঘের ছায়া দেখে
নিঃস্ব ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ইতস্তত বঞ্চিত মানুষেরা নড়েচড়ে বসলো
কোন এক অরণ্যের সুর শুনে।
একটি কবির জন্য একটি প্রজন্ম পথ চেয়ে বসে থাকে
কবি মাটি খুঁড়ে রাস্তা বানায়
লোকগুলি হাঁটবে ছুটবে বলে
সংগ্রামের জন্য ভালোবাসার জন্য ঘর বাঁধার জন্য
নষ্ট ঘর জোড়াতালি দিয়ে বসবাসের জন্য
কোন প্রিয় কবির হাত ধরে মানুষ অগ্রসর হতে পারে
চলিষ্ণু যোদ্ধা মানুষের ক্লান্তি মুছে নিয়ে
সে যাত্রায় জোর দিতে সুর দিতে পারে
চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং।

কবি দিলীপ দাস -কে

যাত্রায় যাবার সময় অন্তর থেকে
ঘোমটা খুলে কেউ যদি মুখ দেখায়
এত জীবন্ত পরিচ্ছন্ন মুখ
অন্তর্লীন স্রোতে ভাসা দুটি জীবনের ঢেউ দুটি চোখ
জানাজা থামিয়ে বলতে ইচ্ছে করে
দাঁড়াও আবার চোখ তুলে দেখে নি' তোমাকে
উপপ্লব সময়কে পাশে রেখে তোমার কবিতা
এত রোদ ছায়া এত সুর এত উজ্জ্বল বিভাস
কোথা থেকে সব বুকে নিয়ে ফিরে এলো
তার ডাক শুনি

এত জোরালো বাকপ্রতিমায় হৃদয়ের ডাক
পরম নিগূঢ় স্বরে তীক্ষ্ণ কথা বীজ
শুদ্ধ শব্দে সঙ্কুচিত তোমার
বার্তা রাখে বনে ও জীবনে
এত অবেলায় এই ডাক
হৃদয়েও পথ জানে
না হলে এমন করে মৃত্যু থেকে জীবনে
পথ বদলে যায়
নৈঃশব্দে বিলীন হয়ে যাবো বলে অন্তর্জলী
পথে দাঁড়ি টানে
মুখরিত হয়ে ওঠে তোমার সুস্বর তোমার অক্ষর
কবিতা জীবন দুই-ই আছে অপেক্ষায়
শূন্যতার শেষবিন্দুতে তুমি কিছু নির্মাণ করেছো
একটি কবির চোখে এমন বিবেকী প্রেম
এখনও জেগে থাকে পাশাপাশি এত দ্রোহ আর প্রেম
এমন স্বপ্নের ঘোর ঘুম বেয়ে
আলো হয়ে পৃথিবীতে নামে
জীবন মৃত্যুর সীমা মুছে যায়
কত অবলীলাক্রমে
চির ভ্রাম্যমান আমি জলে ও জঙ্গলে
ঘরে পড়ে কাটালাম বেশ কিছুদিন
মনোমত মাটির সন্ধানে—
চলে যাবো তেমন করে আজো চোখ তুলে
চাইলো না কেউ
তোমার শ্লোকের মধ্যে যাত্রাকালে
শোকের দর্শনে নাকি অপরূপ সুখের দর্পণে
দেখলাম নিজের বুকের ছবি ভালো করে
একখন্ড মাটি যেন সৃষ্টির সন্ধানে
সেখানে আমার ইচ্ছের বীজ
জন্ম নেবে আবার জীবনে

দশরথ

সমালোচক সাহিত্যিক জনগণকে একজন বলেছিলেন
— স্যার কবিতা কি?
তিনি বলেছিলেন, কেন স্যার? কবিতা কি নয়
এটা বলা সহজ— আমরা সবাই জানি কোনটা আলো
কিন্তু আলো কি এ ব্যাখ্যা সহজ নয়।
দশরথকে তেমনি সহজ নয় ব্যাখ্যা করা
কত পথ কত মত মিশে তৈরি হয়েছে যে জয়রথ
তারই কান্ডারী দশরথ।
আমাদের অজস্র কুমারী বুকের প্রথম আবেগ
অজস্র মানুষের প্রাণ ঢালা ত্যাগ
অজস্র মানুষের উন্মাদনা, স্বপ্ন , স্বাধীনতার মুখ
গাঢ় পিচের মতো অন্ধকার ছড়িয়ে সূর্যের মুখ
সব একটি অস্তিত্বে ধরেছেন যে ভগীরথ
প্রাণগঙ্গাকে সহস্র বন্ধন ছিঁড়ে
বইয়ে দিয়েছেন শত সহস্র উপোসী জনপদে
যে জাতীয় সম্পদ তিনিই আমাদের
অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ
তিনিই দশরথ।

না পদ্য— পদ্য না

কবিতাগ্রাহ্য অনেক বিষয় ছিলো
হাঁ করে গিললো রাবণের জ্বলা চিতা
তিনটি ডাইনী ঝুলো চুলে কিছু বললো
উড়ে গেলো তার সকল সাম্প্রতিকতা
দুধ ফটফট সন্ধ্যার কোল বেয়ে
গড়ালো কিছুটা মলমল-গোছি প্রেম
ভন্ডর মালে ষন্ড লোকটা নেচে

চিৎকার করে, আঃ! এই নিকষিত হেম
গুমটির পিছে নাট্যকারেরা হেসে
ব্রাভোভাই, বলে যেই দিলো হাততালি
গিলটি গিলটি কয়েকটা টিকটিকি
দেয়ালে কাঁপানো লেজ খসা খসখসি।
আম্রমুকুলে ব্যাঙাচির মতো আম
লেবু ফুলে কিছু হাবা পরীদের ধাষ্টামী
কবিতার ফ্রেমে ঢুকতে গিয়েই ভড়কালো
কাট্ কাট্ বলে সূত্রধারের পাগলামি।

তোমার অভয় হস্ত প্রসারিত করো

তাবৎ সংসার ছেড়ে বোধিবৃক্ষে যেতে
শুধু চারটি দৃশ্যই তোমার প্রয়োজন ছিলো অমিতাভ
দৃশ্যমান দুটি চোখের সঙ্গে দুটি অদৃশ্য সংযোগ
দুয়ের সঙ্গে দুয়ে চতুর্বর্গ নয়
শুধু শেষ বর্ণ তুলে নিলে হাতের মুঠোয়।
চার কোটি চার লক্ষ চার হাজার দৃশ্য দেখে দেখে
কয়লার মতো কালো হয়ে গেছি অমিতাভ
এখনো সংসার আগে সং হয়ে পড়ে আছি
তোমার আশায়
রাস্তায় পরিবেশ দূষণকারী ট্রাকের হুঙ্কার
অক্ষম আত্মার ঘষটানি খাঁচার ভেতর
পরিষ্কার জল-বাতাস করুণার স্বপ্ন দেখি শুধু
পুড়ে যাওয়া সময়ের মবিল গন্ধ বুকে
বৃক্ষ দাও বোধিসত্ত্ব— সেই বৃক্ষ দাও
আশ্রয়ের আচ্ছাদন মেলে দিক মাথার উপর
ত্যাগের ধূসর আলো শিকড়ের মতো কান্ড
বেয়ে অজস্র নামুক
এই বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ হয়ে মোক্ষ দিক আমাদের
তোমার অভয় হস্ত প্রসারিত করো
ভরা করুণায়।

রঙ বদল

ছোটবেলায় গন্ধ নিতাম
নতুন কাগজ এলেই
নতুন বইয়ের পাতায়
নাক ডুবিয়ে।

বিয়ের পরে
স্বামী বিদেশ গেলে
ফেলে যাওয়া শার্টের
রোমাঞ্চকর গন্ধ ছিলো এসব।

এখন শুধুই
দলবদলের
রঙবদলের গন্ধ শুঁকি
মাঠে ঘাটে
ঢঙ বদলের
রোমাঞ্চও আর আসে না।

পল্লবেরা নিয়ে এলো শরৎ সকাল

একটানা বর্ষণের পর
পল্লবেরা নিয়ে এলো শরতের মেঘ
নীলরোদ হালকা হাওয়া।
থইথই খুশির জোয়ারে কবিতা প্রভাত।
তুমি কেন তার সাথী হয়ে রবীন্দ্রভবনে গেলে না।
সারাটা সপ্তাহ কাটে, একটা ভূতুড়ে ব্যস্ততায়
কোথা যাই কেন যাই কতটুকু যাই
সমীক্ষার অবসর নাই
চতুর্দিকে কিছু অপ্রয়োজনীয় কোলাহল
ঘিরে রাখে বলয়ের মতো

তার মধ্যে আসে যায় চাঁদ সূর্য
কিছু ফুল ফোটে ঝরেও বা হয়তো
ফুল চাঁদ সূর্য পাখি আমাদের মাঝে
ধীরে ধীরে আজকাল অহল্যা দেওয়াল
হঠাৎ হঠাৎ তাকে সবাই কখনো
মেঘাড়ম্বরের পরে যদি পায়— আসে
এমন প্রসন্ন এক শরৎ সকাল।

বাগীবনিতার রাগী উক্তি

আহারে, প্রেমিক যুগল
ডানা মেলে ওড়ো ওড়ো
হুড়োহুড়ি করো
এমন আকন্দের আঠার মতো ঘন প্রেম
একদিন আমাদেরও ছিলো হে
মুখে মুখ বুকে বুক
ঘন্টা বাজলেই প্যাভলবের কুকুরের মতো
লালা ঝরা
একে নিয়েই সুখে ছিলাম হে
দোল পূর্ণিমার দিনে কাদা মাখামাখি।
শাড়ি-গাড়ি-পার্টি-পিকনিকের ছড়াছড়ি
ওড়াউড়ি
মন না খুলেই চোখ না তুলেই গা ভাসিয়ে
ক্ষেতের শ্যাওলা যেন ভাসিয়া বেড়ায়।
এখন এক একবার ইচ্ছে করে
সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে
সবাইকে চিৎকার করে বলি
প্রতিমার তলায় খড় দেখেছো হে খড়
ভালোবাসার তলায় ভণ্ডামী।

নগর কোটাল

নগর কোটাল লাঠি নামাও
মাথার ঝুড়িতে কথা আছে
কিছু তিতা কিছু মিঠা
কিছু কথায় মরে বাঁচে
ঝুড়িত যারে ডিম ভেবেছো পাথর বা ডিম হতে পারে
সুরুৎ করে ফুরুৎ পাখায় হাওয়ায় হয়তো উড়তে পারে
সওদা যখন গরমাগরম
বর্ম খুলে চর্ম পোড়ায়
নগর কোটাল লাঠির ঘায়ে ঝুড়ি ফাটাও বাক্য লোটায
উলটা-পালটা শিবের নাচন
গাজন গেঁজে জমে ভারি
নগর কোটাল তোমার টুপি রঙিন এবং মনোহারি
কিছু পাঁঠা ঘাসে আছে
কিছু হাঁস সমুদ্রে যায়
নগর কোটাল তোমার লাঠি শূন্যে
আটকে ডিগবাজি খায়।

নিজের ঘরে

কাকের বাসায় কোকিলের মতো বাস্তুচ্যুত
সংখ্যার পাশে শূন্যের মতো যত্র-তত্র
আর কত?
আশ্রয় থেকে আশ্রয়ন্তরে
পায়ের তলায় মাটি এত সরে
হয় পিতা নয় পতির অথবা
পুত্রের দিকে তাকিয়ে মরে।
ভি.সি.পি না পেলে
আগুনের দাহ জ্বলে যায়
টাকার পীড়নে চতুর্দশী
বিষ তুলে খায়

অধিকার আছে এতো শত শত
বাকসেতে দামি গয়না
কোথায় পরবে জীর্ণ শরীর
এত দামী
জ্বলুক আগুন জলে ধুয়ে যাক
মাটির শীতলে আশ্রয় পাক
এবার নতুন খোলসে
বীজের জন্ম হোক
বৈশাখী ঝড়ে নতুন বছরে
নিজ ঘর তারা
পাক ঘরে ঘরে।

শেষ লাইন লেখা হয় নি

আমার কবিতার শেষ লাইন
কিন্তু এখনো লেখা হয় নি....
এরই মধ্যে আরেকটি কবিতা সন্ধ্যা হাজির
দেখুন না, দু'মিনিটের কবিতা দু'ঘন্টার হাত ধরে
পরিক্রমায় বেরিয়েছে হাজার বছর সন্ধানে—
উদাসীন ভিড় ঠেলে ঠেলে ঐ অশ্বমেধের ঘোড়া
দিগজয়ের শব্দ সন্ধানে দিগ্বলয়ে দ্রুত ও অব্যর্থ
নিশ্চিত তৃণের সাজে সমৃদ্ধ প্রেমিক
কবে তার দক্ষিণ পাণি রাখবে বিদ্রোহী কেশরে
পরিক্রমা পরিপূর্ণ হবে—
উন্মুখ আকাশ জলঘট উপুড় করবে।
রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজনে
জলের গভীর থেকে বাঙ্‌ময় উঠবে
শব্দমালা সুগম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণে —এখনো কত বাকি
অগ্নিবাহী পতাকার জয়রথে
পরিক্রমা সংসার তার

শ্যামল বনানীর তার আন্দোলিত বাহু যাত্রাপথে রেখেছে বিছায়ে
নির্জনে রেখেছে তার গোপন কন্দরে
অভিনন্দনের ভাষা— অপেক্ষায় অধীর এখনো।

কবিতা-সন্ধ্যার জন্য আমি তো
তৈরি নই এখনো।

পায়ের দাগ থেকে সবাই পিছনে

অন্ধকার শ্লেট জুড়ে
        এমন প্রখর সূর্যের দাগ টানা
নখের ডগায় কালো অক্ষরের
        এত রুদ্র সাক্ষীসাবুদ নিয়ে
দুঃসাহসী হৃদয়ের এমন ভ্রমণে
        অতন্দ্রকে শুধু মহাশ্বেতা
মানুষের কাঁটাতার গন্ডী ভেঙে দিয়ে
        অরণ্যের নগ্ন বুকে ডুবে
অধিকারহারাদের মাঝামাঝি
রক্তাক্ত ক্লিষ্ট হৃদয়ের কত কাছাকাছি
কতদূর যাওয়া যায়
        কতটা সম্ভব এও এক
দৃষ্টান্ত রাখলে
        তিরস্কার পুরস্কার দুই-ই এখন
তোমার পায়ের দাগ থেকে
        পিছনে সবাই।

খবর

এ বসন্তে আর ফুল ফুটলো না
দায়ী কে— তুমি আমি
মক্ষিকারা অথবা পাগল
অভিযোজন কেউতো জানে না
পূর্ণঘট উলটে দিতে খুব বেশী
তৎপর যে লোক
তারই শোকে সবাই কাতর
জোর বৃষ্টি হয়
এ বছর মক্ষিকারা পলাতক
পুণ্যশ্লোক মহারাজ যুদ্ধে গেলো
উষ্ণীষ মাথায় চন্ডাশোক
প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি লোক
জনারণ্যে গেলে নাকি
পুণ্য হয় সাগর সঙ্গম
তুমি আমি লাইন করে সবাই গেলাম
এদিকে ফুলের বাগানে দস্যু নাকি পাগল
কেউ যেন লুটেপুটে গেলো— কলি থেকে ফুটলো না ফুল
জানি না কে যে দায়ী তুমি আমি
মক্ষিকারা অথবা পাগল

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার বরে

এ বছরের শেষ শারদীয়া স্যুভেনিরের লেখা হাতে নিয়ে
ভদ্রলোক হেসে বললেন— আপনি এবার করছেন কি
আর কোন প্রসঙ্গ আর কোন বিষয়ান্তর পেলেন না
পূজা প্যাণ্ডেলের সব লেখা ছেয়ে শুধু মেয়ে আর মেয়ে
যে প্রেসে ছাপাচ্ছি আমরা
দেখলাম সেখানে, আপনার লেখা জুড়ে প্রসঙ্গ মহিলা
আমি বললাম— জানেন তো আপনাদের ব্যাখ্যা মতো

মেয়ে মানেই মায়া— সূর্যের পিছনের ছায়া
আর ছায়া মানেই তো অন্ধকার
অন্ধকার আলোকাভিসারী
তারও কিছু দাবী থাকে তার কিছু চাওয়া
ঘটা করে মায়া বল্লেও সে ম্যাজিক কিছু না
তারও লাগে অন্নজল, বাস্তুভিটা, হাওয়া, প্রতিষ্ঠার বেদী
ঘট পেতে মেয়ে পূজা দেবী আরাধনা
লক্ষ্মী মেয়ে সরস্বতী মেয়ে
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা সেও যদি মেয়ে
ঢাক ঢোল বাজিয়ে যদি এত শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রার্থনা
এত যদি নিবেদন, এতই বন্দনা
সেই মেয়েদের দুর্গতিতে— কিছু বর্ণনায়
আপনাদের পক্ষ থেকে উচিত তো সায় দেয়া
যদি চান ধর্ষণ বধূহত্যা বন্ধ হয়ে যাক
যদি চান এদেশে মেয়েরা শ্রদ্ধা নিরাপত্তা পাক
বন্ধ হোক তাচ্ছিল্য অপমান টিটকিরি. গঞ্জনা
তবে অবশ্যই বলুন আরো বেশী করে প্রসঙ্গ উত্থিত হোক
মহিলা প্রসঙ্গে
আরো বেশী আলোচনা
আরো বেশী কথা— তাহাদের ব্যথা
ঢাকে ঢোলে বেদীমূলে উচ্চারিত হোক উচ্চস্বরে
এক চক্ষু হরিণের নিদ্রিত সমাজ উঠুক জাগিয়া
দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার বরে।

আমি নারী হতে চাই

আমি জন্ম জন্ম নারী, শুধু নারী হতে চাই
নারী যে সৃষ্টির সমবয়সী
অস্তিত্ব যার কৃত্রিম প্রথানির্ভর নয়
মহিমা যার বিশ্ববিধানের অন্তর্গত
অনন্য সুন্দর গর্ভধারিনী এবং স্তন্যদায়িনীও
জনকত্ব— সেতো স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকেও ক্রয় করা যায়
সভ্যতার ইতিহাসে পিতা
সে তো বিবাহ প্রথার সমবয়সী মাত্র
নারী— সেতো আবহমানের
টেস্টটিউবে বিজারিত ভ্রূণটিকেও
গর্ভে স্থাপন করতে হয়— তার কোন বিকল্প নেই।
তবু অজস্র মিথ স্তুতি, হেনস্থা যন্ত্রণা
লতাতন্তু পাকে পাকে জড়িয়েছে নারীকে
গুটিবদ্ধ করেছে নারীকে — এরই থেকে
নারী বেরিয়েছে গুটি কেটে প্রজাপতি গৌরবে নয়
রক্তে মাংসে ঘামে আপন চেতনায়
মৃত্যু বুকে ধরেছে বারবার শুধু জীবনকে দেবে বলে
শুরুর সে সংগ্রাম তার চলছে এখনো
হয়তো চলবে চিরকাল
কারণ শক্তিহীন পৃথিবীর মুক্তিহীন ছবি
কোন শিল্পী দুঃস্বপ্নেও আঁকবে না
আঁকে না কখনো।
জীবনের সব রঙের তুলি হাতে নারী বেরিয়েছে
দেয়াল লিখনে তার প্রাপ্য দখল নিতে
আমি জন্ম জন্ম সে যাত্রায় সাথে থাকবো তার।

কবিতা অর্কিড

এখন কবিরা খুব ব্যস্ত নানা কাজে নানা জয়ন্তীতে
ভাবলে অবাক লাগে এসব কৃতবিদ্য জ্ঞানী ও গুণীরা
শুধু জয়ন্তীর জালে আটকানোর জন্য
ক্ষেপে ক্ষেপে এই পোড়া দেশে জন্ম নিয়েছিলো
এখন সবাই তারা খেপলার জালে
জড়িয়ে গেছেন সেই আপাদমস্তক।
তাছাড়া জীবন এমন এক অনন্ত বিস্ময়
এত তর্ক বিতর্কের প্রতিযোগিতার
আর কবিরা যে এতোসব বিষয়ের
ক্লান্তিহীন সহযোগী— বিচারক হতে পারে
এও এক আবিষ্কার মহৎ বিস্ময়।
স্ব-লিখিত কবিতা এত উৎসবে এত সম্মেলনে পড়া
সদাই সক্রিয় থেকে রচনায় সদা আপ টু ডেট
এও সোজা নয়।
ঢিলেঢালা কবিদের সেই শিথিলতা আজ নিতান্তই অবাস্তব
ব্যাকডেটেড কথা।
তবে কথা হলো— এতসব তাপে-চাপে ভীড় ও ভাট্টায়
বেচারা কবিতা
কেমন উদ্বাস্তুর মতো ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে
উপযোগী ভূমি খুঁজে শিকড় ছাড়ছে না।
তাই কবিরা অর্কিডের মতো শুধু পর্ণৈশ্বর্যে
যখন যেখানে পারে ঝুলে বেঁচে আছে।

স্বজন সে মন

মনে রাখতে না চাইলেই মনেও থাকে না
মনও মনেরই মতো এত বাধ্য এত আত্মজন
হাতে তুলে ভাঙাচোরা বাঁচার আদরে
ঢেকে রাখে ছিন্নভিন্ন দহন স্মরণ।
এত চুলচেরা কথা, এত ছেঁড়া ছবি
মুখ খোলা কৌটো থেকে
কর্পূরের মতো শুধু গন্ধ রেখে
উড়ে যায় কাউকে বাঁচাতে
ভারশূন্য স্মৃতিহারা নতুন স্বপথে
তিলতিল বেঁচে উঠি বাঁচতেই হয়
স্মৃতির দরজা খুলে থাকে সর্বক্ষণ
নিপাট বন্ধুর মতো স্বজন সে মন।

যুগলবন্দী

কে বলে কবিতা অপ্রাসঙ্গিক
সাতিশয় কবিতা বিরহিত
ঐ পুরুষ ও রমণীকুল
কতটা প্রাকৃতিক, কতটা প্রাসঙ্গিক
কতটা ধরেছে আকাশ, সময়, নান্দনিক ছবি
কতটা গৃহহীন কতটা আশ্রয়চ্যুত
অসহায় সমর্পিত বিশ্বমুহূর্তের অংশীদার কতখানি
আলেয়া আলো কবিতাই থাকুক
নক্ষত্রপুঞ্জের পথে
কবিতার হাত ধরে যদি হাঁটে
হাত ধরে কবিতার

বিশ্বস্ত কবিতা সঙ্গী
তার সাথে
ভাবাসঙ্গে চিরবিদ্ধ তার পাশে
কবিতাই হাঁটে
হাঁটায় তাহাকে
অস্থির মজ্জায় কিছু পাথেয়ও রাখে
চিরায়ত ভবঘুরে দুজনেই
চিরকাল যুগ্ম প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক
মায়াবি অভিক্ষেপ অনন্য যুগলবন্দী।

দুই ছেলে

গনগনে আগুনে যখন পুড়ছিলো বন
তখন তুমি কার্তিকের মতো সরু গোঁফ
ছেঁটেছিলে আয়নায় ঘন সন্নিবদ্ধ
মনোযোগে হাত কাঁপলে গোঁফ বাঁকতো— যত জঞ্জাল

আমি নীলকমল, রাক্ষসের ছেলে
আমার ভাত রাঁধে নি কেউ
না মা, না সৎ মা
লোহার কড়াই চিবিয়ে বাত বেড়েছে চিরকাল
আমার পেছনে রাতের অন্ধকার— খোক্কসের পাল
পুড়তে পুড়তে ঘর যখন পুড়লো
ছাইয়ে ছাইয়ে যখন ভরে গেলো দিনকাল
তুমি বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে বঁড়শি ছুঁড়ে দিলে
রাক্ষস-খোক্কস চার না খুললেই বনবাদাড় পার— কি আকাল

তোমার লক্ষ্মী ছেলে লালকমলের বাঁধা ঘর, সাধা গান
মাঝেমধ্যে সাজানো বিশাল ফুলবাগান
আমি দূর থেকে যখন দেখি, আক্রোশে জ্বলি
হাতে আমার এখন খেলনা নয়, স্টেনগান— কি কপাল।

কেন হবো বানভাসি

ক'পাক ঘুরলে জীবনে বছর আসে
বয়স্ক হয় কখন জীবন চলা
গাধার সামনে ক্যারট ঝুলিয়ে হাসে
সুবিধাবাদের চেলা সব ছলাকলা।
আমরা হাঁটবো আশায় আতুর হয়ে
আমরা কাঁদবো জীবন যাচ্ছে বয়ে
আমাদের হাসি চুরি করে যারা বাঁচে
হৃদয় পুড়ছে যাদের প্রেমের আঁচে
তাদের আমরা পেছনে রাখবো আগে
এখনো যদি না সিদ্ধান্তে কোন আসি
চিরকাল শুধু ক্যারটের ঘ্রাণ নিয়ে
অকূল পাথারে কেন হবো বানভাসি

আমি আছি

আমরা কি কেউ একজন নিরপেক্ষ স্বার্থরক্ষায়
একটু স্বতন্ত্র থাকতে পারি না
একটু উপরে পৃথিবী ছাড়িয়ে নয়
নোংরা মাড়িয়েও নয়... একটু উপরে
যেন সব দেখতে পারি, তিন বছরের
পিঙ্কির মতো সত্য ক্রোধে মুখ ব্যাদান করে
বলতে পারি— এই চুপ থাকো
দেবো একটা থাপ্পড়—
যে যেখানেই দাঁড়িয়ে থাক যেমন জামা পরে
ভুল করলেই দোষ করলেই সত্য ক্রোধে তার
চুল ধরে কান মলতে পারি অথবা
খোঁচা দিয়ে বলতে পারি সাবধান
লাইনে থেকে বেলাইনে যেয়ো না
আমি আছি, চোখে ধুলো দিয়ে
যা-তা করা কখনো চলবে না।

মৃত্যুমিতা

আমাকে ফিরিয়ে নাও উৎসমূলে
অনামা শরীরে
গন্ধ শব্দ দৃশ্য সব খুলে মুছে নিয়ে
সেই উষ্ণ স্যাঁতস্যাঁতে ছায়ার গভীরে
শরীরের সার গলে আবার জীবনে
পদার্থের নব বিভাজনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতাতপ সঙ্গমযন্ত্রণা
গন্ধ-শব্দ-দৃশ্য সব খুলে মুছে নিয়ে
নূতন রচনা।

উৎসমূলে যাত্রা শুরু হবে...
রাশি রাশি পালকের ঘূর্ণিঝড়ে
পাখিরা আবার গেলো
অণ্ডের জীবনে
তুষারপাতের মতো মিহি আঁশ ঝরে
মাছরা জমাট বেঁধে ডিমের কুসুমে
ফিরে গেলো জল-লতাগুল্মে।
গাছ নিয়ে গেলো তার পাতা
সবুজ কাণ্ডের বাঁকে
নিজস্ব যা কিছু প্রকাশের ভাগ ছিলো
তাই নিয়ে পৃথিবী আবার
আত্মস্থ হলো পৃথিবীতে
তোরণের ফাঁকে বজ্র গর্জনের ধ্বনি
মিলালো আকাশে
চামড়ার দস্তানা থেকে হরিণের লোম
ফিরে গেলো আবার হরিণে।
সমস্ত কম্বল থেকে পশম ফিরে গেলো
মেষের শরীরে দূর চারণভূমিতে
প্রাচীন শিকড়ের খোঁজে উধাও হলো
কাবার্ড, ক্যাবিনেট খাট, খড়খড়ি, টেবিল
বনের গহনে
দেয়ালের গা থেকে পেরেক খসে
চলে গেলো খনির সন্ধানে
ইতালী জাহাজী ছবি দেয়াল থেকে মেঝেতে
মেঝেতে গড়িয়ে শ্বেত পাথরগুলো তুলে নিয়ে
ফিরে গেলো ইতালীর পথে।
বর্মের পাত, চাবি, রান্নার বাসন
তাম্রপাত্র, আস্তাবলের লাগাম
ঘোড়ার নাল থেকে ধাতুস্রোত গলে
বয়ে গেলো নদী উৎসের সন্ধানে।
মৃত্যুমিতা হাত ধরো, আমাকেও নিয়ে চলো
উৎসমূলে নূতন জীবনে।

স্বর্ণালী সন্ধ্যায়

পঞ্চাশ বছরের সোনালী ছোট্ট খুকি স্বাধীনতা
চল্ তোকে নিয়ে বেড়াতে যাই
আজ স্বর্ণালী বিকেলে আলোর মেলায়
এত আড়ষ্ট কেন রে তুই, সবে তো পঞ্চাশ
এ বয়সে অন্য দেশে উজ্জ্বল যুবতী দাপিয়ে বেড়ায়
এ দেশেও হা-পিত্যেশেও জীবন এখন আর তত ছোট নয়
যেমন যতটা ছিলো তোর জন্মের আগে
ভালো করে জামা জুতো পরে নে রে খুকি
খুব ভালো লাগবে তোর, সব তোর জন্য
তোর জন্য গান নাচ আনন্দ উৎসব
হ্যাঁ, সব কিছু তোর জন্য— তোরই জন্য সব
বিশ্বাস হচ্ছে না, কার জন্য ভাবছিস
না— যে গাড়িতে তোকে নেবো জায়গা হবে না
এতগুলো ভাইবোন উপোসী-খাপোসী
রুক্ষ চুলো বেয়াড়া বেকার
এদের নিয়ে ফিটফাট কোথায় বেড়াবি
মানাবে না স্বাধীনতা— একটুও মানাবে না তোকে
চাল নেই চুলো নেই নিস না ওদের ভদ্রসমাবেশে ওরা কবেই বা যায়
অর্থহীন শিক্ষাহীন কেউ ছোট জাত
অন্তত আজকের দিনে ওদের বাদ দিই
লক্ষ্মী স্বাধীনতা মিছিমিছি ছাইভস্ম সব ভুলে গিয়ে
অন্তত আজ তুই আনন্দেতে মাত
চল্ মেয়ে তোকে নিয়ে যাবো আজ বাগান পার্টিতে
এক বৃন্তে ফুল দেখবি— লক্ষ্মী সরস্বতী
রেশমের খসখস হীরার ঝিলিক দুর্নীতির বাস
হুসহাস গাড়িগুলো খুব মনোলোভা
বড় বড় শহরের বেড়ে ওঠার গুপ্ত ইতিহাস
কিরে এখনো ফুলিয়ে গাল বসেই আছিস কি যে তোর ব্যথা
শহরে যাবি না তুই অরণ্যেতে যাবি
সর্বনাশ, সেদিকেও আরেক জঞ্জাল
ওদিকে কি যায়, কেউ কখনো গিয়েছে
পথঘাট কই বল্, খাবার পাবি না
গরীব গরীব আরো সব লক্ষ্মীছাড়া

উগ্রপন্থী ভয়ঙ্কর বন্য দিশাহারা
কোথায় বেড়াবি স্বাধীনতা পাহাড় পাহাড় নেই
সারা গায়ে হাড়
শ্যামলের আচ্ছাদনে বনের বাহার
তোর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে
চল্ স্বাধীনতা আজকে এদিকে নয়
গোছানো-গাছানো প্যাণ্ডেলে চল্ যেখানে বক্তৃতা
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পুরাকথা
চল্ দেখবি জয়ন্তীর প্রীতিস্নিগ্ধ ম্যাচ
চল্ দেখবি বিজ্ঞানের প্রদর্শনী, ওলো
তোর মন খারাপের এত কিছু নেই
হয়নি হয়নি করে অনেক হয়েছে
এতগুলো পাঁচসালা এতগুলো ড্যাম
(অবশ্য লজ্জার কথা এতগুলো ক্যাম্প)
সে যাক চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে
ভালোগুলো দেখ্— উপগ্রহ সমুদ্রবিজ্ঞান অগ্নিয় প্রগতি
বিচ্ছিন্নতাবাদ রোখা , জাতীয় সংহতি
সবকিছুর দক্ষযজ্ঞ পঞ্চাশ বছরে
আয় স্বাধীনতা, ঘুরে ঘুরে দেখি সবকিছু
খুশিতে উদ্বেল হই— হাততালি দিই
পঞ্চাশ বছরে কতটা বাড়লি খুকি
দেখে খুশি হই, কেননা তোর তো অনেক বাকি
সামনে জটিল পথ, বহু সর্পিলতা
অনর্গল জন্ম নিচ্ছে ভাইবোন সব এত কলরব
অশান্তির সংসারে আসে মলিনতা
যাক, সেও তো ভবিষ্য কথা
আজ ভূত নয়, ভবিষ্যৎ নয় বর্তমান শুধু পঞ্চাশ বছরে
আয় খুকি, সব দেখি এ সোনা সন্ধ্যায় তোর হাত ধরে ধরে।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

মা, তোমার সঙ্গে আমার তো এমন কথা ছিলো না
আমার জন্য সদা সন্ত্রস্ত ইদানীং তুমি বলেছিলে—
দোহাই তোর আমাকে এতটুকু দয়া করিস
আমার আগে তুই চলে যাস না—
মা, আমি তোমার আগে চলে যাই নি
কিন্তু তুমি আমার সামান্য অনুপস্থিতিতে
আমাকে ফেলে চলে গেছো বিনা নোটিশে
কোন সামান্য সুযোগও তুমি আমাকে দাও নি
তোমার মৃতদেহ তোমার ক্রিয়াকর্ম কিছুই আমার
দেখা হলো না
মা, তোমাকে কি আমরা অবহেলা দেখিয়েছি
দীর্ঘকাল তোমার বেঁচে থাকা আমাদের কাছে কি
বিরক্তিকর হয়েছিলো?
তবে এমন সংক্ষেপে তুমি চলে গেলে কেন— এমন নীরবে
এমন অজান্তে তুমি সামান্য সময়ে জীবনের পথ থেকে সরে গেলে
যেন তোমার সুসময় খুব দ্রুত পলাতক হয়ে পড়েছিলো
তাকে দ্রুত ধরতে না পারলে তোমার সম্মান বাঁচতো না
প্রতিদিনের প্রার্থিত ছিলো তোমার যে মৃত্যু
সেও তোমার কাতরতায় এত গলে গেলো
আমাদের অনেকের অনুপস্থিতির ভগ্নাংশের কালে
যে খেলা প্রতিদিন খেলোয়াড়কে জয়ের মুখ দেখায় না
তাকে এমন আচমকা জয়ী করে দিতে পারে সগৌরবে
তোমার হাতে এমন জয়ের তাস লুকিয়ে রেখে তুমি কেন
এত হাহুতাশে ছিলে...
মা, আমি তোমার ষাঠোর্দ্ধ মা-মরা বাচ্চা
চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালোর— বৃন্দাবন এক্সপ্রেসে
কলে পড়া ইঁদুরের মতো নিয়মের বেড়াজালে আটকে গেছি
দু'মাসের আগে টিকিট সম্ভব নয়
ইচ্ছে করলেও উড়ে যেতে পারি না
সকল শোকার্ত পরিজনের সঙ্গী হয়ে
বুক খুলে কেঁদে হালকা হতে পারি না।
তুমি বলেছিলে— তুই তো শুধু সন্তান নোস,
আমার বান্ধবী

ষোল বছরের কালে জন্মেছিলি, আমার খেলার সাথী
লুকোচুরি খেলতাম তোর সঙ্গে। পর্দার আড়ালে আমি
ভয়ে বুক ঢিবঢিব করতো পাছে খুঁজে পাস তুই
মা, ভয় নেই বান্ধবী আমার। আগরতলা গিয়ে আর
কোনদিন খুঁজে পাবো না শরীরী তোমাকে
এবার খুশীতো তুমি সবার উপরে!

কিন্তু জানো তো আমিই পেয়েছি খুঁজে ষোড়শী তোমাকে
চাঁদের দু'পিঠ
অতিরিক্ত ভাবাবেগ অতি উৎসাহ অতিরিক্ত অভিমান
আত্মজন সর্বস্ব, সৌন্দর্য পূজারী
প্রশংসা কাতরতা মধ্যমণি হতে চায় সকলের মাঝে
অন্যপিঠে— পরদুঃখ কাতরতা সম্মানবোধ ব্যক্তিত্ববোধ মিশে
গেছে দেশাত্মবোধে
ফলাফল— কবিতা হৃদয় উৎসর্গিত নয় আর নারায়ণ দুজনেরই কাছে
মা, এরই মধ্যে অসুস্থ অস্তিত্বের গভীর সঙ্কটে মাঝে মাঝে
ডুবে যেতে বিচিত্র অসুখে
গভীর অতল জলে মুক্তি পেতে কতকাল ছটফট করেছো
এবার তোমার মুক্তি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে
প্রতি আলোকের বিন্দু তোমাকে উজ্জ্বল করে শান্তি দিক অন্ধকার ধুয়ে।
আমি তোমার ষাঠোর্দ্ধ মা মরা বাচ্চা
প্রতি অশ্রুবিন্দুতে তর্পণ করছি তোমার উদ্দেশ্যে
তোমার বুকের বিন্দু বিন্দু রক্ততিল গা-ভরা দুধের গন্ধ কোঁকড়ানো চুল
আমাকে কাঁদাচ্ছে
জানি না কি করে হলো মা— যখন তুমি প্রাণহীন শ্মশানের ঘাটে জ্বলে যাচ্ছো
চেন্নাইয়ের সমুদ্রতীরে আমি সমস্ত আকাশ মেঘলা বাতাস উত্তাল
সমুদ্র ঢেউ এমন অভূতপূর্ব অন্ধ হাহাকারে আছড়ে পড়ছে অশান্ত আবেগে
আমাকে বলছে স্বামী— জলে নেমে এসো, ছবি নেবো
আমি সমুদ্র সৈকত ছেড়ে এক পা-ও বাড়াতে পারি নি
জলের উপর জল মাথা কুটছে বিপুল নিঃশ্বাসে
জড়ভরতের মতো বসেছিলাম অকারণ ব্যাখ্যাহীন বিষণ্ণতাভরা
ফেরার পথে দু'একটা জিনিষ নেবো ছোটদের জন্য
কোন পূর্বাপর প্ল্যান ছাড়াই ছোট দুধশঙ্খ নিলাম তোমার জন্য
'ওঁ' লেখা তাতে—
হোটেলে ফিরেই ভাইপো শঙ্খশুভ্র বন্ধু নিয়ে এলো

ওর তো কথা ছিলো বিনায়ককে নিয়ে সন্ধ্যায় আসার— সবাই একত্রে যাবে
পরদিন ভোরে ট্রেন ব্যাঙ্গালোর যাবো
শঙ্খশুভ্র বিভ্রান্ত অস্থির কেন! কেন সে বাইরে ডাকলো স্বামীকে হঠাৎ
অন্ধকার মুখ স্বামী ঘরে ফিরে এলো— কী হলো! উদ্বিগ্ন আমি
শুধুই বল্লেন তিনি — আগরতলা থেকে খারাপ খবর আছে
কী খবর!— আমার শাশুড়ি মা আজ ভোর রাত্রে মারা গেছেন
এ কেমন খবর— তাঁর শাশুড়ি মা— কে হয় আমার? মা!
মস্তিষ্কের কোষে কোষে দুর্বোধ্য কুয়াশা
কিছুই বুঝি না আমি, কিছুই দেখি না
কেন এমন করলে মা তুমি— তুমি নাকি শুধু মৃত নও
তোমার এমন অভিজাত রূপসী শরীর চিরকাল কতো সযত্নে রক্ষিত
প্রাণহীন সে দেহখানি আমার দেখার আগেই
ছাই হয়ে গেছে...
জানি না, মানুষ তো সবাই নশ্বর চিরজীবী নয়
তবু বাক্যহীন গীতিহীন এমন ঝটিতি বিদায়— সুবিচার হলো?
মাঝে মাঝেই অসুস্থ অস্তিত্বের গভীর সঙ্কটে
গভীর অতলে ডুবে মুক্তি পেতে ছটফট করেছো
এবার উজ্জ্বল মুক্তি তোমার প্রার্থিত মুক্তি— মৃত্যু এনে দিলো
এবার আকাশচারী সর্ব অর্থে স্বর্গপথে তুমি
স্বর্গকে ছাড়িয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী
সর্ব সার্থকতা নিয়ে জয়ী হয়ে থাকো
এবার আমারো মুক্তি তোমার 'দোহাই' থেকে মুক্ত আমি
তাই যে কোন সময়ে নিশ্চিন্ত আনন্দে আমি চলে যেতে পারি

দেহিমাম্

ঈশ্বর আমার প্রভু
সম্বোধি বৃক্ষের ফল দাও
ত্রিবর্গ ফলের ডালা তুলে নিয়ে
শেষ বর্গ দাও
তোমার প্রশান্ত ভোরে
রমণেচ্ছা তুলে দিয়ে ভ্রমণেচ্ছা দাও।

তুলো এবং কুলো চাই

দেখো— ঝড় উঠছে ধুলো উড়ছে ঘর পুড়ছে— পুড়ুক
শোনো— মাথা কুটছে বিষ উঠছে ভিত কাঁপছে — কাঁপুক
বোঝো— গ্রাম ভাঙছে মনে হাসছে মেয়ে লুটছে— লুটুক
ভাবো— পিষে মারছে নিজে বাড়ছে খুন করছে— করুক
শেখো— উল্টো হাঁটছে ফিরে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে— ডুবুক
মানো— কেউ কাঁদছে মন ভাঙছে রাগ জমছে— জমুক
চুপ— দেখে শুনে বুঝে ভেবে কি কাঁচকলাটা হবে
শুধু— আমরা কি চাইছি তা আজ সর্বজনে জানুক
প্রথম— পিঠের জন্য কুলো
এবং কানের জন্য তুলো
শুধু শর্ত তাতে থাকবে যেন
সইতে পারি ভালো
এবং আগ মার্কা কুলো হবে
পিওর হবে তুলো।

সে কালপুরুষ

আমার প্রেমিক পুরুষ আমি সর্বত্র খুঁজেছি
গাঢ় স্বপ্নে দিবা জাগরণে
হাটে মাঠে একান্ত গোপনে
কোথাও পাইনি— আমি পাইনি কোথাও।

বিবাদী বাতাস এসে ঝড় তোলে
তীব্র সংগোপনে
খুঁজে নাও চন্দনের বনে— অরণ্যের গহনে
হৃদয়কে তীক্ষ্ণ করো চিনে নাও আপন স্বজনে।
আমি থাকি নিত্য তারই খোঁজে
প্রতিবিম্ব বুকের পাঁজরে
আকাশে মেলেছে মাথা
দিগন্তে হাত
পা রেখেছে উত্তরে দক্ষিণে।

জ্যোতির্ময় মুকুট,
কোমরবন্ধে দ্যুতি তারা আগমনে
নক্ষত্রপুঞ্জের আলো প্রত্যক্ষ মননে
সে আমার একান্ত পুরুষ গাঢ় আলিঙ্গনে।

সে আমার সমস্ত জীবন জুড়ে
সে আমার সমস্ত মরণে
আমার পুরুষ
সে কালপুরুষ
ক্রন্দসী জুড়ে আমার ক্রন্দনে।

মেঘমালা মেয়ে

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে নিয়মিত এসে যেতো
এসে যেতো কালো মেয়ে, মেঘের শরীর
লাঙা ভরা খুন্দ্রুপুই, চিন্দ্রা, শসা নিয়ে
মেঘময় ভালোবাসা জুড়াতো শরীর
কাঞ্চনমালার সেই গারো মেয়ে মরিয়ম
যাকে আমি ডাকতাম মেরী বলে
ছোটখাটো শ্যামলা মেয়ে বৈনারি আমার
প্রতিবার বিনিময়ে অর্থমূল্য কিছু
পূজাপার্বণে পেতো শাড়ি
হাসিতে ঝলসে উঠতো দু'কুনকে আলো
আলোতে বিদ্যুত
নিটোল দু'গালে কথা এত কম
মাঝে মাঝে মনে হতো বোবা মেয়ে বুঝি
কাঞ্চনমালার খুন— দাবানল আজ
কি করে পড়লো মনে সেই মেয়ে আজ
হাসিতে ঝলসে ওঠা দু'কুনকে আলো
আলোতে বিদ্যুত
নিটোল দু'গালে মরিয়ম— মারী বলে
ডাকতাম যাকে।
ভেসে এলো করুল পাঁচল চিন্দ্রা খুন্দ্রুপুই ঘ্রাণ
জানি না মরিয়ম কোথা কেমন বা আছে
ছেলেমেয়ে সংসার কোথায় কেমন
এমন মেঘের মেয়ে, মেঘ নিয়ে আজ
পারে নাকি খুন আগুনে বৃষ্টি দিতে মনে?

ধর্ষণ

ধর্ষণ যে পরাজয়, এই সাদা কথা
হায় প্রভু, এই সত্য কথা অনেক পুরুষ এখনো জানে না
বাজাতে যে পারে না, সেই ভাঙে বাঁশি
প্রফুল্ল কমল বনে লন্ডভন্ড করে মত্ত হাতি
বেচারি পুরুষ— সৃষ্টিকর্তা মহা বুদ্ধিমান
দারুণ চালাক। সূক্ষ্ম চাল চেলে
শরীরে তাদের দেন সত্যনাশ উইপোকা ছেড়ে
যে পারে না রুখতে, তার রক্তের ভিতরে গর্ত করে অন্ধকারে নামে
বিচারের নিক্তি তুলে পরীক্ষার ফল দেন তিনি
ইন্দ্রিয়ের পরে যার সু-শাসন সেই তো বিজয়ী
পুরুষত্ব তারই অধিগত— তিনি তাই সর্ব অর্থে সৎ
রমণ লাবণ্য তার কামে নয় প্রেমে। উঞ্ছবৃত্তি নয়
অতি সহজাত— হস্তামলকিবৎ।

মেঘলোকে জলাভাব

পাহাড় বেয়ে জল হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে
মেঘলোকে, বাষ্পের চাদরে
সদা চলিষ্ণু মেঘ ঢেকেছে নিজেকে
ঢাকছে গভীর খাদ, রাস্তা, বন
জলপ্রপাতের ধারা
হালকা কুয়াশায় নরম সূক্ষ্ম
হাওয়া উড়ে বেড়াচ্ছে
মানুষ যারা ঘুরছে-ফিরছে
তারা যেন অন্য কেউ অন্য কোন
গ্রহের বাসিন্দা
পাহাড়ের সানুদেশ বেয়ে মেঘমালা
আবার গড়িয়ে যাচ্ছে অবিশ্রাম
জলধারা বেয়ে আছড়ে পড়ছে
নিচের সমতলভূমিতে
আবার সেই জলধারা বাষ্প
হয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে
এত জল, তবু জল নেই
পাকদন্ডী ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের
মেঘ ঘেঁষে পাহাড়ি মেয়েরা
শুধু স্বপ্ন দেখে— জলধারা
গড়িয়ে পড়ছে তাদের মুখ বুক
নাভিকুণ্ড বেয়ে।

শুনে যাও কবি নেই

কবি ও কবিতার কাছে কী চায় লোকেরা
কেবলই হাত পাতে
নাড়া দেয় আমলকি ডাল
শুনে যাও— কবি নেই। অন্য কোন গ্রহান্তরে গেছে
ভিন্ন ছায়াপথে— সেইখানে কাটে তার সকাল-বিকাল
ঔষধির খোঁজে গেছে
যা বাঁচাবে মানুষের অপমৃত্যু
নরক যন্ত্রণা
ভিন্নতর পৃথিবীর খোঁজে গেছে
মানুষ যদিবা পায় নূতন স্থাপনা
কবি নেই, দধীচির হাড় খোঁজে—
বজ্র চাই। হন্যে হয়ে উধাও হয়েছে
যে আছে সে শুধু তার ভিটেমাটি নাম ও ঠিকানা
মিথ্যে আগলে দারোয়ান হয়ে আছে।

ভূমিকম্পের পরে

আমার ভিতকে তুমি নাড়িয়েছো
নীতিকে লঙ্ঘন
অথচ আমি তো দিইনি কোন
পাথুরে প্রত্যাশা
কোন আকাশকুসুম লতা
যার মূল নেই
কোন অবিবেকী স্বপ্নকথা
জীবন ভাসাবে
তবু ভিতকে নাড়ালে তুমি
লঙ্ঘিত শাসন

এমন বিকেলে আমি কোনদিকে যাই
বিধ্বস্ত একাকী
আকাশ-অরণ্য-জলে
ভীষণ কুয়াশা
একটি মাটির ঘর
সেও খানখান।

মানুষের গা ছুঁয়ে থাকো

মানুষের গা ছুঁয়ে থাকো
মন ছুঁয়ে থাকো
কিছুই ছোঁবে না
তুমি তো পাথর নও
কাঠকুটো নও
শুখা বন্ধ্যা কূপ নও
কি করে বাঁচবে তুমি
যদি গোপনে ফল্গুনদী বুকেই না বও?